পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 72 Tuesday, 11 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৭২ সংখ্যা ❋ ২৮ মাঘ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

# ‘দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমরা ক্ষমতায় আসব’

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** দলে তিনিই যে সর্বেসর্বা সেই বিষয়টি আবার মনে করিয়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নব্য-আদি দ্বন্দ্ব থেকে ক্যালেন্ডার বিভ্রাট। তৃণমূল কার? এই নিয়ে দলের অন্দরে হামেশাই একটা প্রশ্নচিহ্নের উদয় হয়েছে। যে ছবি আজ দেখা গেল, তা যে একেবারেই নতুন নয়, স্পষ্ট করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। দলের মধ্যে ‘তিনিই যে শেষ কথা’, তা আবার বিধানসভা বাজেট অধিবেশনের আগে বিধায়কদের নিয়ে বসা বৈঠক থেকে সাফ করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, বিধানসভায় আজ থেকে শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশন। আগামী বুধবার ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে শেষবারের মতো পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে সরকার পক্ষ। আর সেই অধিবেশন শুরুর আগেই রণনীতি ঠিক করতে পরিষদীয় দলের বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত, দলের অন্দরে কোনও রদবদল প্রয়োজন কিনা। কিংবা ছাব্বিশের নির্বাচনের রণনীতিটাই বা কী হবে, সেই প্রসঙ্গেই আয়োজন হয়েছিল এই বৈঠকের। সেখান থেকেই কড়া নির্দেশ তাঁর। সংগঠনে তিনিই যে ‘শেষকথা’ বলবেন, বৈঠক থেকে বিধায়কদের ফের একবার মনে করিয়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। পাশাপাশি, ছাব্বিশের নির্বাচনেও দলের নেতা-কর্মী কোমড় বেঁধে নামার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, বুথে বুথে কাজে আরও জোর দিতে হবে। যোগাযোগ বাড়াতে হবে দলের পুরনো নেতাদের সঙ্গেও। পাশাপাশি, বর্ধমানের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটি কার্যালয় নিয়ে সমস্যা সমাধানও করেন তিনি। প্রসঙ্গত, ছাব্বিশের নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই যেন দলের মধ্যে বাড়ছিল মতবিরোধী। কখনও হুমায়ুন, কখনও মদন। বিতর্কে জড়াচ্ছিলেন প্রত্যেকেই। নতুন করে

## ছাব্বিশের আগেই আত্মবিশ্বাসী মমতা

মাথা চাড়া দিচ্ছিল আদি-নব্য দ্বন্দ্ব। আর সেই সংঘাতের নিস্পত্তি করতেই কড়া নির্দেশ মমতার। সূত্রের খবর, সদ্য হওয়া দিল্লির নির্বাচনের ফলাফল নিয়েও সুর চড়ান তিনি। তাঁর দাবি, কংগ্রেস সমঝোতার পথে এলে এমনটা হত না। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গে ফের তৃণমূলই যে ক্ষমতা আসবে, সেই নিয়ে কনফিডেন্ট মমতা। তাঁর দাবি, ‘‘দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমরা ফের ক্ষমতায় আসব।’’ এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘অঞ্চল ও ব্লক স্তরে সভাপতি পদে বদলের দরকার রয়েছে বলে যদি মনে করেন, তাহলে তিন জন করে নাম পাঠান। ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অরূপ বিশ্বাসের কাছে ওই নামের তালিকা পাঠাতে হবে।’’ এছাড়াও তিনি এদিনও বলেন, ‘‘দলের রাশ এখন আমার হাতে। যেভাবে আলোচনার মাধ্যমে এখন দল চলছে, সেভাবেই চলবে। কোনও সমস্যা হলে আমি রয়েছি, আমাকে বলবেন। আর বক্সীদা তো আছেনই।’’ কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, এই নির্দেশ ও বার্তার উদ্দেশ্য ও বিধেয় পরিস্কার। এক, তৃণমূল স্তর থেকে সাংগঠনিক রদবদল হবে। কিছু জেলায় জেলা সভাপতি পদে বদল অনিবার্য। সেই সঙ্গে অঞ্চল ও ব্লকের সভাপতিও অনেক জায়গায় বদল করবেন তিনি। দুই, ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তালিকা জমা করতে বলা হয়েছে। তার মানে এ মাসে রদবদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ। মার্চ মাসের আগে কিছু হবে না। এবং তিন, নেতাজি ইনডোরে একটা কর্মিসভা হওয়ার কথা ছিল। যা এ মাসে হবে না। কারণ, বিধানসভা অধিবেশন তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে। তার পর আবার শিবরাত্রির তিথি রয়েছে। তা নিয়ে অনেক জেলা পূজার্চনায় ব্যস্ত থাকেন মহিলানেত্রীরা। তাই সম্ভবত সেই কর্মিসভা হবে মার্চে। হতে পারে সেই সভাতেই বা তার পর সাংগঠনিক রদবদলের ঘোষণা হবে। চার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেরকম ধারাবাহিক ভাবে বলছেন যে দলের রাশ তাঁর হাতে, তার মানে সাংগঠনিক রদবদলে ক্যামাক স্ট্রিট বা আই প্যাকের ভূমিকা হয়তো কমই থাকবে। দলের মধ্যে থেকেই রিপোর্ট নিয়ে রদবদল করবেন মমতা। ছাব্বিশ সালের বিধানসভা ভোটের আগে পুরসভা স্তরে বড় পরিবর্তন হবে বলে গত বছর একুশ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি এও ধারণা করা হচ্ছিল যে অন্তত একশটি পুরসভায় বদল হবে। তবে সেই প্রস্তাব আপাতত ঠাণ্ডা ঘরে চলে গেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

## ‘বিগ জিরো’, রাজ্যের ওপর রীতিমতো ক্ষুব্ধ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** জিটিএ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিআইডি রিপোর্ট দেখে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। একটি বেনামি চিঠিতে নিয়োগ সংক্রান্ত বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের নাম উঠে আসে। আজ, সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চে ছিল শুনানি। সেখানেই এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি। সোমবার বিচারপতি বসু জানিয়েছেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, বিনয় তামাংদের চাইলে ক্লিনচিট দিতে পারে রাজ্য। রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, এই নিয়োগ কোনও অপরাধ নেই। শুধুমাত্র পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে। আদালত চাইছে, যাদের নাম সামনে এসেছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করুক রাজ্য। এই মামলায় আদালত বান্ধব আইনজীবী নিয়োগ করার প্রয়োজন আছে বলেও উল্লেখ করেন বিচারপতি বসু। বেনামি চিঠিটি ‘খুব ডেঞ্জারাস’ বলে উল্লেখ করে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় তামাংদের নাম এফআইয়ার-এ আসার পর তাঁদের কী করা হচ্ছে। বিচারপতি বসু সরাসরি বলেন, ‘‘আমি জানতে চাই, রাজ্যের উদ্দেশ্য কী? কী চাইছে রাজ্য?’’ এফআইয়ার-এ নাম থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও নোটিস পাঠানো হয়নি। এই বিষয়ে রাজ্যের ভূমিকায় বিরক্তি প্রকাশ করে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, একজনকেও নোটিস পাঠানো হয়নি। বিগ জিরো। আগামী সোমবার ফের এই মামলার শুনানি হবে। সিবিআই-এর সিনিয়র আইনজীবীকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

**বাড়ি ভাঙতে কলকাতায় আসবে কেন্দ্রীয় বাহিনী!**

## বিচারপতি সিনহা বললেন, ‘আর সময় দেওয়ার কোনও কারণ দেখছি না’

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** শহরের বেআইনি নির্মাণ ভাঙার জন্য আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর কথা বলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার সে ব্যাপারে আরও একবার সতর্ক করল আদালত। বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন রাজ্য পুলিশ নির্মাণ ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতেই হবে। নারকেল ডাঙার বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ আদালতের। কলকাতা পুরনিগমের অধীন নারকেল ডাঙা থানা এলাকার একটি পাঁচতলা বাড়ি বেআইনিভাবে নির্মিত হয়েছে বলে রিপোর্ট দেয় পুরনিগম। এরপরই বাড়ি ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপরও সেই নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সেই মামলায় এবার সময় বেঁধে দিলেন বিচারপতি। সোমবার শুনানিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ১০ মার্চ ওই নির্মাণ ভাঙার কাজ সম্পূর্ণ না হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বাড়ি ভাঙা হবে। যেহেতু পুরনিগম নিজেই ওই নির্দেশ দিয়েছে, তাই বাড়িটা ভাঙা হল কি না, সেটা দেখার দায়িত্ব পুরনিগমের বলেই মন্তব্য করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তিনি জানতে চান, পুলিশ কী করছে? পুরনিগমের তরফে রিপোর্ট দিয়ে জানানো হয়েছে, ‘জবরদখলকারী’দের বের করতে পুলিশ কোনও সাহায্য করছে না। এই সম্পর্কিত কিছু ছবিও দেওয়া হয়েছে আদালতে। পুরনিগমের তরফে পাল্টা দাবি, পুলিশ না নিরাপত্তা দিলে ওই বাড়ি ফাঁকা করে কাজ করতে পারছে না পুরনিগম। পুরনিগমের রিপোর্ট দেখেই বিচারপতি সিনহা বলেন, ‘‘যেখানে পুলিশ ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানে কেন্দ্রীয় পুলিশ আনতেই হবে।’’ প্রথম তলা খালি করা সম্ভব হলেও বাকি অংশে লোকজন থাকায় ভাঙতে পারছে না পুলিশ। তাই আর একটু সময় দেওয়ার আর্জি জানায় পুরনিগম। কিন্তু বিচারপতি সাফ জানিয়ে দেন, ‘‘আর একটু সময় দেওয়ার কোনও কারণ দেখা যাচ্ছে না। পুলিশ কিছুই করতে পারছে না।’’ কার্যত ভর্ৎসনার সুরে বিচারপতি সিনহা বলেন, ‘‘সাত দিনে শুধু পাঁচ তলার ছাদ ভেঙেছেন। পাঁচতলা ভাঙতে কি এক বছর সময় লাগবে নাকি? আপনার লোকেরা বাকি ছ’দিন ধরে কী করছিল সেখানে?’’ উত্তরে পুরনিগম বলে, ‘‘আমরা কী করতে পারি! পুরসভা শুধু ভাঙার কাজ করতে পারে। যারা বাধা দিচ্ছে তাদের গ্রেফতার করতে হবে।’’ এদিনের শুনানিতে বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, আগামী ১০ মার্চের মধ্যে বাড়ি ভাঙা না হলে, আদালত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করবে।

## দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হবেন কোনও মহিলা? চর্চায় চার নাম, রাজধানীতে চমক দিতে পারে বিজেপি

**নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** ২৭ বছর পর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছে বিজেপি। দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, এখন গোটা দেশের রাজনৈতিক মহলের কৌতূহল তাকে ঘিরেই। যদিও বিজেপির অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন একজন মহিলাই। দিল্লিতে ৭০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৪৮টি দখল করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের সূত্রের খবর, জয়ী ৪৮ জন বিধায়কের মধ্যে থেকেই কাউকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বেছে নেওয়া হবে। ভোটে পরাজিত হয়েছেন অথব ভোটে লড়েননি, এরকম কাউকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসানো হবে না। ওই সূত্রের আরও দাবি, উপমুখ্যমন্ত্রীর পদটি দলিত সম্প্রদায় অথবা পিছিয়ে থাকা কোনও জনজাতির কোনও প্রতিনিধিকে দেওয়া হতে পারে। এ ছাড়াও নতুন মন্ত্রিসভায় দলিত এবং মহিলা মুখ বেশি সংখ্যায় থাকতে পারে। সম্ভাব্য মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চারটি নাম উঠে আসছে। তাঁরা হলেন শালিমার বাগ কেন্দ্র থেকে জয়ী রেখা গুপ্ত। গ্রেটার কৈলাস থেকে জয়ী বিধায়ক শিখা রায়, ওয়াজিরপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী পুনম শর্মা এবং নজরগড় কেন্দ্র থেকে জয়ী নীলম পহেলওয়ান। অরবিন্দ কেজরীওয়ালের পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন আপ নেত্রী অতীশী। সেক্ষেত্রে অতীশীর পর ফের কোনও মহিলার হাতেই যেতে পারে দিল্লির শাসন ভার। বিজেপির জয়ের পর অবশ্য দিল্লির সম্ভাব্য নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমে পরভেশ ভার্মার নাম উঠে এসেছিল। নতুন দিল্লি কেন্দ্র থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে পরাজিত করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। তবে দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে এখনও বিজেপির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফ্রান্স এবং আমেরিকা থেকে ফিরলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে।

## ‘সব স্বপ্ন পূরণ হয় না, বাস্তব খুবই কঠিন’, মমতার ‘ক্ষমতায় ফিরব’ মন্তব্যকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** দিল্লির বিধানসভা ভোটের ফল বেরনোর পর বিজেপি ইতিমধ্যে দাবি করতে শুরু করেছে যে, ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো অবস্থা হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গো-হারা হারবে তৃণমূল। কিন্তু খোদ তৃণমূল নেত্রী এই ইস্যুতে মুখ খুলে বলেছেন, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবেন তাঁরা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিষয়টি নিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করে বলেছেন, সব স্বপ্ন পূরণ হয় না। সোমবার ছিল রাজ্য বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষণে শুরু হয়েছে অধিবেশন। যদিও এই বাজেট-ভাষণকে অন্তঃসারশূন্য বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘‘দিশাহীন ভাষণ হয়েছে। কোনও বড় ঘোষণাই নেই।’’ এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের প্রসঙ্গ উঠলে শুভেন্দু বলেন, ‘‘তিনি স্বপ্ন দেখতে পারেন। কিন্তু সব স্বপ্ন পূরণ হবে এমনটা নয়। তিনি নিজের দলের লোক ধরে রাখার চেষ্টা করতে পারেন। স্বপ্ন দেখতে পারেন। কিন্তু বাস্তব খুবই কঠিন।’’’ তৃণমূল নেত্রীকে নিশানা করে অতীতের কিছু নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি উল্লেখ করে তৃণমূলের গোয়ায় লড়ার কথা, ত্রিপুরায় লড়ার কথা। বিজেপি

**‘‘এই জোটের পিণ্ডি চটকে গেছে।’’**

নেতার মন্তব্য, ‘‘সব জায়গায় শূন্য পেয়েছে তৃণমূল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালও এক সময়ে বলেছিলেন নরেন্দ্র মোদি নাকি তাঁকে এ জন্মে হারাতে পারবেন না। দিল্লিতে কী হয়েছে সবাই দেখেছে। ওড়িশায় নবীন পট্টনায়েককে অপরাজেয় বলা হত। সেখানের অবস্থাও সকলে জানে। তাই মমতার সব স্বপ্ন যেমন অতীতে পূরণ হয়নি, আগামী দিনেও তা পূরণ হবে না। জনগণ পূরণ হতে দেবেন না।’’ এই ইস্যুতে ইন্ডি জোটকে কটাক্ষ করেন বলেন, ‘‘এই জোটের পিণ্ডি চটকে গেছে।’’ দিল্লির ফল নিয়ে সরাসরি আপ-কংগ্রেসের কোন্দলকেই দায়ী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছেন, ‘‘দিল্লির ভোটে কংগ্রেস যদি আপের সঙ্গে সহযোগিতা করত, তাহলে এই ফল হত না। ওদিকে, আপও হরিয়ানায় কংগ্রেসকে সাহায্য করেনি। একসঙ্গে থাকলে এমন ফল হত না।’’ একই সঙ্গে তিনি ২৬-এর ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, ‘‘বাংলায় কাউকে দরকার হবে না। এখানে কংগ্রেসের কিছু নেই, আমরা একাই যথেষ্ট। দুই-তৃতীয়াংশ ভোট নিয়ে ’২৬-এর ভোটে আমরাই ফিরব।’’ শুভেন্দু অবশ্য বলছেন, ‘‘ভোট হয় নরেন্দ্র মোদিকে দেখে, উন্নয়ন দেখে। কে কোথায় কার সঙ্গে জোট করল, তা দেখে ফল হয় না।’’ এদিকে, এদিন প্রথা মেনে রাজ্যপালের ভাষণেই শুরু হল বাজেট অধিবেশন। শুভেড়ধু অধিকারী এদিন দাবি করেছেন, রাজ্য যে ভাষণ লিখে দিয়েছিল, তা পড়েননি রাজ্যপাল। শুভেঃদুর দাবি, ওই ভাষণে কেঃদ্রীয় সরকারের সমালোচনা ছিল। পরে রাজ্য নতুন করে ভাষণ লিখে দিয়েছে বলে দাবি শুভেন্দুর।

**২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি শেষ**

## রায়দান স্থগিত রাখল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ

**নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** এসএসসি-র ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি শেষ। রায়দান স্থগিত রাখলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। কীভাবে যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করা যাবে তার কিছুই বলতে পারল না সিবিআই। কোনও সমাধান সূত্র বেরোল না শীর্ষ আদালতে। গত ২৭ জানুয়ারি শেষবার সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি উঠেছিল। আজ ফের মামলা ওঠে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে। দুপুর ২টায় শুনানি শুরু হয়। এদিনও বিতর্কিত নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে কীভাবে বাঁচানো যাবে যোগ্যদের, সেই দিশা দেখাতে পারেননি কোনও পক্ষের আইনজীবী। এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘পঙ্কজ বনসলের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ওএমআর শিট নিয়েও আমরা সন্দিহান। কোন তথ্য আসল? কমিশনের নাকি পঙ্কজ বনসলের? বলতেই পারছে না কমিশন।’’ পুরো প্যানেল বাতিলের পক্ষেই সওয়াল করেন চাকরি প্রার্থীদের আইনজীবী। সিবিআই-এর আইনজীবী জানান হাইকোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং রাজ্য, কেউই স্পষ্ট করে অবৈধ চাকরি প্রাপকদের নির্দিষ্ট সংখ্যা বলতে পারেনি। তথ্য চেয়ে আমরা প্রথমে নায়সা-র কাছে যাই। সেখানে আমরা কিছু পাইনি। তারপর আমরা ডাটা স্ক্যানটেক-এর কাছে যাই। তারা তথ্য ডিলিট করে দিলেও আমরা উদ্ধার করতে পারি। আমরা পঙ্কজ বনসলের কাছ থেকে তিনটি হার্ড ডিস্ক পাই। সিবিআই-এর আইজীবী আরও জানান, ‘‘আমদের কাছে যাচাই করে দেখার জন্য দু’টি তথ্য ভাণ্ডার ছিল। পঙ্কজ বনসলের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য সঠিক, কারণ তাঁর তথ্য এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের মিল রয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যে বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকরা সিবিআইয়ের কাছে থাকা ওএমআর শিট খতিয়ে দেখেছেন তাঁরা কেউই বলেননি যে ওই ওএমআর তাঁদের নয়।’’ চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী সওয়াল করেন, শনাক্ত না হওয়া একজন অযোগ্য প্রার্থীও যদি চাকরিতে বহাল থেকে যায়, তাহলেও তার মাধ্যমে একজন যোগ্যকে বঞ্চিত করা হবে। কে কতদিন চাকরি করছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে এসএসসি ২৬ হাজার চাকরি প্রাপকদের যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করা সম্ভব তা বলবে ভবিষ্যৎ। কোনও সমাধান সূত্র না মেলায় রায়দান স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

## তাপমাত্রার তারতম্যে রাজ্যে শীতের লুকোচুরি! বৃষ্টির সম্ভাবনা কি রয়েছে

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** বিগত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফিরে যেতে যেতেও শীত যেন কামব্যাক করছে। চলতি মাসে কার্যত এমনই আবহাওয়া থাকবে বলে আভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। যদিও তাপমাত্রার তারতম্য দেখা যাবে সপ্তাহজুড়ে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে তাপমাত্রা ২-৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। রাতের দিকে হালকা ঠান্ডা লাগতে পারে। পাশাপাশি কুয়াশার দাপট থাকবে বেশ কয়েকটি জেলায়। কুয়াশা থাকবে কলকাতাতেও। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য তুষারপাতের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে মঙ্গলবার হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি সপ্তাহে মূলত রাজ্যজুড়ে পরিস্কার আকাশ থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা তেমন একটা নেই। যদিও রাজস্থানে একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে, যা পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সঙ্গে যুক্ত হয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করেছে। এর পাশাপাশি, উত্তরপূর্ব বাংলাদেশের উপরও একটি ঘূর্ণাবর্তের অবস্থান রয়েছে। এর ফলেই তাপমাত্রার হেরফের হবে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে বৃষ্টিও হতে পারে। এছাড়া পাহাড়ি রাজ্যে নতুন করে তুষারপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। এই মুহূর্তে একটি ঘূর্ণাবর্ত দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান এবং সংলগ্ন অঞ্চলের উপর অবস্থান করছে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। যদিও শীত বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

## বেলাগাম সরকারি বাসে লাগাম পরাতে ১২টি রুটে নজরদারি অ্যাপ আনছে পুরসভা!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** গণপরিবহণের বেপরোয়া গতি ঠেকাতে প্রায় দু’মাস আগেই নানা পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার তথা পরিবহণ দফতর। তার মধ্যে অন্যতম ছিল বেপরোয়া বাস চালকদের নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পরিস্থিতি যে এখনও বদলায়নি তাঁর প্রমাণ সদ্য কয়েকটি দুর্ঘটনা। এযাবৎ বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে একাধিক, যে কারণে আবারও নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। সোমবার পরিবহন মন্ত্রী, সচিব, ডিজি, এডিজি ট্র্যাফিক, কলকাতা পুলিশের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, মোট ১২টি রুটে বেপরোয়া বাসের বাড়বাড়ন্তে রাশ টানতে অ্যাপ আনা হবে। যার মধ্যে হাওড়া, বিধাননগর ও কলকাতা রুটও রয়েছে। এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘বাস রাশ ড্রাইভিং করছে কি না তা চিহ্নিত করবে। পাশাপাশি বাস স্ট্যান্ডে ডিসপ্লে হবে কোন বাস কবে, কোথায় যাবে। এই অ্যাপ তৈরি করছে কলকাতা পৌরসভার আইটি বিভাগ। বাসস্ট্যান্ড সৌন্দর্যায়ন করার কাজ করবে কলকাতা পৌরসভা।’’ মেয়র আরও বলেন,

‘‘১২টি রুটে বাসচালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দু-একমাসের মধ্যে এই অ্যাপ তৈরি কাজ শুরু হয়ে যাবে। বাসগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকবে জিপিএস, যাতে চালকদের নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বাসস্ট্যান্ডকে মডার্ন করা হবে। এতে যাত্রীরা বর্ষাকালে বা রোদে স্ট্যান্ডে ভাল ভাবে দাঁড়াতে পারবে।’’ পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, ‘‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফে কর্মসূচির জন্য অনেক দুর্ঘটনা কমেছে। এযাবৎ দুর্ঘটনায় দু’জনের মৃত্যু হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা একটা অ্যাপ তৈরি করব। এতে চালকদের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।’’ মন্ত্রীর কথায়, চালক এই নিয়ম না মানলে দু’তিন বার সতর্ক করার পর লাইসেন্স বাতিল করবে পরিবহণ দফতর। তিনি এও জানান, এই সবই পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু করা হবে। এই অ্যাপে স্পষ্ট সাজানো থাকবে কত নম্বরের বাস কোথায় আছে, কখন আসবে ইত্যাদি। বেশিরভাগই এয়ারপোর্ট কেন্দ্রিক হবে বলেও জানান স্নেহাশিস চক্রবর্তী। গত নভেম্বরে সল্টলেকে ১ নম্বর গেটের কাছে দুই বাসের রেষারেষির কারণে মায়ের স্কুটার থেকে পড়ে গিয়ে, মাথায় আঘাত পেয়ে মৃত্যু হয় এক স্কুলপড়ুয়ার। তার পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিবহণ ও নগরোন্নয়ন দফতর যৌথ ভাবে বাসমালিকদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্দেশ দিয়েছিল যে, কমিশন প্রথা তুলে দিতে হবে। যাতে কমিশনের পিছনে দৌড়তে গিয়ে বাসচালক বেপরোয়া ভাবে বাস না চালান। একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরির কথাও সে সময়ে পরিবহণ দফতর ঘোষণা করে, যার মাধ্যমে চালকদের উপরে নজরদারি করা হবে বলে জানানো হয়েছিল।

**মেদিনীপুরে বিষ স্যালাইন কাণ্ড**

## বিতর্কে জড়ানো সংস্থার টেকনিক্যাল ডিরেক্টরকে জেরা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** মেদিনীপুর মেডিক্যালে বিষ স্যালাইন কাণ্ডে ‘স্যালাইনে সমস্যা ছিল না’ বলে আগেই হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য। তারই মধ্যে বিতর্কে নাম জড়ানো পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর মুকুল ঘোষকে সোমবার ভবানীভবনে জেরা করলেন সিআইডির কর্তারা। যা নিয়ে নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, স্যালাইন প্রস্তুত সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে ওই সংস্থার আধিকারিকের কাছ থেকে খুঁটিনাটি তথ্য জানতে চান গোয়েন্দারা। এর আগে এই স্যালাইন কাণ্ডে মেদিনীপুরে মেডিক্যালের কয়েকজন চিকিৎসক-সহ মোট ১৩ জনকে জেরা করেছেন তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, বছরের শুরুতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের স্যালাইন কাণ্ড তোলপাড় ফেলেছিল বাংলায়। প্রসূতি মৃত্যু এবং অনেকের অসুস্থ হওয়ার ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। ওই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে স্বাস্থ্য দফতরের পাশাপাশি সিআইডিও পৃথকভাবে তদন্তে নামে। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ডও করেছে রাজ্য সরকার। রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইন-কাণ্ডে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল হাইকোর্টেও। সেই মামলায় আগেই রিপোর্ট দিয়েছে রাজ্য সরকার। বলা হয়েছে, গত ৮ ও ৯ জানুয়ারি হাসপাতালে আরএমও ছিলেন না। সিনিয়র ডাক্তাররাও ছিলেন না। একসঙ্গে পাঁচজন প্রসূতি ভর্তি হয়েছিলেন। স্টেট ড্রাগ কন্ট্রোল বলেছে, স্যালাইনে কোনও সমস্যা ছিল না। তবে সিআইডি এখন তদন্ত করে দেখছে, কীভাবে মৃত্যু ও অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছিল। জানা গেছে, এই সংক্রান্ত বিষয়েই আরও জানতে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর মুকুল ঘোষকে এদিন তলব করেছিলেন গোয়েন্দারা।

# দক্ষতার ওপর মনোনিবেশ করার পাশাপাশি চাপ কমাতে হবে, পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরীক্ষা পে চর্চার অষ্টম সংস্করণে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দক্ষতার ওপর মনোনিবেশ করতে হবে, একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের চাপ কমাতে হবে। পরীক্ষা পে চর্চার অষ্টম সংস্করণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির সুন্দর নার্সারিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সামাজিক চাপের কারণে, পিতামাতার তাঁদের সন্তানদের কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকে। আমি সমস্ত অভিভাবকদের কাছে তাঁদের সন্তানকে সবার সামনে মডেল হিসাবে উপস্থাপন না করার জন্য অনুরোধ করছি। তাঁদের উচিত নিজেদের সন্তানের অনন্যতাকে গ্রহণ করা, আমাদের দক্ষতার উপর মনোনিবেশ করা উচিত..., প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাস উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, একজন শিক্ষার্থীকে চিন্তা করা উচিত, কিভাবে তাঁরা নিজেদের সময়কে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাতে পারে। একজন শিক্ষার্থীর উচিত বর্তমানের দিকে মনোনিবেশ করা, আপনাদের উচিত কোনও দ্বিধা ছাড়াই কারও সঙ্গে আপনাদের চিন্তা ভাগ করে নেওয়া, অন্যথায় আপনার মন ভেঙে যাবে... আমাদের পরিবার নিজেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, শিক্ষার্থীরা রোবট নয়। আমরা আমাদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য অধ্যয়ন করি। বইয়ের মধ্যে আটকে থাকলে শিক্ষার্থীরা বড় হতে পারে না, তাঁদের পছন্দের কাজগুলো করতে হবে, তবেই তাঁরা পরীক্ষায় ভালো করতে পারবে। এমন মানসিকতা নিয়ে বাঁচতে হবে না যে পরীক্ষাই সব। একজনকে যতটা সম্ভব জ্ঞান অর্জন করা উচিত, কিন্তু মনে রাখা উচিত নয় যে পরীক্ষাই সবকিছু। লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।অন্যদিকে পরীক্ষা পে চর্চার অষ্টম সংস্করণ একেবারে নতুন আঙ্গিকে হাজির হল। মনোবল বাড়াতে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে খোলামেলা কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরীক্ষার্থীদের বাজরা ও সবজির গুরুত্ব বোঝালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পরীক্ষা পে চর্চার অষ্টম সংস্করণে সোমবার প্রধানমন্ত্রী মোদী দিল্লির সুন্দর নার্সারিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। বাজরা ও শাকসবজির গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোঝান প্রধানমন্ত্রী।শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, অসুস্থ না থাকার মানে এই নয় যে আমরা সুস্থ। ঘুমও পুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। চিকিৎসা বিজ্ঞানও ঘুমের ওপর জোর দেয়, প্রত্যেকেরই সকালের রোদে সময় কাটানো উচিত। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমাদের সমাজ এমন যে, কম গ্রেড বাড়িতে উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে। আপনাদের চাপ আছে, তবে আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা না করে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আপনাকে নিজেকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

# ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান দত্তাত্রেয় হোসবালের, সূর্য নমস্কার করলেন সরকার্যবাহ

প্রয়াগরাজ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। সোমবার সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে ছাড়াও সুরেশ সোনি মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছেন। ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের সময় তাঁরা সূর্যদেবকে নমস্কার করেন, পাশাপাশি সাফাই কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন।সোমবার মহাকুম্ভ মেলার ২৯-তম দিনে মহাকুম্ভের ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, টানা ৪৫ দিন ধরে। এখনও পর্যন্ত মহাকুম্ভের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন প্রায় ৪১ কোটির বেশি ভক্ত। মহাকুম্ভে ইতিমধ্যেই দু'টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে ১২ ফেব্রুয়ারি (মাঘি পূর্ণিমা) এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)।

# সবকিছু নিয়মানুযায়ী চলছে, প্রয়াগরাজে ব্যবস্থাপনা দেখে বললেন বৈষ্ণব্য

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি মাঘি পূর্ণিমায় তৃতীয় অমৃত স্নানের আগে সোমবার প্রয়াগরাজ রেল স্টেশনের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সোমবার দিল্লি থেকে প্রয়াগরাজ রেল স্টেশনের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। ব্যবস্থাপনা দেখে তিনি খুশি ব্যক্ত করেছেন।রেলমন্ত্রী বৈষ্ণব বলেছেন, প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের জন্য ৮টি রেল স্টেশনে সমস্ত ব্যবস্থার যত্ন নিয়েছে রেল। রাজ্য প্রশাসনের পাশাপাশি সব কিছু অত্যন্ত সমন্বিতভাবে করা হচ্ছে। গত রবিবার ৩৩০টি ট্রেন প্রয়াগরাজ জংশন ছেড়েছে এবং আজও ট্রেনগুলি সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। কেউ গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করলে আমরা তাদের কথা শুনতে চাই না। সবকিছু নিয়মানুযায়ী চলছে।

# সোলাপুর-পুণে হাইওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৩ জনের, আহত ১৫

পুণে, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের সোলাপুর-পুণে হাইওয়েতে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ১৫ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোলাপুর-পুণে হাইওয়ের ওপর কোলেওয়াড়ির কাছে। একটি ট্রাক, মিনিবাস ও দু'টি বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মিনিবাসের চালক-সহ ৩ জনের। এছাড়াও ১৫ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাকটি ভুল লেনের দিকে চলে যায়, যার ফলে মিনিবাসটি উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে সোলাপুর-পুণে হাইওয়েতে দীর্ঘ সময়ের জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

# ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী, যাবেন আমেরিকাতেও

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩-দিনের সফরে সোমবার ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। ফ্রান্স সফরে গিয়ে তিনি এআই অ্যাকশন সামিটে অংশ নেবেন, এছাড়াও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল মাক্রোঁর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। প্যারিসে ফরাসি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনের সহ-সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দুই নেতা যৌথভাবে মার্সেইতে ভারতের নতুন কনস্যুলেট জেনারেলেরও উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল রিঅ্যাক্টর প্রকল্প পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী। বিদেশ সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী যাবেন আমেরিকায়, ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি আমেরিকায় থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। দু'দিনের সফরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। উল্লেখ্য, অভিবাসী ভারতীয়দের ফেরত পাঠানোর সময়ে মোদীর এই মার্কিন মুলুক সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

# অ্যারো ইন্ডিয়ার মহাকুম্ভ ভারতের শক্তি প্রদর্শন করেঃরাজনাথ সিং

বেঙ্গালুরু, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃভারতে মহাকুম্ভ চলছে, অ্যারো ইন্ডিয়া রূপে শুরু হয়েছে আরেকটি মহাকুম্ভ। বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ আত্মদর্শনের জন্য এবং অ্যারো ইন্ডিয়ার মহাকুম্ভ গবেষণার জন্য। প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ অভ্যন্তরীণ ঐক্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং অ্যারো ইন্ডিয়ার মহাকুম্ভ বাহ্যিক নিরাপত্তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সোমবার বেঙ্গালুরুর ইয়েলাহাঙ্কা এয়ার ফোর্স স্টেশনে অনুষ্ঠিত অ্যারো ইন্ডিয়া ২০২৫-এ যোগ দেন।প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারও। প্রসঙ্গত, অ্যারো ইন্ডিয়া ২০২৫ সোমবার, ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রাজনাথ সিং এদিন বলেছেন, প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ ভারতের সংস্কৃতি প্রদর্শন করে এবং অ্যারো ইন্ডিয়ার মহাকুম্ভ ভারতের শক্তি প্রদর্শন করে। একদিকে ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতার মহাকুম্ভ, অন্যদিকে বীরত্বের মহাকুম্ভ। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'বিকাশ ভি, বিরাসত ভি' স্লোগানকে পূর্ণ করে। এটা একমাত্র ভারতেই সম্ভব।রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, অ্যারো ইন্ডিয়া পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পারস্পরিক স্বার্থ এবং পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য আমাদের মঞ্চ প্রদান করে। একইসঙ্গে আমাদের বর্তমান অনিশ্চয়তা এবং বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার চেষ্টা করা উচিত। নিরাপত্তার দুর্বল অবস্থায় কখনোই শান্তি অর্জন করা যায় না। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে শক্তিশালী হতে হবে, তবেই আমরা শান্তি নিশ্চিত করতে পারব। শুধুমাত্র শক্তিশালী হয়ে আমরা একটি উন্নত বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য কাজ করতে সক্ষম হব। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার এই পরিবেশে, ভারত এমন একটি বড় দেশ যেখানে আমরা শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি।

# লাড্ডু প্রসাদ বিতর্কে গ্রেফতার ৪, সিবিআই তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

তিরুপতি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরের লাড্ডুতে অনিয়মের হদিস পেল সিবিআই। এই মামলায় মোট ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্যও। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে এআর ডেয়ারি (তামিলনাড়ু), পরাগ ডেয়ারি (উত্তর প্রদেশ), প্রিমিয়ার এগ্রি ফুডস ও আলফা মিল্ক ফুডসের ৪ জন। তিনটি রাজ্যের তিনটি পৃথক ডেয়ারি সংস্থার প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।তদন্তে ঘি সরবরাহের সময় অনিয়ম ধরা পড়েছে। বৈষ্ণবী ডেয়ারির প্রতিনিধিরা ঘি সরবরাহের জন্য এ আর ডেয়ারির নামে দরপত্র সংগ্রহ করে। বৈষ্ণবী ডেয়ারি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় হেরফের করার জন্য এ আর ডেয়ারির নাম ব্যবহার করে মিথ্যা নথি ও সিল তৈরি করেছে। উত্তরাখণ্ডের রুরকির ভোলে বাবা ডেয়ারি থেকে ঘি নেওয়ার দাবি করে বৈষ্ণবী ডেয়ারি তৈরি করেছিল ভুয়ো রেকর্ড।সিবিআই সূত্রে খবর, মন্দিরে ঘিয়ের জোগান দেওয়ার জন্য বৈষ্ণবী ডেয়ারির প্রতিনিধিরা এ আর ডেয়ারির নামে টেন্ডার নিতেন। ভুয়ো নথি দেখিয়ে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কারচুপি করতেন। এ ছাড়া, বৈষ্ণবী ডেয়ারির লোকজন ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে দাবি করতেন, তাঁরা উত্তরাখণ্ডের ভোলেবাবা ডেয়ারির কাছ থেকে ঘি কেনেন। খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, এই পরিমাণ ঘিয়ের জোগান দেওয়ার ক্ষমতাই নেই ভোলেবাবা ডেয়ারির।

# অনুপাদক সম্পদের ক্ষেত্রে সোনার নিলামে সরকার কঠোর নীতি গ্রহণ করছেঃনির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃঅনুপাদক সম্পদের ক্ষেত্রে সোনার নিলামের জন্য সরকার কঠোর নীতি গ্রহণ করছে। এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। সোমবার লোকসভায় শূন্য কালে অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, স্বর্ণ ঋণ মেটাতে ব্যাঙ্ক নয়, এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি একই নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়।তিনি বলেন, ঋণ মেটাতে অসমর্থ এমন ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের বহুবার নোটিশ পাঠানো হয় এবং এ বিষয়ে তাদের আগাম জানানো হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঋণ মেটাতে যারা অসমর্থ হন বাধ্য হয়ে তাদের গচ্ছিত সোনা নিলাম করতে হয়।

# সমাধিস্থ পাথারকান্দির মৃত বুনো হাতিকে

পাথারকান্দি (অসম), ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাধীন লালখিরায় মৃত বুনো হাতির সমাধি পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ একটি বুনো হাতির মৃত্যু হয়েছে রবিবার। আজ সোমবার সকালে লালখিরায় মৃত বুনো হাতিকে সমাধিস্থ করেছেন বন দফতরের আধিকারিক ও কর্মচারীরা।জানা গেছে, রবিবার সকালে লালখিরা বাগানের একটি মন্দিরের পাশে বৃদ্ধ বুনো হাতির নিথর দেহ দেখেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এ খবর পেয়ে শ্রীভূমির এসিএফ সামসউদ্দিন লস্কর পাথারকান্দির রেঞ্জ ফরেস্ট দফতরের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত হাতিটি পর্যবেক্ষণ করেন। পরের আজ সোমবার সকালে পশু চিকিৎসক ডেকে মৃত হাতির ময়না তদন্ত করানো হয়। এর পর স্থানীয় জনতা মৃত হাতির ওপর ফুল, ফুলের মালা, ধূপধুনো দিয়ে পুজার্চনা করেন।পুজার্চনার পর বন বিভাগের কর্মীরা জেসিবি দিয়ে সেখানে কবর খুঁড়ে হাতিটিকে সমাধিস্থ করেন।প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন ধরে এই বুনো হাতিটির শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। এতে বন দফতর সক্রিয় হয়ে হাতিটির চিকিৎসা সহ দেখভালের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তখন কালাবাগ পশুপ্রেমী জনগণ ওয়াইল্ড লাইফ বিভাগকে অসুস্থ হাতিটির উন্নত চিকিৎসার জন্যও আর্জি

# টালিগঞ্জে কাটল অচলাবস্থা, সেটে হাজির টেকনিশিয়ানরা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ পরিচালক সৃজিত রায়ের সেট তৈরির কাজ ফের শুরু হল। সেটে হাজির টেকনিশিয়ানরা। এই সেট তৈরির কাজ বন্ধ থাকায় তৈরি হয়েছিল জটিলতা। তবে সোমবার সকাল থেকে সিরিয়ালের সেট তৈরির কাজ নতুন করে শুরু হয়েছে।বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে পরিচালক সৃজিত রায়ের শ্যুটিং সেট তৈরির কাজ বন্ধ ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত অরূপ বিশ্বাস এবং ইন্দ্রনীল সেন, দুই মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কাটল জট। শনিবার থেকেই বিভিন্ন শ্যুটিংয়ের যে জটিলতা ছিল তা কেটে গিয়েছে।রবিবার 'সৈকত সানডে' হওয়ায় বিভিন্ন ধারাবাহিক-সহ পুরো শ্যুটিং ফ্লোরই বন্ধ থাকে। তাই সোমবার থেকেই শ্যুটিং ফ্লোরে কাজ শুরুর কথা ছিল। টেকনিশিয়ানরা শ্যুটিং সেট তৈরির কাজে আসবেন সেকথা জানা গিয়েছিল। সেই মতোই সোমবার থেকে কাজ শুরু হয়। সৃজিত রায়ের আসন্ন ধারাবাহিকের শ্যুটিং ফ্লোরে সেট তৈরির কাজ জোরকদমে শুরু হয়ে যায়।দ্রুততার সঙ্গে চলছে কাজ। তবে এতদিন কাজ বন্ধ থাকায় অবশ্য ধারাবাহিকের সম্প্রচার কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছে।জানা গিয়েছে, আগামী ২০ তারিখ দুই মন্ত্রীর সঙ্গে ফের পরিচালকদের একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। আগেই ১৬ দফা দাবি জানিয়েছিলেন পরিচালকরা। তার মধ্যে অন্যতম মূল দাবি ছিল যে, যেখানে ৬০ জন টেকনিশিয়ান লাগছে না, সেখানে কেন কম টেকনিশিয়ান নিয়ে কাজ হবে না? আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি এই ১৬ দফা দাবি নিয়েই পরিচালকদের সঙ্গে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ইন্দ্রনীল সেনের বৈঠকের কথা রয়েছে। ওই বৈঠকের পরই জানা যাবে পরবর্তীতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবে আপাতত চেনা ছন্দে ফিরেছে টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়া।

# খাদ্য নিরাপত্তা কোনও সুযোগ-সুবিধা নয়, মৌলিক অধিকারঃসোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ খাদ্য নিরাপত্তা কোনও সুযোগ-সুবিধা নয়, মৌলিক অধিকার। সোমবার রাজ্যসভায় এমনটাই বললেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। তিনি বলেছেন, ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে ইউপিএ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন দেশের ১৪০ কোটি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। এটি লক্ষ লক্ষ পরিবারকে অনাহার থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ সংকটের সময়। এই আইনটি প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার ভিত্তি তৈরি করেছে। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অধীনে, গ্রামীণ জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ এবং শহরের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পাওয়ার অধিকারী।সোনিয়া গান্ধী আরও বলেছেন, যাইহোক, সুবিধাভোগীদের কোটা এখনও ২০১১ সালের জনগণনার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় যা এখন এক দশকেরও বেশি পুরনো। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, চার বছরেরও বেশি সময় ধরে জনগণনা বিলম্বিত হয়েছে। মূলত ২০২১ এর জন্য নির্ধারিত, এটি কখন পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে এখনও কোনও স্পষ্টতা নেই। এটা অপরিহার্য যে, সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনগণনা শেষ করায় অগ্রাধিকার দেয়। খাদ্য নিরাপত্তা কোনও সুযোগ-সুবিধা নয়, মৌলিক অধিকার।

# ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান রাষ্ট্রপতির, প্রার্থনাও করলেন দ্রৌপদী মুর্মু

প্রয়াগরাজ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা পরিদর্শন করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সোমবার মহাকুম্ভ মেলার ২৯-তম দিনে মহাকুম্ভের ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। সোমবার সকালে প্রয়াগরাজে এসে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।সেখান থেকে মহাকুম্ভে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি। ত্রিবেণী সঙ্গমে পরিযায়ী পাখিদের খাবারও খাওয়ান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এরপরই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল, ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু।

# জোটের রাজনীতিতে কোনও অহংকার থাকা উচিত নয় ঃসঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ইন্ডি জোটের অস্তিত্ব নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, এমন সময় উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত বললেন, জোটের রাজনীতিতে কোনও অহংকার থাকা উচিত নয়। সোমবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, আমরা সবাই ইন্ডি জোটের অংশীদার, কংগ্রেস আমাদের সিনিয়র অংশীদার এবং রাহুল গান্ধী আমাদের নেতা। সবাইকে একত্রিত করা সিনিয়র অংশীদারের দায়িত্ব। এটি এএপি-রও দায়িত্ব ছিল।দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, এখানে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল, হয়তো ফলাফল অন্যরকম হত এবং বিজেপি জিতত না। এএপি এবং কংগ্রেস উভয়ই এর জন্য দায়ী। জোটের রাজনীতিতে কোনও অহংকার থাকা উচিত নয়। বড় ভাইয়ের দায়িত্ব কংগ্রেসের পালন করা উচিত।

# তাঁর আদর্শ সমস্ত দেশবাসীর জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক, গুরু হর রাই-কে শ্রদ্ধা শাহর

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ শিখ ধর্মের সপ্তম গুরু শ্রী গুরু হর রাই সাহেব জির প্রকাশ পর্বের শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।সোমবার অমিতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, শ্রী গুরু হর রাই জির জীবন সেবা, সাহস এবং সংযমের সমার্থক। একদিকে তিনি প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভক্তির আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে তিনি শিখ ধর্মকে পুনর্গঠন করে আরও শক্তিশালী করেছেন। সত্য, অহিংসা এবং জনসেবার প্রতি উৎসর্গের মূর্ত প্রতীক, গুরু হর রাই জির আদর্শ সমস্ত দেশবাসীর জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক।

# পরীক্ষার্থীদের পাশে কলকাতা পুলিশ, পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে সিপি মনোজ বর্মা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে, সোমবার কলকাতার একটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার বর্মা। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, কলকাতা পুলিশ পরীক্ষার্থীদের পাশে রয়েছে। নগরপাল মনোজ কুমার বর্মা বলেছেন, কলকাতা পুলিশ এলাকায় ১১৮টি জায়গায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের ৩৭,৪০০ জনেরও বেশি পরীক্ষার্থী রয়েছে। ইতিমধ্যেই পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। আমরা সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে বিস্তারিত ব্যবস্থা করেছি, যার মধ্যে ইউনিফর্ম এবং সাধারণ পোশাকে পুলিশ কর্মী রয়েছে, মহিলা অফিসারদেরও মোতায়েন করা হয়েছে।নগরপাল মনোজ কুমার বর্মা আরও বলেছেন, নদীর ধারে বিভিন্ন ঘাটেও আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমরা নিশ্চিত, পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে। আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বর শুরু করেছি - ৯৪৩২৬১০০৩৯।

# ত্রিবেণী সঙ্গমে সপরিবারে পুণ্যস্নান পুষ্কর ধামির

প্রয়াগরাজ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে সোমবার ২৯-তম দিনে পড়ল মহাকুম্ভ মেলা। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল, ত্রিবেণী সঙ্গমে সোমবারও পুণ্যস্নান করলেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীরা। সোমবার ত্রিবেণী সঙ্গমে সপরিবারে পুণ্যস্নান করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। পুণ্যস্নানের পর মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন, সমগ্র বিশ্বের মানুষ এখানে আসছেন আস্থার

# ব্যারাকপুর সুকান্ত সদনে অনুষ্ঠিত হল সংসদীয় জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের আলাপচারিতা

দুরন্ত বার্তা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃগত রবিবার বেলা ১২ টায় দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পরিচালনায় রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন আলাপচারিতা-র মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ব্যারাকপুর সুকান্ত সদনে। কর্মী সম্মেলনের প্রধান মুখ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, পরিষদীয় মন্ত্রী তথা কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়,সাংসদ সৌগত রায়,সাংসদ পার্থ ভৌমিক, দমদম ব্যারাকপুর সংসদীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবরাজ চক্রবর্তী, বিধায়িকা মঞ্জু বসু, দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী কেয়া দাস, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী তথা বিধায়িকা অদিতি মুন্সি, রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী তন্দ্রা ঘোষ ও সোনালী সিংহ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। এদিনের এই আলাপচারিতা কর্মী সম্মেলনে বিশেষ বিশেষ তথ্য সহকারে সহস্রাধিক মহিলাদের উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক মানব সেবায় কি ভাবে সুন্দর পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই বার্তাই দেন মাননীয়া মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ সৌগত রায়,পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ পার্থ ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন দমদম ব্যারাকপুর সংসদীয় জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী কেয়া দাস।

# শীত কমছে কাশ্মীরে, শ্রীনগরে ৩ ডিগ্রিতে পৌঁছল নূন্যতম তাপমাত্রা

শ্রীনগর, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ধীরে ধীরে শীতের দাপট কমছে কাশ্মীরে, সোমবার সকালে শ্রীনগরের ন্যূনতম তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। আর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কনকনে ঠান্ডাও অনেকটাই কমেছে। এদিন শ্রীনগরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ১০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।শুধু শ্রীনগর নয়, জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যত্রও বৃদ্ধি পেয়েছে ন্যূনতম তাপমাত্রা। ঠান্ডা অনেকটাই কমেছে জম্মুতেও। তবে, এই মুহূর্তে বরফের চাদরে ঢেকে রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা। বরফের চাদরের মধ্যেই সোমবার সকালে টহল দিতে দেখা যায় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের।

# পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৮মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১১ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৭ মাঘ, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২৬ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২২ মাঘ ১৯৪৬, মৈতেঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৬ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৬ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্ল।অমৃতযোগদিনঃ ০৮ঃ৩৩ঃ ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্তকুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্তকুলিকরাত্রিঃ ১১ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্তবারবেলাঃদিন ০৮ঃ০১ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ৩৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্তগ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৪৩৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রিলগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩২ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

# আবহাওয়া

মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফের নামলো তাপমাত্রা। আরও তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তার আগে শুক্রবার কলকাতার ন্যূনতম তাপমাত্রা ছিল ১৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১-২ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার ওঠানামা অব্যাহত থাকবে। রবিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে তিন থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। কুয়াশার সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। মোটামুটি সোমবার পর্যন্ত ঠান্ডা থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।জোয়ারঃ-সকাল ৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যোদয়ঃ সকাল ৬টা ১৪মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২৯মিনিট

# পরীক্ষার্থীদের পাশে কলকাতা পুলিশ, পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে সিপি মনোজ বর্মা

দুরন্ত বাতা৩, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে, সোমবার কলকাতার একটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার বর্মা। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, কলকাতা পুলিশ পরীক্ষার্থীদের পাশে রয়েছে। নগরপাল মনোজ কুমার বর্মা বলেছেন, কলকাতা পুলিশ এলাকায় ১১৮টি জায়গায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের ৩৭,৪০০ জনেরও বেশি পরীক্ষার্থী রয়েছে। ইতিমধ্যেই পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। আমরা সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে বিস্তারিত ব্যবস্থা করেছি, যার মধ্যে ইউনিফর্ম এবং সাধারণ পোশাকে পুলিশ কর্মী রযেছে, মহিলা অফিসারদেরও মোতায়েন করা হয়েছে। নগরপাল মনোজ কুমার বর্মা আরও বলেছেন, নদীর ধারে বিভিন্ন ঘাটেও আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমরা নিশ্চিত, পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে। আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বর শুরু করেছি - ৯৪৩২৬১০০৩৯।

# ত্রিবেণীতে মিনি কুম্ভে শাহী স্নানে হাজির সাধুসন্তরা

মলয় সুর, ত্রিবেণ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁশবেড়িয়ায় রাত পোহালে মিনি কুম্ভে বেজে উঠবে পূর্ণ শঙ্খ। বাঁশবেড়িয়ায় গঙ্গার ধারে সপ্তর্ষি ঘাটে মাঘী সংক্রান্তি দিন কুম্ভস্থানের ভূমি পুজো হয়। এবারে পুন্যার্থীদের নিরাপত্তা ও ভিড় সামলানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কুম্ভ মেলার মূল পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছেন বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা। পুর চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। ১১ই ফেব্রুয়ারি কুম্ভ মেলা শুরু। ১২ ই ফেব্রুয়ারি শাহী স্নান। ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলবে। ইতিমধ্যেই অগুণতি পুণ্যার্থী আসছেন। সম্প্রতি প্রয়াগে কুম্ভস্থানে গিয়ে মানুষকে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়েছিল। সেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারী বিবেচনা করে সতর্ক রয়েছে আয়োজক ও প্রশাসন। কুম্ভ স্নান ও মেলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পুরোহিত অঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাঁশবেড়িয়ার ত্রিবেণী সঙ্গম পুণ্যতীর্থ। এই ত্রিবেণীতে তিনটি নদীর সংযোগ রয়েছে। গঙ্গা, সরস্বতী ও যমুনা। সেজন্য একে মুক্ত বেনি বলা হয়। আর প্রয়াগ কে যুক্ত বেণী। তাই প্রয়াগে যাওয়ার পথে ত্রিবেণী ছুঁয়ে যেতেন অনেক সাধু। সেই কারণে কুম্ভের একটি স্নান পর্ব ত্রিবেনীর গঙ্গায় হত। বেশ কয়েক বছর ধরে বাঁশবেড়িয়ায় নতুন করে কুম্ভস্থান ও মেলার আয়োজন হচ্ছে। এক সময় স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ত্রিবেণী ঘাটে এসেছিলেন। ত্রিবেণী শিবপুর স্পোর্টিং-এর মাঠে মূল মেলা হচ্ছে। পুণ্যার্থীদের জন্য স্থানীয় উদ্বাস্তু ক্যাম্পে সাধুসন্ত ও পুণ্যার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গেরুয়া সাজ আর সাধু সঙ্গে বর্ণময় হয়ে উঠেছে ত্রিবেনীর গঙ্গার পাড়। পূর্ণ কুম্ভ থেকে মিনি কুম্ভে চলে এলেন 'বাইক বাবা' । গেরুয়া রঙে রাঙানো বাইক। সে বাইকে দেব-দেবীর অবস্থান। বাইকের সামনেই আছেন মহাদেব শিব। আর সিটে সওয়ারি ভস্ম মাখা জামাতিয়া মহন্ত ছোটু গিরি নাগা বাবা। তিনি প্রয়াগ কুম্ভ -এ ছিলেন। ত্রিবেণী কুম্ভের সন্ধান পেয়ে বাইক নিয়ে চলে এসেছেন বাঁশবেরিয়ায়। শাহী স্নান করে যাবেন বৈষ্ণোদেবী। সেখানেও বাইক নিয়ে যাবেন। চার দিনের টানা সফল করে সকালে এসে পৌঁছেছেন বাঁশবেরিয়ায়। রীতিমত আকর্ষণের কেন্দ্র হয়েছেন 'বাইক বাবা' নাগা সাধু। কাশি বারাণসীর সাধু তিনি। তার বাইকের সামনে মাইকে সর্বদা ভজন গান পরিবেশন হয়। এ বাড়ি প্রথমবার তিনি ত্রিবেনীর কুম্ভে এসেছেন।

# ছাদ থকে পড়ে বিপত্তি, হাবড়ায় আহত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, হাবড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাদ থেকে পা পিছলে পড়ে গুরুতর জখম হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার রাউতাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর গ্রামে। আহত পরীক্ষার্থীর নাম - শাবনুর বিশ্বাস। পরিবার সূত্রের খবর, এদিন সকালে সে ছাদে জামাকাপড় তুলতে গিয়েছিল। তাড়াহুড়োতে আচমকা পা পিছলে ছাদ থেকে সোজা নীচে পড়ে যায় শাবনুর। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আপাতত সেখানেই সে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তার মাথায় এবং পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে। তবে তার অবস্থা স্থিতিশীল। কিন্তু বেশ আপাতত বেশ কিছুদিন তাকে হাসপাতালেই থাকতে হবে। ফলে এবছর শাবনুরের আর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া হবে না। এই ঘটনায় হতাশ শাবানুর এবং তার পরিবারের সদস্যরা। তাঁর পরিবারের কথায়, মাধ্যমিকের জন্য মাসের পর মাস প্রস্তুতি নিয়েছিল শাবনুর। এরকম একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ফলে এবার পরীক্ষা দেওয়া হল না।

# মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন বিধায়ক স্বপন দেবনাথ

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলী, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লক এলাকার ৭টি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের ২৪০৯ জন ছাত্রছাত্রীকে রাজ্যের মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন দেবনাথ এর উদ্যোগে প্রত্যেক বছরই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়. এ বছরও তার অন্যথা হয়নি. এবছর ৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, ব্লকের ভূমি সংস্কার কর্মদক্ষ রাজকুমার পান্ডে, পূর্ত কর্মদক্ষ পরিমল দেবনাথ, জেলা পরিষদের সদস্যা অপর্ণা মুন্সি, পঞ্চায়েত প্রধান রিতা দেবনাথ, মৃণাল কান্তি দেবনাথ, রঞ্জিত দেবনাথ, কানন বর্মন, অপর্ণা চ্যাটার্জি, মিঠু দাস সহ আরো অনেকে. প্রত্যেক বছরই ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

# কুলতলিতে বাঘের কামড়ে গুরুতর আহত হলো এক অস্থায়ী বন কর্মী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১০ পেব্রুয়ারি ঃ এবার লোকালয়ে আসা বাঘকে বন্দি করতে গিয়ে জখম হলো এক অস্থায়ী বনকর্মী, ঘাড়ে থাবা মেড়েছে রয়াল বেঙ্গল,একটিচোখ নস্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর।গুরুতর জখম অবস্থায় টাইগার টিমের ওই অস্থায়ী বনকর্মীকে উদ্ধার করে প্রথমে জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে সেখানে আহত দেবীপুরের বাসিন্দা বন কর্মী ৩৮ বছরের গনেশ অরফে মঙ্গল শ্যামলের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা চলছে তাঁর। রবিবার কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নগেনাবাদে ৯ নম্বর মুলার জেটি ঘাটের কাছে একটি বাঘ দেখতে পান স্থানীয় যুবক রাজকুমার সাফুঁই। তিনি দাবি করেন, বাঘটি জেটিঘাট সংলগ্ন শ্মশানে ঘোরাঘুরি করছিল। পরে সে গ্রামের রাস্তা ধরে। সাইকেলে চেপে বাড়ি ফেরার পথে তা দেখতে পান রাজকুমার। তিনি ভয়ে সাইকেল ফেলে আর্তনাদ করতে করতে বাড়ি ফেরেন। আর নিমেষে ফের বাঘ ঢোকার খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে। আর এর পরেই স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা গ্রাম লাগোয়া ম্যানগ্রোভের জঙ্গলের মধ্যে বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ লক্ষ করেন। যদিও সেই সময় বাঘটিকে দেখতে পাননি তাঁরা। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরের রায়দিঘি রেঞ্জের অন্তর্গত নলগোড়া বিট অফিসে। আর মৈপীঠে নতুন করে বাঘের এই উপস্থিতির খবর পেয়ে সোমবার ভোরেই সেখানে পৌঁছান টাইগার টিম সহ বনদপ্তরের কর্মীরা। জেটি ঘাটে পৌঁছান মৈপীঠ উপকূল থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাসের নেতৃত্বে একাধিক পুলিশ কর্মীরা ও।এদিন সকালে বাঘটিকে বন্দি করার পরিকল্পনা করে বনদপ্তরের একটি দল।বাঘের খোঁজ শুরুহয়।

সেই সময়ই ঝোপের পাশে একটি ধানক্ষেতে বন কর্মীদের উপরে হামলা করে বাঘটি। ৩ জন অস্থায়ী বনকর্মীর মধ্যে একজনের ঘাড়ে থাবা বসায় বাঘটি। একটি চোখ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় তাঁর। আর এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয় ওই অস্থায়ী বনকর্মী। আর এখন ভয়ানক আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার লোক জন। বন দপ্তরের কাছে দ্রুত বাঘটিকে খাঁচা বন্দি করে জঙ্গলে ফেরানোর আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। দীর্ঘ দিন সুন্দরবনের এই সব এলাকায় বাঘে আক্রান্তদের পাশে থেকে তাদের অধিকার পাইয়ে দিতে কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। সেই সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল সোমবার বলেন,বন কর্মীদের গাফিলতির কারনে বারবার জঙ্গলের বাঘ লোকালয়ে চলে আসছে। বাঘ তাড়াতে অস্থায়ী বন কর্মীদের কাছে ভরসা শুধু মাএ লাঠি। আর এদিন শুধু মাএ লাঠি হাতে বাঘ তাড়াতে গিয়ে গুরুতর আহত হলো এক অস্থায়ী বন কর্মী। তাই তাঁর চিকিৎসা সহ তাঁর পরিবারের সমস্ত দায়ভার সরকার কে নিতে হবে। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বার বার লোকালয়ে কেন বাঘ চলে আসছে,তা আটকাতে বন দফতর এ রকম অবস্থা কেন। অবিলম্বে বন দফতরের উচিত লোকালয়ে বাঘ ঢোকা বন্ধ করা আটকানো উচিত। তবে এদিন বিকাল পর্যন্ত বাঘটিকে জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয়নি বলে জানালেন জেলা বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী। তিনি এদিন বলেন, নাইলনের জাল দিয়ে এলাকা ঘেরা হয়েছে। বন দফতরের কর্মীরা এলাকায় রয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত বাঘটিকে গভীর জঙ্গলে ফেরাতে।

# উত্তর হাওড়ার ঐতিহ্যবাহী সালকিয়ার শ্রীশ্রী শীতলা মাতার স্নানযাত্রা উৎসব

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর হাওড়ার ঐতিহ্যবাহী সালকিয়ার শ্রীশ্রীশীতলা মাতার স্নানযাত্রা উপলক্ষে নিরাপত্তা সহ সব ধরনের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। মঙ্গলবার এই পুণ্য স্নানযাত্রাকে ঘিরে সেজে উঠেছে সালকিয়া তথা উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চল। কয়েক যুগ ধরে চিরাচরিত প্রথা মেনে হয়ে আসছে এই শীতলা মায়ের স্নানযাত্রা উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে হাওড়া সিটি পুলিশ ও উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী তৎপরতায় সালকিয়ার উত্তর হাওড়া চত্বর জুড়ে লাগানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা। রাস্তায় ব্যারিকেড করা হবে। এই স্নানযাত্রাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকাল থেকেই সমস্ত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হবে সালকিয়া চত্বর জুড়ে। এরই মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় সেদিকে নজর রেখে হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য থাকছে বিশেষ গাড়ি ও টোটোর পরিষেবা। জানা গেছে, উত্তর হাওড়ার সমস্ত জায়গায় সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রায় ২০০ ক্যামেরা রাখা হয়েছে। রাস্তায় ব্যারিকেড করা হয়েছে। যারা ব্রত রেখেছেন তাঁদের যাতে অসুবিধা না হয় সেইজন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যারা ব্রত করেননি তাঁদের জন্য পাশ দিয়ে রাস্তা রাখা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসেন স্নানযাত্রা দেখতে। স্নান যাত্রার সময় সকলের সুরক্ষার জন্য ব্যারিকেড রাখা হয়েছে। যেসব জায়গায় রাস্তা খারাপ আছে সেইসব জায়গার রাস্তা ঠিক করা হচ্ছে। মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা যাতে না হয় সেই কারণে ব্যারিকেড করা হচ্ছে। যেখানে নর্দমা বা বিদ্যুতের লাইন খারাপ হয়ে প।ে আছে সেইসব জায়গা ঠিক করা হচ্ছে। দুর্ঘটনা যাতে না হয় তারজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। যেখানে রাস্তা খারাপ আছে সেইসব জায়গায় ব্যারিকেড করে দেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এখানে কোনও মাইক চালানো হবে না। প্রশাসন ভালো সাহায্য করেছে। তবে পরীক্ষার্থীদের ঠিকভাবে পরীক্ষা সেন্টারে পৌঁছানো এবং পরীক্ষার পর বাড়ি ফিরতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হবে। তাঁদের টোটো করে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো হবে। রাস্তা মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত ঘোষ বলেন, আমি ছোটবেলা থেকে বড় শীতলামাতার এই স্নানযাত্রা দেখে আসছি। এই উৎসব বড় করে পালিত হয়। এখানে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এখানে দূরদুরান্ত থেকে প্রচুর দর্শনার্থী আসেন। ভোর প্রায় ৪টে থেকে মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন। এখানে হাজার হাজার মানুষ দন্ডি কাটেন। বহু মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন। পুজো দেওয়ার জন্য রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাধমিক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের যেন অসুবিধা না হয় সেই জন্য কিছু সময় রাস্তা খোলা রাখা হবে। সেই কারণে মাকে একটু দেরি করে দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ বার করা হবে। আগের তুলনায় এবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভাল। বিধায়ক গৌতম চৌধুরিও স্নানযাত্রায় সর্বতোভাবে সহায়তা করছেন।

প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে মহিলা কল্যাণ সংস্থার সদস্যরা।

# মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সারা রাজ্য জুড়ে সোমবার ১০ ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিকের পাশাপাশি হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা ২০২৫। যা ছাত্র ছাত্রীদের কাছে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। আর তাই ছাত্র ছাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে তার জন্য সচেষ্ট রাজ্য প্রশাসনও। সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের জলের বোতল,গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। উলুবেড়িয়ার কৈজুড়ি হাইস্কুলের সামনে পরীক্ষার্থীদের গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, আরো উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেখ আজিজুল, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল আকবর সেখ। এদিকে সোমবার মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীদের গোলাপ ও পেন দিয়ে শুভেচ্ছা জানালো উলুবেড়িয়া পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা। আর ছাত্র ছাত্রীদের এদিনের এই শুভেচ্ছা বিনিময়ে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান পরিষদের সদস্য তথা স্থানীয় ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহিনুউদ্দিন মিদ্যে।

# সুফল বাংলা বিপণির শুভ উদ্বোধন

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিজ বিপণন বিভাগের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ এগ্রি মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেডের অধীন সুফল বাংলা বিপণির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়া পৌরসভা প্রঙ্গনে। সুফল বাংলা বিপণির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল, উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাষক মানষ কুমার মন্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য,উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল আকবর সেখ প্রমুখ।

# শীতের আমেজ, তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের আমেজ থাকলেও, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস জারি করলো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে তাপমাত্রা, এছাড়াও ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সোমবার সকালেও হালকা শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে শহর ও শহরতলিতে, এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি কম। তবে, এই শীতের আমেজ ২৪ ঘণ্টা পর থেকেই উধাও হয়ে যাবে। ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বা।তে পারে। চলতি মাসের মাঝামাঝি থেকেই শীত বিদায় নিতে পারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে।

# মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দের গোলাপ ফুল, কলম লজেন্স দিয়ে স্কুলে শুভেচ্ছা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১০ পেব্রুয়ারি ঃ সোমবার থেকে শুরু হল ছেলে মেয়েদের জীবনের প্রথম কঠিন মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের স্কুলে প্রবেশের মুখে সোমবার সকালে সহায়তা কেন্দ্র থেকে তাদের শুভেচ্ছা কামনায় হাতে একটি গোলাপ ফুল, কলম এবং ক্যাডবেরি লজেন্স তুলে দিলেন নববারাকপুর থানার কর্তব্যরত পুলিশ টিম। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নববারাকপুর মাসুন্দা গার্লস হাই স্কুল এবং ওয়েস্ট কোদালিয়া আদর্শ শিক্ষাসদন বিদ্যালয়ের গেটের সামনে বসল পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। পরীক্ষার্থীদের আগামীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও সফলতা কামনা করে প্রথম দিনে তাদের হাতে একটি গোলাপ, কলম চকলেট লজেন্স তুলে দিলেন থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক, লেডি কনস্টেবল ও সিভিক ভলান্টিয়াররা।থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান নব বারাকপুরে এবছর ১২ টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ১০১৫ জন। প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্র লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুল সহ অন্যান্য তিনটি উপ কেন্দ্র হল সতীনসেন নগর হাই স্কুল, পশ্চিম কোদালিয়া আদর্শ শিক্ষা সদন, এবং মাসু ন্দা গার্লস হাই স্কুল। সব পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যানযট নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র করা হয়েছে। জীবনের প্রথম কঠিন পরীক্ষা মাধ্যমিকের প্রথম দিনে সোমবার পরীক্ষার্থীদের একটি গোলাপ ফুল, ক্যাডবেরি লজেন্স ও গ্লুকোজ লেমন দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা বিনিময় ও উৎসাহিত করলেন নববারাকপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ। সোমবার প্রথম দিনের পরীক্ষার শেষে মাসু ন্দা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে কেন্দ্রে ২১৪ জন কলোনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং আদর্শ শিক্ষা সদনের পরীক্ষার্থীদের হাতে একটি গোলাপ ফুল, ক্যাডবেরি লজেন্স ও গ্লুকোজ লেমন প্যাকেট প্রদান করেন পুর প্রতিনিধি সহ ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা ।পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ জানান শহরে প্রতিষ্ঠিত কলোনী গার্লস হাইস্কুল একটি নামকরা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানে তাদের শুভেচ্ছা বিনিময় এবং প্রীতি গোলাপ ফুল ও একটি করে লজেন্স ও গ্লুকোজ লেমন প্যাকেট তুলে দেওয়া হল। তাদের আগামীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে তাদের উসাহিত করা হল। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহার ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানে এগিয়ে চলেছি। পুর প্রতিনিধি হিসেবে এলাকায় শুধু রাস্তাঘাট ড্রেন নিকাশি আলো নয় সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে এই সামান্য প্রয়াস মাত্র। পড়ুয়ারা ও অভিভাবক রাও খুশি পুর প্রতিনিধির এহেন মানবিক উদ্যোগে ।

# টাকী থুবা ব্যায়াম সমিতিতে আট দলীয় নক আউট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট

সৌরভ দাশ, টাকী, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের সন্ধ্যায় ব্যাডমিন্ট নের আসর টাকী তেড়টাকী থুবা ব্যায়াম সমিতির পরিচালনায় এদিন আট দলীয় নক আউট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। বসিরহাট, বারাসাত, মালতীপুর সহ বিভিন্ন এলাকার মোট আট টি দল অংশগ্রহন করে এই টুর্নামেন্টে। টুর্নামেন্টের বিজয়ী হন প্রীতম ও রোহিত জুটি, বিজিত হন প্রদীপ ও দীপ জুটি। ফানুস উড়িয়ে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যদিয়ে, স্বর্গীয়া সুধারানী ব্যানার্জী ও স্বর্গীয় কুনাল ঘোষের স্মৃতি তে আয়োজিত নৈশ কালীন এই টুর্নামেন্টের সূচনা করেন ক্লাবের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা প্রাক্তন তিন খেলোয়া। হেমন্ত তপন হালদার,সুব্রত দাশ ও সুব্রত পাল। টুর্নামেন্ট চলাকালীন মাঠে উপস্থিত হন হাসনাবাদের এস.ডি.পি.ও, ওমর আলি মোল্লা, বসিরহাট দক্ষিন বিধানসভার বিধায়ক ডঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জী সহ, টাকী পৌরসভার কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাশ,আলপনা বিশ্বাস, গোবিন্দ সরকার সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। টুর্নামেন্টে র গ্রুপ পর্বের মূল খেলা র মধ্যবর্তী সময়ে আয়োজক থুবা ব্যায়াম সমিতির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ একটি প্রদর্শনী ম্যাচে মাঠে নামেন হাসনাবাদের এস.ডি.পি.ও। টুর্মানেন্টের বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে আর্থিক পুরস্কারের পাশাপাশি, সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেওয়া হয় থুবা ব্যায়াম সমিতির তরফে। প্রতি খেলায় সেরা খেলোয়াড় সহ টুর্মনামেন্টে র সেরা খেলোয়া। ও মোস্ট স্টাইলিশ প্লেয়ার কেও পুরস্কৃত করা হয় আয়োজকদের তরফে

# পুলিশের তৎপরতায় পরীক্ষায় বসলো পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা এই মাধ্যমিক। সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয় ছিলো বাংলা। জীবনের বড় পরীক্ষা দিতে জয়নগর থানার ঢোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর গোবিন্দপুর মানিক চাঁদ বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের ছাত্রী সামিনা লস্কর তাঁর পরীক্ষা কেন্দ্র ঢোসা চন্দনেশ্বর নবীনচাঁদ হাইস্কুলে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় সে জানতে পারে অ্যাডমিট কার্ড বাড়িতে ফেলে এসেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে ওই ছাত্রীকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। এমন সময় জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের তৎপরতায় ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আসরে নামেন জয়নগর থানার ধোসা ফাঁড়ির পুলিশ। তাদের উদ্যোগে ওই ছাত্রীকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়। এদিকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ধোসা পুলিশ ক্যাম্পের ওসি এসআই প্রণব মন্ডলের নির্দেশে দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার ওই ছাত্রীর বাড়ি শ্যামনগর গ্রামে পৌঁছায়।আধ ঘন্টার মধ্যে সেখান থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে এসে পরীক্ষা কেন্দ্রে ওই ছাত্রীর কাছে পৌঁছে দেয় তাঁরা। আর পুলিশের এমন মানবিক ভূমিকায় খুশি ওই ছাত্রী সহ তাঁর পরিবার।


## কিলবার্ণ ইঞ্জিনীয়ারিং লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ ইউনিট নং.১৯০১, ১৯ তলা, বায়োওয়ান্ডার-ব্লক 'এ', ৭৮৯ আনন্দপুর ই.কে.টি, কলকাতা-৭০০ ০১৭
সিনঃ এল২৪২৩২ডব্লুবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬, টেলিফোন নং ঃ ৯১ ৩৩ ৬৯০৪৫৭০০, ওয়েবসাইটঃwww.kilburnengg.com

### অনুমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক নয় মাসের জন্য

লাখ টাকা

| ক্রম. নং | বিবরণ | ত্রৈমাসিক শেষ (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৪ | ত্রৈমাসিকশেষ (অনিরীক্ষিত) ৩০.০৯.২০২৪ | ত্রৈমাসিকশেষ (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৩ | নয় মাসশেষ (অনিরীক্ষিত ) ৩১.১২.২০২৪ | নয় মাসশেষ (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৩ | বছর শেষ (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | মোট আয় | ৯,১৭৬.৫৭ | ৭,৮৭০.৩৩ | ৭,৩৬০.৩৪ | ২৩,৪৮৩.৭০ | ২১,০৩৬.৩৪ | ২৯,৬৫৮.৭২ |
| ২. | কর-পূর্ব লাভ / (ক্ষতি) | ১,৮১৫.৩৬ | ১,৬৯৬.৫৯ | ১,৪৮৩.০৪ | ৪,৮৭১.৩০ | ৩,৮৫২.৪৫ | ৫,৫৪৮.৪৩ |
| ৩. | কর-পরবর্তী নিট লাভ / (ক্ষতি) | ১,৪০১.৮৭ | ১,৩৮৪.০৮ | ১,০৩২.৩৯ | ৩,৮৫৬.৩৬ | ২,৭৪৪.৩৯ | ৩,৯৬৭.০২ |
| ৪ | এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় / (ক্ষতি)(এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত | ১,২২৩.১৭ | ১,৬৮৮.০৯ | ৮৮১.৩০ | ৪,০১৩.৯৫ | ২,৮৫৪.১৮ | ৪,০৪৫.১৮ |
| ৫. | পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন(প্রতিটি ১০টি অভিহিত মূল্য) | ৪,৭৪৮.৭৯ | ৪,৫২৭.০৪ | ৩,৭৫৭.০০ | ৪,৭৪৮.৭৯ | ৩,৭৫৭.০০ | ৪,১৮২.০৪ |
| ৬. | শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ইন)মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (ইন) | ৩.১৯ | ৩.২৫ | ২.৭৬ | ৮.৭৯ | ৭.৩৮ | ১০.৪৭ |

দ্রষ্টব্য
১. উপরোক্তটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ যা সেবি(তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত Ind AS অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক নিয়ম এবং ভারতে সাধারণত গৃহীত অন্যান্য অ্যাকাউন্টিং নীতিমালা অনুসারে পঠিত হয়েছে। ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে। সেবি(তালিকাভুক্তি এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

### অনিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য

( লক্ষ টাকা)

| ক্রম. নং | বিবরণ | ত্রৈমাসিক শেষ (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৪ | ত্রৈমাসিকশেষ (অনিরীক্ষিত ) ৩০.০৯.২০২৪ | নয় মাসশেষ (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৪ | বছর শেষ (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মোট আয় | ১০,৯৪২.০০ | ১০,৪২৬.৮৬ | ২৯,৯৮১.৭৭ | ৩৩,৩১৪.১৯ |
| ২ | কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি) | ১,৯৫০.৫৬ | ১,৯০২.০৮ | ৫,৩২৫.০৪ | ৬,৬৯৩.৪৪ |
| ৩ | কর-পরবর্তী নিট লাভ / (ক্ষতি) | ১,৫১৭.০৭ | ১,৫২২.১২ | ৪,১৯৭.৮৫ | ৫,০৫৪.৪৮ |
| ৪ | এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় / (ক্ষতি)(এই সময়ের জন্য লাভ (ক্ষতি) (করের পরে) | ১,৩৩৯.২২ | ১,৮৬১.৬৭ | ৪,৩৪৮.৯৩ | ৫,১৩১.৮১ |
| ৫ | পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০টি অভিহিত মূল্য) | ৪,৭৪৮.৭৯ | ৪,৫২৭.০৪ | ৪,৭৪৮.৭৯ | ৪,১৮২.০৪ |
| ৬. | শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (মধ্যে) মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (মধ্যে) | ৩.৪৬ | ৩.৫৭ | ৯.৫৭ | ১৮,৯২৭.৮৩<br>১৩.৩৩ |

নোট ঃ
১. বোর্ডের আদেশক্রমে তারিখঃ ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ (রঞ্জিত লালা)স্থানঃ কলকাতার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডিআইএন ০৭২৬৬৬৭৮১. উপরোক্ত তথ্যটি ২০২৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য সেবি (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর নিয়ম ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি অংশ। অ-নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টকএক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১৩৩ ধারার অধীনে বিজ্ঞাপিত IndAS অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং ভারতে সাধারণত গৃহীত অন্যান্য অ্যাকাউন্টিং নীতিমালার সাথে পঠিত। ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছিল - ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায়। সবি(তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) নিয়ন্ত্রণ ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা-কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে।

তারিখঃ ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

বোর্ডের আদেশক্রমে
(রঞ্জিত লালা) ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ডিন ০৭২৬৬৬৭৮

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৭২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৮ মাঘ, ১৪৩১

## বাজেট কতখানি জনমুখী

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে কারা কারা উপকৃত হবেন বা হবেন না তা নিয়েকথা হচ্ছিল। তাতে পাশ থেকে যা বোঝা গেল তা হল, কর-ছাড়ে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণি হয়তো উপকৃত হবে, তবে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা, যার মধ্যে রয়েছে নিম্ন এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত, তাদের কিছু হবেনা। বৃদ্ধ লোকটি বললেন,মোদির কেন্দ্রীয় বাজেটে বেতনভোগী যাদের বার্ষিক আয় ১২ লাখ পর্যন্ত- তাদের কর দিতে হবে না। এটাই প্লাস পয়েন্ট। প্রশ্ন তোলা হল বাজেট কতখানি জনমুখী, প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের জন্য কতখানি ভাবেন, বিস্তর আলোচনার পর যা জানা গেল, তা হল, এই যে ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হল, নিঃসন্দেহে বড় মাপের ছাড়, স্মৃতিতে অন্তত এরকম কর-ছাড় আগে প্রত্যক্ষ কেউ করেন নি।

২০২৫ সালের বাজেট হওয়া আগে অবধি ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদের বার্ষিক আয় ছিল, তাদের কোনও কর দিতে হত না। এখন সেটা ১২ লক্ষ হল। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ- ভারতে অসংগঠিত ক্ষেত্রে প্রচুর মানুষ কাজ করে। তাদের অনেকের বার্ষিক আয় হয়তো ৭ লক্ষের উপরে। কিন্তু আয় করে ছাড় পেতে হলে স্থায়ী বেতনভোগী হতে হবে। কন্ট্র্যাকচুয়াল কর্মীরা কর ছাড়ের এই সুবিধা পাবে কি। আমাদের দেশে মাথাপিছু আয় গড়ে ২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। এই স্ল্যাবের নিচেও রয়েছে বহু মানুষ। ৭ লক্ষ টাকা আয় মানে মাসিক মাইনে হবে প্রায় ৫০ হাজারের একটু বেশি। দেশে এই আয়ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা সীমিত। এমনও রয়েছে, দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ পরিবারের এই আয় নেই। একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে যে-চাকরি পাচ্ছে, তারও স্টার্টিং স্যালারি এত হয় না। পায় না এমন নয়, তবে হিসাবের নিরিখে না-পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি রয়েছে।

সম্পাদকীয়

এবার কোম্পানি যে-টাকা দেয়, সেটা ' (কস্ট টু কোম্পানি), তার মধ্যে অ্যালাওয়েন্স, পিএফ এমন নানাবিধ বিষয় তা কেটে চলে যাচ্ছে। সুতরাং মাইনের পুরোটা কেউ হাতে পায় কি। তার ফলে ৭ লক্ষ টাকার নিচে যে-শ্রেণির কর্মীরা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই বাজেট নতুন কিছু দিতে পারল না বলেই মনে হয়। দেশের উপরের ৫০ শতাংশ মানুষের জন্য কেন্দ্রের পরিকল্পনা থাকলেও, দেখা গেল- নীচের ৫০ শতাংশের জন্য কোনও ভাবনা কেন্দ্রীয় সরকার করল না। তাদের কি হবে। এত দিন জোগানের দিকে সরকারের নজর ছিল, এবার চাহিদার দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। সরকারের ভাবনা যদি মধ্যবিত্তদের কিছু বাড়তি টাকা দেওয়া যায়, তাহলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, তারা আর-একটু খরচ করবে, ফলে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। কিন্তু এই কর্মযজ্ঞ থেকে কিছু দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ বঞ্চিত রয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে। এবার এর ফলে মূল্যবৃদ্ধি হবে, সেখানে এই ৫০ শতাংশের অবস্থা যে আরও করুণ হবে তা বলা যেতেই পারে।

এই সরকার পরিকাঠামো বলতে রাস্তা-ব্রিজ এসবই বারবার বুঝিয়েছে, কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছে 'হিউম্যান রিসোর্স'-ও একটা বড় ক্যাপিটাল। অন্যদিকে শিক্ষাখাতেও বরাদ্দ বাড়েনি। যে সাধারণ পরিবারের সন্তান, তার কোয়ালিটি এডুকেশনের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। এবং কোয়ালিটি এডুকেশন না হলে কোয়ালিটি এমপ্লয় তৈরি হবে কি। তার ফলে বেকারি বেড়ে যাবে। বহু ক্ষেত্রে ডিগ্রি থেকেও চাকরি পায় না বহু প্রার্থী। কোম্পানিতে পদ খালি থাকলেও তাদের নাম প্রাধান্য পায় না, কারণ কোয়ালিটি এডুকেশন ও শার্পনেস তাদের নেই। তাহলে এই বাজেটের লাভ কোথায়।

## শীতে কলকাতার বইমেলা

বই মেলা নিয়ে সকলেই একটা আলাদা রকম খুশীর হাওয়ায় নিজেকে ভাসিয়ে দেন। শীত চলে গিয়েছে বলা হচ্ছে, কিন্তু রাতে বা সন্ধ্যের পরে ভালোই ঠান্ডা লাগছে। কিন্তু হলে কি হবে বই মেলায় ভীড় যেন কমছেই না। প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনায় মন মানিয়ে উঠুক, বইমেলা ঘিরে মানুষের উৎফুল্লতা যেন বেড়েই চলেছে। সল্টলেকে বইমেলায় নতুন বইয়ে মাতোয়ারা। স্থায়ী প্রাঙ্গণ পেয়ে দিনে-দিনে এই মেলার গ্ল্যামার যেন বেড়েই চলেছে। নতুন স্থানের ধ্বনি সুমধুর। এই মেলায় কোনও দল-মত নেই, কোনও বৈষম্য নেই। সারা বিশ্বের মানুষের উপস্থিতিতে কলকাতার মেলা সকলের ছিল, থাকবে। সেই বইবাজারে এবার খানিক ছন্দপতন ঘটেছে। বাংলাদেশের বইপ্রেমীদেরও ভিড় নেই কলকাতায়। সময় বদলে যায়, সম্প্রতি বাংলাদেশে যা হচ্ছে বা হয়েছে, তার জন্যই এই পরিস্থিতি সেটা বোঝা যায়।

সম্পাদকীয়

কলকাতা বইমেলার ৪৮ বছর বয়স হল। বহু দিন ধরে সেখানে বাংলাদেশের উজ্জ্বল উপস্থিতি। ক্রমে-ক্রমে পরিসর বেড়েছে। মেলার প্রাণকেন্দ্রে প্রায় ৪ হাজার স্কোয়ার ফিট জুড়ে থাকত বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন। সুদৃশ্য তার রূপ। বঙ্গ সংস্কৃতিকে পাথেয় করে সাজানো হত প্রতিটি দেওয়াল। একাকার হয়ে যেত বাংলার গান কবিতা, নাটক, রং-তুলি। ভিড়ে গিজগিজ করত। কম-বেশি ৪-৫ কোটি টাকার বই বিক্রি হত প্রতি বছর। এপার সাগ্রহে কিনত ওপারের বই। তাদের কোনও বইও সেভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বড় পাবলিশার্সের নিজস্ব পাবলিকেশনে বাংলাদেশি লেখকদের বইগুলি অবশ্য আছে। ওপার নিয়ে কারও কোনও আগ্রহ আছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রশ্ন তবে কি বাংলাদেশকে সকলে ভুলে যাচ্ছেন। মেলায় এবার আমেরিকা আছে, জার্মানি আছে, স্পেন আছে, আছে মেসির দেশ আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ নেই।

বাংলাদেশে সুনীল, সমরেশ, শংকর, শীর্ষেন্দু, সঞ্জীববাবুদের বইয়ের বরাবর দারুণ বাজার। প্রতিদিন বই রপ্তানি হত। সব বন্ধ হয়েছিল ঝামেলার শুরু থেকে। এবার বাংলাদেশের বর্তমান শাসকরা কলকাতা বইমেলা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। কি কারনে তা স্পষ্ট করেন নি।

যত দিন না বাংলাদেশে নির্বাচন করে নতুন সরকার আসবে, তত দিন বইপ্রেমীদের স্বস্তি নেই। তাই প্রস্ন উঠছে, ফারাক আরও বাড়বে কি কলকাতা থেকে ঢাকার। উত্তর কে দেবেন।

## অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

ঠাকুর বলতেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অন্যতম পথ।

## শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

# কেজরিওয়ালের ভুলেই দিল্লিতে আপের পতন পুরানো ভাবমূর্তি তৈরি করাটা কঠিন

**শুভঙ্কর দাস**

ভাবমূর্তি তৈরি করাটা যেমন কঠিন তেমন তা বছরের পর বছর ধরে বজায় রাখাটাও আরও বেশি কষ্টসধ্য। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় আগে জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে আম আদমি পার্টির উত্থান আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। মানুষ মনে করেছিল এই দলটি প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে স্বতন্ত্র সত্ত্বায় এগিয়ে গিয়ে মানুষের কথা বলবে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল হয়ে উঠেছিলেন দিল্লীর সাধারণ মানুষের নয়নের মণি। তার সাধারণ জীবনযাপন হয়ে উঠেছিল আম আদমি পার্টির প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর ধীরে ধীরে রাজনীতির চেনা বৃত্তের ফাঁদেই পা বাড়িয়ে ফেলেন তিনি। শিস মহলের চাকচিক্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে আদতে জনগণের মন থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। আর এই বিষয়টিকে অনবদ্য ভাবে নির্বাচনী প্রচারে কাজে লাগিয়েছিল বিজেপি। তার আদর্শ মধ্যবিত্ত ভাবমূর্তিকে উপড়ে ফেলে বিলাসিতায় নিমজ্জিত কেজরিওয়ালের প্রকৃত রূপ মানুষের সামনে তুলে ধরতে সফল হয় বিজেপি। রাজনীতি মানে মতাদর্শের লড়াই। দুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ফারাক গড়ে দেয় মতাদর্শ। আর এখানেই বড্ড সাবধানী হয়ে যান কেজরিওয়াল। দিল্লির দাঙ্গা, শাহীন বাগ সহ একাধিক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ মতাদর্শগত বিরোধিতায় যেতে দ্বিধাবোধ কেজরির বিশ্বস্ত ভোটব্যাংককে ভাঙন ধরিয়েছে। রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিকে মতাদর্শগত বিষয়ে তার আপোষহীন মনোভাব যে ভাবে তাকে সাফল্য এনে দিয়েছিল তেমনই অতিসাবধানী দৃষ্টিকোণ

তার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার অন্যতম কারণ। মতাদর্শগত ক্ষেত্রে নরমপন্থা নিলেও কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য দলের সঙ্গে আসন বণ্টন নিয়ে তার অহংকার প্রদর্শনের ফলে সুবিধে হয়ে যায় বিজেপির। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের শুরুর থেকেই উন্নয়নের প্রসঙ্গে আপকে ঘিরতে থাকে বিজেপি। হিন্দুত্বের চড়া রাজনীতির থেকে সরে এসে বিজেপি নির্বাচনী প্রচারে যমুনার দূষণ, বেহাল রাস্তা, ভেঙে পড়া নাগরিক পরিষেবার ওপর গুরুত্ব দিতে থাকে। কেজরির স্বাদের মহল্লা ক্লিনিকের প্রকৃত রূপ তুলে ধরে তাকে হাল্লা ক্লিনিক বলে প্রচার করে গেরুয়া শিবির। দিল্লির পৌর পরিষেবা নিয়েও সোচ্চার হয় বিজেপি। কারণ দিল্লি পৌরসভা আপের দখলে। ফলে বিজেপির এই জোরালো প্রচার থেকে বাঁচতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধাটা জরুরী ছিল। গেরুয়া শিবিরের এই নতুন রাজনৈতিক কৌশল মোকাবিলা করাটা কেজরিওয়ালের একার পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। বিজেপি যে শক্তি বাড়িয়ে প্রথম থেকে প্রচারে নেমেছে সেটা অনুধাবন করতে পারেননি তিনি। অন্যদিকে আপের ভোট কেঁটে বিজেপির জয়ের পথ সুগম করে দেয় কংগ্রেস। দিল্লিতে এর আগের বিধানসভা নির্বাচনে আপ ভাল ফল করলেও লোকসভা ভোটে রাজধানীর সাত আসনে প্রত্যেকটিতে বিজেপির জয়লাভ রুখতে পারেনি কেজরি। রাজধানীতে লোকসভায় যে ভোটব্যাংক বিজেপিকে জয়যুক্ত করছিল তারাই এবার বিধানসভাতেও বিজেপিকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে। আম আদমি পার্টির জন্মের শুরুর থেকেই দলের অন্দরে কেজরি বিরোধীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে তারা দল ছাড়তে থাকে। এতে করে দলের একচ্ছত্র অধিপতি কেজরিওয়াল হলেও তার প্রতি বিক্ষুদ্ধদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর মধ্যে সর্বশেষ নাম স্বাতী মালিওয়াল। আপ থেকে বহিস্কৃত হয়ে যমুনা দূষণ কান্ড, দিল্লির বেহাল নাগরিক পরিষেবা নিয়ে কার্যত আপের বিরুদ্ধেই জনমত সংগঠিত করতে থাকেন তিনি। দিল্লির বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে রাজধানীর বেহাল সরকারী পরিষেবার ছবি তুলে ধরতে থাকেন। যা প্রত্যক্ষ ভাবে আপের ভিত নাড়িয়ে দেয়। দলের বিক্ষুব্ধদের বুঝিয়ে নিজের দিকে করতে ভোটের আগে ব্যর্থ হন আপ সুপ্রিমো। মানুষ কেজরিকে দেখেই আপকে ভোট দিয়েছিল। দিল্লিবাসী মুখ্যমন্ত্রীর পদে কেজরিকে পাঁচ বছরের জন্য এর আগে নির্বাচিত করেছিল। কিন্তু এ বারের নির্বাচনের ঠিক আগে দলীয় নির্বাচনী প্রচারের কাজে মন দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদে অতীশি সিংকে বসানো হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি দিল্লিবাসী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অতীশিকে গ্রহণ করেনি দিল্লির জনগণ। পাশাপাশি জেল থেকে ফিরে নিজের ওপর হওয়া অত্যাচারকে সঠিক ভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হন কেজরি। সহানুভূতির হওয়া নিজের দিকে করতে অক্ষম হন তিনি। একটা সময় বিজেপি বিরোধিতায় যে নেতাকে দেশের রাজনৈতিক মহল রাহুল গান্ধীর থেকেও বেশি এগিয়ে রেখেছিল সেই কেজরিওয়াল নিজের বিধানসভা কেন্দ্রেই এ বার জিততে অক্ষম হয়েছেন। প্রশ্ন উঠে গিয়েছে আপের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে। এমন পরিস্থিতিতে আবারও প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে আই আই টির প্রাক্তনী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে।

# ইউক্রেন ইজরায়েল যুদ্ধে বিশ্ব পরিবেশ দূষিত বিশ্ব জুড়ে চলছে অস্ত্রের ঝনঝনানি

বিশ্ব জুড়ে চলছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। সবাই এখন নানা রকমের নিষিদ্ধ শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া বহু নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করেছে। বাদ যায়নি ইউক্রেন। তারাও নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে। মরছে সাধারণ মানুষ। এদিকে ইজরায়েল হামাস যুদ্ধের ফলে ইজরায়েল হামাসকে একেবারে খতম করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গাজা ইজরায়েল দখল করে নিয়েছে। বহু শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করেছে ইজরায়েল এবং হামাস। হামাস তো প্রথম দিকে পাঁচ হাজার ক্ষেপনাস্ত্র ববহার করে পরিবেষকে দুষিত করেছে এবং মানুষকে হত্যা করেছে। তার জবাব দিতে ইজরায়েল যে ধরনের গোপন শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করেছে তাতে হামাসরা পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এদিকে হামাস যুদ্ধ বিরতি চাইলেও উজরায়েল যুদ্ধ বিরতি চাইছে না। তারা হামাসকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে বধ্য পরিকর। বিশ্বে এই রকম দুই দুটো যুদ্ধ চলার ঘটনা আগে ঘটেনি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে এই রকমভাবে মারাত্মক অস্ত্র ববহার করা হয়নি যা রুশ ইউক্রেন এবং ইজরায়েল হামাস যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবেশবিদরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যুদ্ধ থামাতে হবে। বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করতে যুদ্ধ এর কোনও প্রয়োজন নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি সেই কথাই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে বলেছিলেন। কিন্তু পুতিন তা মানতে নারাজ। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি রাশিয়ার সেনাদের দিকে তাক করে বহু অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন হামাসের একজন সদস্যকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না। সবাইকে মেরে ফেলা হবে। প্রয়েজান হলে বছর বছর ধরে গুপ্ত যুদ্ধ চালাবে ইজরায়েল। এদিকে ইজরায়েল লস্কর-ই-তৈবাকে নিষিদ্ধ করেছে। ভারত ও আমেরিকা লস্কর জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু চিন আবার এদেরকে সমর্থন দিতে শুরু করেছে। তবে চিন আপাতত জঙ্গিদের ব্যাপারে কোনও প্রশ্রয় দিচ্ছে না। বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে সরকার হচ্ছে এখনই ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ বন্ধ করা এবং ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করা। উত্তর কোরিয়া একের পর এক শক্তিশালী ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে। তা বিশ্বকে রক্ষা করার তাগিদেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কঠোর আইন করে নিষিদ্ধ আস্ত্র নির্মাণ এবং তা পরীক্ষা করা একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে খুবই গোপনে। এই সব রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা ফলে নানা রকম ভাইরাসজনিতে রাগ প্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছে। করোনা ভাইরাস তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র নেতাদের এ ব্যাপারে এক হতে হবে। তা নাহলে বিশ্বকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। প্রতিদিন যে হারে গাছপালা নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বের করতে হবে। গাছ কাটলে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। নদীর জলকে দূষিত করা চলবে না। নদীর জল যদি দূষিত হয় তাহলে সমুদ্রের জলও নোংরা হবে। তার ফলে সমুদ্রের প্রাণীরা জীবনকে রক্ষা করতে পারবে না। পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকবে। প্রতি বছর পৃথিবী গত বছরের তুলনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তপ্ততা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। মহাকাশ এখন দূষিত

হওয়ার পথে। সেখানে যেসব উপগ্রহ পাঠানো হচ্ছে সেগুলির মধ্যে বহু উপগ্রহ রয়েছে তা অকেজো হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা চেষ্টা করতে হবে। আগামি দিনে মহাকাশ সফরের জন্য র্যটন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে কোটি টাকা খরচ করে মহাকাশ যান তৈরি করা হচ্ছে সেসরকারি তরফ থেকে। বেসরকারি মহাকাশ পর্যটক তৈরি হয়েছে। তারা এখন আর পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে চায় না। মহাকাশ ভ্রমণ করতে চায়। তার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে মহাকাশ যান তৈরি করা হচ্ছে। বেসরকারি স্পেস স্টেশন তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বহু বেসরকারি সংস্থা মহাকাশ গবেষণা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মহাকাশ থেকে শুরু করে সমুদ্রতল পর্যন্ত পরিবেশ ক্রমশ দূতি হওয়ার পথে। সেই সব পরিবেশকে স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তা ভাবতে হবে। আধুনিক পৃথিবী তৈরি হবে। তা হলে পরিবেশকে নষ্ট করে আধুনিক পরিবেশ গ্রহণ করাটা একটি অপরাধ। এই অপরাধের কোনও ক্ষমা নেই। পরিবেশ বিজ্ঞান এবং পরিবেশ সচেতনা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববাসীর উচিত হচ্ছে বছরে কয়েকদিন ধরে গাছ লাগানো। গাছ লাগাতে না পারলে কিন্তু পরিবেশ স্বাভাবিক হবে না। নদীতে ডিজেল চালিত যান বন্ধ করতে হবে। সেখানে সৌরশক্তি যান ব্যবহার করা উচিত। সৌরশক্তি জলযান ব্যবহার করলে নদী দূতি হবে না। এইভাবে পরিবেশ রক্ষা করা যেতে পারে।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ থেকে শুরু হয়েছিল আন্তর্জাতিক পরিবেশকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া। সেটা চলতেই থাকে। দখল নেওয়া শুরু হয় বিশ্বের রাষ্ট্রের অংশগুলো। সেখানকার পরিবেশকে নষ্ট করে ঘনবসতি হতে শুরু করে। শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হাতে থাকে। বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস এই সব কলকারখানা থেকে নির্গত হয়ে পরিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে মিশে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দেয়। ফলে নির্মল বায়ু সেবন করাটা এখ একটি কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যায়। গোটা বিশ্বটাকে রক্ষা করাটা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে করোনাভাইরাস এসে গোটা পৃথিবীর ফুটন্ত গতিটাকে স্তব্ধ করে দিল। প্রায় দুই মাস ধরে পৃথিবীর মানবসভ্যতা গতিহীন অবস্থায় থাকলো শুধু নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য। এবারে বুঝতে পেরেছে যে আগামি দিনে প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে অবহেলা করতে তার পরিমান কঠিন হয়ে উঠতে পারে। যে কোনও সময়ে মানবসভ্যতার ওপরে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে দ্বিধা বোধ করবে না সেটা পরিস্কার হয়ে গেল। সেই কারণে এখন জি-৭ বৈঠকে আগামি দিনে এই বিশ্বে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে কি কি করণীয় তা নিয়ে চলবে আলোচনা। কিভাবে জীবন যাপন করে সমস্ত বিশ্বকে বাঁচার অধিকার অর্জন করতে হবে। না হলে এই বিশ্ব থেকে মানুষ নামক প্রজাতি একেবারে লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পরিবেশকে রক্ষা না করতে পারলে মানব মনটাকে সুস্থ এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না করতে পারলে জীবন ধারন রক্ষা করাটা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে সেটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে। শুধু গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখার যেমন প্রয়োজন রয়েছে ঠিক তেমনি প্রয়োজন রয়েছে মানব জাতির মনের ভিতরের দূষণটাকে দূর করার। সেটা করতে পারলে আগামি দিনে বিশ্বের মানব সভ্যতার অগ্রগতির সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। নাহলে মানব সভ্যতার পতন অনিবার্য।

# হিন্দু ধর্মের সূত্রপাত হয়েছিল বৈদিক যুগে যখন সারা বিশ্বে কোনও ধর্ম ছিল না

প্রাচীন ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। এই ধর্মের সূত্রপাত হয়েছিল বৈদিক যুগে যখন সারা বিশ্বে কোনও ধর্ম ছিল না। তখন থেকেই হিন্দু ধর্ম ভারতকে শাসন করে গিয়েছে। কিন্তু তারপরে যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতে শাসকের পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতে প্রথম দিকে শাসন করেছিল বৌদ্ধ ধর্ম। নেপাল থেকে শুরু হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্ম। তা বিহার হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে দক্ষিণ এশিয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই সময়ে সম্রাট অশোক থেকে শুরু করে হর্ষবর্ধন ভারত শাসন করে গিয়েছেন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মকে রাজধর্মে পরিণত করেছিলেন। তারপরেই এসেছিল ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্ম এক সময়ে রাজধর্মে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এবারে হিন্দু ধর্ম রাজ ধর্মে পরিণত হচ্ছে। এতে কোনও ক্ষুব্ধ হওয়ার কিছুই নেই। যদি ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম রাজ করতে পারে তাহলে কেন হিন্দু ধর্ম রাজ করতে পারবে না তা নিয়ে প্রশ্ন এখন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। হিন্দু ধর্মকে রাজধর্মে পরিণত করার যুগ এটা বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছেন বর্তমান ভারতের শাসক দলের নেতারা। তাঁরা পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছেন এর মধ্যে কোনও অপরাধ নেই। বৌদ্ধ ধর্ম যদি একটি সময়ে রাজধর্মে পরিণত হতে পারে, ইসলাম ধর্ম যদি রাজধর্মে পরিণত হতে পারে তাহলে কেন হিন্দু ধর্ম রাজ ধর্মে পরিণত হতে পারবে না? ভারতবর্ষের অপর নাম হচ্ছে হিন্দুস্তান। সেই হিন্দুস্তানে কেন হিন্দু ধর্ম বিরাজ করবে না। সব ধর্মের স্থান ভারতে রয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম থেকে শুরু করে শাক্ত ধর্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম থেকে শুরু করে খ্রিস্টান ধর্ম সব ধর্ম ভারতে রয়েছে। কোনও ধর্ম অন্য ধর্মকে আঘাত করছে না। কিন্তু একটি সময়ে হিন্দুধর্মের ওপরে প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল। তার ফলে হিন্দু ধর্ম কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এবারে সেই হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে ইতিহাসবিদেরা মনে করেন। তারা মনে করতে শুরু করেছেন এই যুগটা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের জাগরণের যুগ। হিন্দু ধর্মের জয়গানের যুগ। হিন্দু ধর্ম মানব ধর্মে পরিণত সেটাকে প্রচার করতে হবে। হিন্দু ধর্ম বিশ্বের সব ধর্মের গুরু সেটাকে প্রচার করার সময় এসে গিয়েছে। সেই কারণে প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় বিশ্লেষণ করা শুরু হয়ে গিয়েছে। মধ্য যুগটা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের যুগ। একবিংশ শতাব্দীর যুগটা হচ্ছে ভারতে হিন্দু ধর্মের যুগ। সেই কারণে অযোধ্যায় তৈরি করা হয়েছে রাম মন্দির। বেনারসে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরের পুনর্সংস্কার হয়েছে। বৃন্দাবন মথুরাতে আগামি দিনে ধর্মীয় জাগরণ সেখানে শুরু হবে। গোটা উত্তর প্রদেশ জুড়ে চলছে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারাভিযান। তাতে সরকারি প্রশাসন অংশ গ্রহণ করেছে। এক সময়ে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে রাজ প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইসলাম ধর্ম প্রচারে রাজ প্রশাসনও অংশ গ্রহণ করেছিল। তখনও হিন্দু ধর্ম ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম ছিল। জৈন ধর্ম ছিল। এসেছিল শিখ ধর্ম। ভারতে যে সব ধর্মের বর্তমান প্রভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা কিন্তু সবই হিন্দু ধর্মের শাখা উপশাখা। এই সব ধর্মের জন্মগৃহ হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। বর্তমান সরকার সেই ধর্মের জয়গান করতে চায়। এতে কোনও বিভেদ নেই। বৈষম্য নেই। ধর্মগত বিদ্বেষ নেই। সব ধর্মই একটি কথা বলে। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি। হিন্দু ধর্ম শান্তির কথা প্রচার করে। বৌদ্ধ ধর্ম অহিংসার কথা বলে। ইসলাম ধর্মও ভ্রাতৃত্বের কথা বলে। হিংসাকে পরিহার করে শান্তিপূর্ণ বসবাসের কথার পক্ষে সাওয়াল করে থাকে। প্রধানমন্ত্রী সেই কারণে এই ধর্মের উল্লেখযোগ্য প্রচারক। তিনি তা উচ্চারণ করতে ভয় পান না। তিনি পরিস্কার করে প্রাচীন ভারতের ধর্মের ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করে চলেছেন। তিনি শক্তি অর্জন করেছেন এই ধর্মকে সমানে রেখে তিনি এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তিনি যুদ্ধনীতিতে বিশ্বাস করেন না। তিনি বিশ্ব শান্তির পক্ষে সাওয়াল করে থাকেন। ভারতীয় আদর্শকে তিনি বিশ্বের সমানে মেলে ধরতে চান। তিনি যে ধর্মের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন সেই ধর্মকে মহান করতে চেষ্টা করছেন। তিনি অন্য কোন ধর্মকে খাটো করছেন না। তিনি কোথাও অন্য ধর্মের নিন্দা করেননি। তিনি একটি ধর্মের ওপরে অগাধ বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছেন সেটা হচ্ছে নিজ ধর্ম। সেই ধর্মমতকে তিনি ভারত তথা বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্ম বলে মানতে কসুর করেন না। তিনি সংস্কৃত ভাষার সংস্কার চান। তিনি বলেছেন, এই ভাষা সারা বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা। সবার মায়ের ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা।

# বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতির জন্য অর্থ বরাদ করতে হবে

বিজ্ঞান চর্চাকে কীভাবে শ্রীবৃদ্ধি করা যেতে পারে তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। স্কুল স্তর থেকে বিজ্ঞান চর্চার অগ্রসর ঘটাতে হবে। এর জন্য পাঁচ বা দশ বছর ধরে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতির জন্য অর্থ বরাদ করতে হবে। নাহলে কিন্তু বিজ্ঞান চর্চা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। চাই উন্নতমানের বিজ্ঞান চর্চা যা ইসরায়েল গ্রহণ করেছে। তারা মরুভূমিতে ফল ফলাচ্ছে। স্বয়ং নির্ভর হয়ে গিয়েছে তারা। তারা আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম কারিগর তৈরি হয়েছে। সেই কারণে দরকার হচ্ছে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার। এটা না করতে পারলে মহান ভারত গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। ধর্ম দিয়ে দেশ এগোতে পারে না। ধর্ম থাক ধর্মের স্থানে। ধর্মের বদলে একন বেশি করে বিজ্ঞান চর্চার খুবই প্রয়োজন যা জাপান করতে পেরেছে। চিন বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ভারতবর্ষ কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন সভ্য দেশ হয়েও বিজ্ঞান চর্চার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে। এর থেকে এখন ভারতকে রক্ষা করতে হবে। বিজ্ঞানের প্রসারতা দিকে বেশি করে মনোনিবেশ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পর্যন্ত বিজ্ঞান চর্চা করে গিয়েছেন। তিনি মাতৃভাষার ওপরে বিজ্ঞান চর্চার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন বলেই তিনি একটি বিজ্ঞান বিয়ক অমূল বই রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি যদি সাহিত্যিক না হয়ে বিজ্ঞানী হতেন তাহলে তিনি বড় ধরনের বিজ্ঞানী হতেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন আইনস্টাইন। সেই সময়কার বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। আইনস্টাইনের সঙ্গে ভারতের বিজ্ঞান প্রসার নিয়ে বহু আলোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তখন অনুভব করতে পেরেছিলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের সহ বই লেখা না যেতে পারে তাহলে ছোটদের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের বইটা কতগুলি স্কুলে পড়ানো হয় তা যদি জানার চেষ্টা করা হয় তাহলে হতাশ হতেই হবে। কারণ রবীন্দ্রনাথ যে বিজ্ঞানের বই রচনা করেছেন তা অর্ধেক লোকেরাই জানেন না। ছাত্র দূরের কথা। আসলে আমরা আজকে যে বিজ্ঞান চর্চা করছি তা থেকে কোনও ফললাভ করতে পারছি কিনা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। আজকে যে ইংরেজি ভাষার পাঠ্য বই পড়তে শুরু করেছি তা দিয়ে ইংরেজি ভাষা বা সাহিত্যকে কী জানতে পারছি তাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। যদি ইংরেজি বই পড়ে ইংরেজি ভাষাকে করায়াত্ত করতে না পারি তাহলে সেটা আমাদের দোষ। আগেকার স্কুলে যে সব পাঠ্যসূটি ঠিল তা পড়াশুনা করলেই ভাষা এবং সাহিত্য উভয় শেখা যেত। সেটা এখন আর হচ্ছে না। কতগুলি কাতাতুয়া তৈরি হচ্ছে মাত্র। কিন্তু বাবুই পাখী তৈরি হতে পারছে না। নিজের ঘর তৈরি করার ক্ষমতা থাকছে না আজকালর ছাত্রদের। তারা এখন অনুকরণ এবং অনুসরণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। ঘরে ঘরে শিক্ষিত। কিন্তু তাদের দিকে কোনও রকম সৃষ্টিশীল কাজ করানো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করেছে। তবে ব্যতিক্রম নিশ্চয় রয়েছে। আগে একশো জনের মধ্যে প্রায় আশিজনই প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করে পারদর্শিতা অর্জন করতো। এখন সেখানে মাত্র একশো জনের মধ্যে মাত্র দশজন পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে। ব্রেন ড্রেন হতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে যা বহার হচ্ছে। বাংলার নাম ক্রমশ তালানির দিকে চলে যেতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মান কোথায় রয়েছে তা তখন পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয় তখন তা দেখতে আমাদের লজ্জাবোধ করে। লজ্জা পাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এটাকে তো আমরা ডেকে নিয়ে এসেছি। এর জন্য তো অন্য রাজ্য দায়ী নয়। উত্তর প্রদেশ বা কেরল তো বাংলার শিক্ষার মানকে একেবারে নিম্নগামী করে তোলেনি। তারা এসে কুবুদ্ধিও দেয়নি। শুধু রাস্তায় চিৎকার করতে শুরু করেছি হিন্দি হঠাও। হিন্দি হঠাও অভিযান করছি। কিন্তু তার আগে নিজেদের খুঁটিকে শক্ত করতে হবে। জবরদোস্ত শক্তপোক্ত করতে হবে। তবেই কোনও কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব। নাহলে কিন্তু হেরে যেতে হবে। জেতা আর হবে না।

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

## আলিপুরদুয়ারের চা-শিল্পের ভবিষ্যত নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত চা-বাগান মালিক সংগঠনের নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ চা- শিল্পের ভবিষ্যতে কালো মেঘের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন চা- বাগানের মালিক সংগঠন। আলিপুরদুয়ারের চা-শিল্পের ভবিষ্যত নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত চা-বাগান মালিক সংগঠনের নেতৃত্ব। সত্যিই কি উদ্বেগজনক অবস্থা চা-শিল্পের? কতটা উদ্বেগজনক? কতটা কালো এর ভবিষ্যত? আসলে দেশের বাজারে চায়ের দাম নিম্নমুখী। 'অকশনে'ও ভাল দাম পাওয়া যাচ্ছে না। মূলত বিদেশের বাজার থেকেই প্রচুর পরিমাণ চা ঢুকছে খোলা বাজারে। যার

গুণগত মান না থাকলেও যা দামে কম হওয়ায় ক্রেতারা সেগুলিই কিনছেন। এছাড়াও ভারতীয় চা বিদেশে পাঠাতে গেলে কর দিতে হচ্ছে ভারত সরকারকে। অথচ বিদেশ থেকে ভারতে চা এলে তাদের কোনও কর দিতে হয় না! অন্য দিকে, অসংগঠিত ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলি থেকে প্রচুর চা উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু সংগঠিত চা-বাগানগুলির মতো দায়ভার তাদের না থাকায় খরচ অনেক কম হচ্ছে। তাদের উৎপাদিত চা কম দামে বিক্রি হচ্ছে বাজারে। ফলে সংগঠিত চা-শিল্পের উপর ক্রমাগত চাপ পড়ছে। বাজারে কঠিন লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে। টি বোর্ডকে এসব বিষয় জানিয়েও কিছু কাজ হচ্ছে না বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। উত্তরের তরাই-ডুয়ার্স-সহ ভারতের একটা বড় অংশের মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত এই চা-শিল্পের সঙ্গে। দেশের বাণিজ্য মন্ত্রক এবং টি বোর্ড কী ধরনের পদক্ষেপ করে, এখন সেই দিকেই তাকিয়ে বাগান মালিকেরা।

## ৩১ বছর পর মামলা থেকে রেহাই কাজল সেখের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ৩১ বছর পর বাম জমানার মিথ্যা মামলা থেকে রেহাই পেলেন বর্তমান বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ। সোমবার বোলপুর আদালতে হাজির হন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল সেখ। আদালতে কেন হাজির কাজল সেখ জানাজানি হতেই শোরগোল শুরু আদালত চত্বরে। বামফ্রন্টের দৌলতে প্রায় বোলপুর আদালতে হাজির হতে হয় বলে জানালেন কাজলবাবু। তিনি জানান, ২৩০৫১৯৯৪ সালে চারকল গ্রামে একটি মারামারির ঘটনায় ১৬ জন আসামি করা হয়। কাজল সেখের পরিবারের ৪ জনকে এই মামলায় যুক্ত করা হয়। এই মামলায় যুক্ত ৯ মারা গেছেন। আজ ৭ জন আদালতে এসে হাজিরা দেন। বোলপুর আদালতের বিচারক মামলায় যুক্ত সকলকে নিস্পত্তি দেন। প্রায় ৩১ বছর পর এই মামলা থেকে নিস্পত্তি। কাজল সেখ জানান আমার বিরুদ্ধে ৬৫টি মামলা করা হয় তার মধ্যে ১১ টি মামলা ছিল। আজ একটি নিস্পত্তি হয় এবং তাদেরকে অব্যাহতি দেন বিচারক। এখনো ১০টি মামলার রয়েছে। তিনি তার বক্তব্যে জানান, আমি তৃণমূল কংগ্রেসে নতুন নয়। তার প্রমাণ বামফ্রন্টের করা একের পর এক মামলা।

## সরকারি মাছের খাদ্য পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ উঠলো প্রধানের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার মাছের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ না করে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো এক পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের মসজিদ বাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে সাধারণ মানুষের প্রাপ্য মাছের খাদ্য ফেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো খোদ প্রধান গৌর সর্দারের বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার, প্রাপ্য ত্রাণ মাছের খাদ্য এসেছিল পঞ্চায়েতে সেই সমস্ত খাবার গুলো সাধারণ মানুষদেরকে না দিয়ে দুর্নীতিকে ধামাচাপা দিতে রাতের অন্ধকারে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ বস্তা বস্তা মাছের খাদ্য সামগ্রী জ্বালিয়ে নষ্ট করে ফেলার জন্য আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক বিকাশ সর্দারের। তবে তার বিরুদ্ধে তোলা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান তৃনমূল কংগ্রেসের গৌর সর্দার।

## সরকারি জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে ক্লাব সদস্যদের গন্ডগোল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সরকারি জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে ক্লাবের কয়েকজন যুবকের সঙ্গে এক পরিবারের ব্যাপক গন্ডগোল। আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে মারার হুমকি পরিবারের সদস্যদের। ক্লাবেই পড়ে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও ছুরি। যদিও কেউ বা কারা আগ্নেয়াস্ত্র ফেলে গেছে কিনা সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট নয়। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদা জেলার কোতয়ালি অঞ্চলের নিমাসরাই এলাকা। অভিযোগ ভানু মহালদার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে সোমবার হামলা চালায় ক্লাবের বেশ কয়েকজন যুবক। তারা অভিযোগ ওই ব্যক্তির বাড়ির পাশে রয়েছে মহানন্দা নদী এবং মহানন্দা নদীর পাশেই রয়েছে সরকারি খাস জায়গা সেই জায়গা দখল করার বাধা দেয় ওই পরিবারের সদস্যা। তারপরেই শুরু হয় গন্ডগোল। অভিযোগ বন্দুক উঁচিয়ে তাদেরকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে কয়েকজন যুবক। ঘটনাই আতঙ্কিত এলাকাবাসী। তাদের বক্তব্য বন্দুক নিয়ে এভাবে ঘোরাফেরা করাই তারা আতঙ্কিত। প্রশাসন যাতে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় ক্লাবের ভিতরে পড়ে রয়েছে একটি পাইপ গান এবং ধারালো ভোজালি। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। ক্লাব সদস্যর বক্তব্য ক্লাবের এমন রেপুটেশন নেই। ক্লাব সব সময় মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

## ঝাড়গ্রামে মাধ্যমিকে বেশি ছাত্রীর সংখ্যা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য জুড়ে শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক শুরু। তবে এরবার ঝাড়গ্রামে মাধ্যমিকে বেশি ছাত্রীর সংখ্যা। সোমবার শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। ব্যাপক প্রশাসনিক নিরাপত্তা রাখা হয়েছে জঙ্গলমহলের

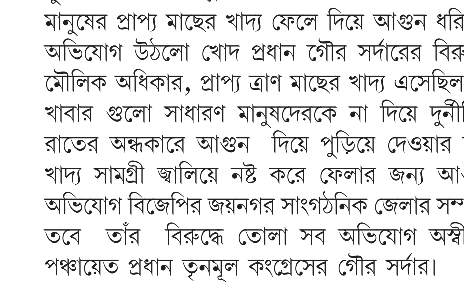

ঝাড়গ্রামে। ঝাড়গ্রামে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে ১৩,৬৫০ ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ছাত্র ৬,৪০৪ এবং ছাত্রী ৭,২৪৬। মোট পরীক্ষাকেন্দ্র ৩৯। জেলায় এবার মাধ্যমিকে ছাত্রের থেকে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। মাধ্যমিক সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে কোনও অসুবিধা যাতে পড়তে না হয় সেজন্য নির্দিষ্ট সময়ে পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলার যেসব এলাকায় হাতি রয়েছে সেইসব এলাকায় বনকর্মীদের পাশাপাশি মোতায়েন থাকছে পুলিশ। যাতে হাতির জন্য পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যদি কোনও পরীক্ষার্থী হাতির হামলার ভয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে সমস্যায় পড়ে তাহলে তাকে বন দফতরের গাড়িতে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকছে। রাস্তায় থাকবে বন দফতরের ঐরাবত গাড়ি। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম বাস অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জেলার সমস্ত সরকারি বাসে পরীক্ষার্থীদের বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে কড়া নিরাপত্তা।

## মেয়েকে পৈতে দিয়ে নজির গড়ল মালদার সিদ্ধান্ত পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সময়ের সাথে পাল্টাচ্ছে নিয়ম। তাই যুগের সাথে তাল রেখে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েকে পৈতা দিয়ে সমাজে নজির মালদহের সিদ্ধান্ত পরিবারের। এখন সব ক্ষেত্রেই ছেলেদের থেকে মেয়েরা অনেক এগিয়ে রয়েছে। এই সমাজে সামাজিক ভাবে মেয়েদেরকেও উঁচু আসনে রাখা হচ্ছে। এতদিন দেখা গিয়েছিল ছেলেদের পৈতে হত কিন্তু এবারে সমাজের এই নিয়মকে একটু ব্যতিক্রমী করলো মালদার ইংরেজবাজার শহরের ঘোড়াপীর ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দা সিদ্ধান্ত পরিবার। পরিবারের ছোট মেয়ে মধুপর্না সিদ্ধান্ত (৯)। সে উপবিত ধারণ করে ব্রম্ভজ্ঞন লাভ করেছে। অর্থাৎ ছোট মেয়েকে পৈতে দেওয়া হল। সমাজের এই চিন্তাধারাকে পাল্টানোর এক নজির বিহীন ঘটনা সিদ্ধান্ত পরিবার করলেন। পরিবারের সদস্যদের সবাইকে বার্তা দিতে চান ঘরের মেয়েকে পিছনে ফেলে রাখা চলবে না। বর্তমানে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। মেয়েদের কেউ সামাজিক ভাবে উঁচু আসনে রাখা উচিত। ইংরেজবাজার শহরের ঘোড়াপীর ঘোষপাড়া এলাকায় বসবাস করেন মনোজ কুমার সিদ্ধান্ত তার দুই মেয়ে পরিবারের ছোট মেয়ে ৯ বছর বয়সী মধুপর্ণাকে পৈতা ধারণ করে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করালো। মনোজ কুমার সিদ্ধান্ত দাবি করেন মালদা তথা উত্তরবঙ্গে এই প্রথম সামাজিক ভাবে কোন মেয়ের উপনয়ন হল। তারা চান তাদের এই সিদ্ধান্ত সমাজের ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকারের বার্তা ছড়িয়ে দিক। মনোজবাবু ব্যবসার কাজে যুক্ত। তার স্ত্রী পায়েল সিদ্ধান্ত গৃহবধূ। তাদের দুই মেয়ে মধুপর্ণা ছোট, মধুশ্রী বড়। মনোজবাবুর স্ত্রী পায়েল সিদ্ধান্ত জানান, আমার দুই মেয়ে ছেলে নেই সমাজে চিন্তাধারা পাল্টানোর জন্য একসঙ্গে দুই মেয়ের পৈতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু বড় মেয়ে লজ্জায় পৈতে নিতে রাজি হয়নি তাই ছোট মেয়েকে পৈতে দিলাম। মেয়ে হয়তো এখনো পৈতার সঠিক অর্থ জানেনা। এখন সময় পাল্টাচ্ছে মেয়েরাও এখন সবকিছু দিক থেকে এগিয়ে। আগামী দিনে পড়াশোনার সাথে মেয়ে যদি পুরোহিত হতে চায় আমরা সব সময় সহযোগিতা করব। ছোট মেয়ে মধুপর্না ক্লাস থ্রিতে একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করে। মেয়ের পৈতে দেওয়াতে সিদ্ধান্তে প্রতিবেশী থেকে বাড়ির আত্মীয় স্বজন সকলেই সম্মতি দিয়েছে সকলেই মেয়েকে আশীর্বাদ করেছে। ছোট মেয়ে মধুপর্না সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, আমার পৈতে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল মা- বাবা আমার গুরুজন সবাই আমাকে আশীর্বাদ করেছে। অনেক ভালো লাগছে। পুজোপাঠ করতে আমি ভালোবাসি, বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে ইচ্ছে করে। সিদ্ধান্ত পরিবারের পুরোহিত সদানন্দ বাগচী জানান, বৈদিক যুগে নারী পুরুষের কোন ভেদাভেদ ছিল না। তখন নারী ও যোগ্য উপবীত ধারণ করতেন। কিন্তু সমাজের কালো কিছু রীতি অথবা ব্রাহ্মণদের বাধ্যবাধকতা ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন থেকে নারীদের ব্রাত্য করে রাখে। দিনের পর দিন নারীদের কার্যত শোষণ করে গেছে পুরুষ। তবে বর্তমানে সমাজের পরিবর্তন হয়েছে মানুষের মানসিকতার ও পরিবর্তন হয়েছে। সিদ্ধান্ত পরিবারের এই যে সিদ্ধান্ত তাকে আমি সমর্থন করি।

## উত্তরপাড়া পৌরসভার উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে চকলেট, কলম ও বোর্ড তুলে দিলেন চেয়ারম্যান সহ বিশিষ্টরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা হাইস্কুলে উত্তরপাড়া পৌরসভার উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে শুভেচ্ছা বার্তা ক্যাডবেরি চকলেট, কলম ও বোর্ড তুলে দিলেন উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। সোমবার সকালবেলা থেকে পরীক্ষার্থীরা একে একে মাখলা হাইস্কুলে আসতে থাকে তাদের সঙ্গে অভিভাবকরাও থাকে। পৌরসভার পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ক্যাডবেরি শুভেচ্ছা বার্তা কলম ও বোর্ড তুলে দিলেন পরীক্ষার্থীরা খুব খুশি একে একে তাদের হাতে এইসব তুলে দিলেন উত্তরপাড়া পৌরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিত ঘোষ কাউন্সিলর মানসী সিংহ, অর্ণব রায়। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন পরীক্ষার্থীদের পৌরসভার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দেওয়া হল তাদের শুভ কামনা করি তাদের জীবনের প্রথম পরীক্ষা পরীক্ষা ভালো করে দিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। প্রায় একই বক্তব্য বলেন এছাড়া বক্তব্য রাখেন উত্তরপাড়া পৌরসভার সি আই সি ইন্দ্রজিত ঘোষ তিনি বলেন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জীবনে প্রথম পরীক্ষা তারা ভালো করে পরীক্ষা দিক পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা তাদের হাতে শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দিলাম ওরা ভালো

করে পরীক্ষা দিক সাফল্য লাভ করুক। এদিন উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ বালিকা বিভাগে উত্তরপাড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দিলেন পুরসভার সিআইসি উপলাদিত্য ব্যানার্জি, সিআইসি সুব্রত মুখার্জি। মাখলা হাইস্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৬২০ জন নটি বিদ্যালযের সিট পড়েছিল। পুরচেয়ারম্যান বলেন উত্তরপাড়া এলাকায় এবার পরীক্ষার্থী সতেরোশো মোট চারটি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র পড়ে এদের জন্য সব সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা ছিল পানীয় জল সহ নানা ব্যবস্থা।

## গঙ্গারামপুরে রাস্তার ধারে উদ্ধার দুই ব্যবসায়ীর মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ রাস্তার ধারের নয়ানজুলিতে উদ্ধার দুই ব্যবসায়ীর মৃতদেহ। রাতে তারা দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন। তারপর থেকে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। সোমবার সকালে তাঁদের উদ্ধার হয়। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের নইলাকুড়ি এলাকায়। মৃত দুই যুবকের নাম যীশু মার্ডি (৩৬) ও নৃপেণ বর্মন (৩৭)। মৃত দুজনের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার উদয়গ্রামে। নইলাকুড়ি এলাকায় তাঁরা পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করতেন বলে খবর। গতকাল রাতে দুজনে একটি মোটরবাইক করে ওই পুকুর দেখার কাজে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে আর তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। এদিন সকালে গ্রামের অদূরে একটি নয়নজুলিতে মৃত অবস্থায় তাঁদের পাওয়া যায়। রাস্তার উপর বাইকটি পড়েছিল। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরিবারের লোকজনরাও মৃতদেহ শনাক্ত করেন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়েছে, মোটরবাইক দুর্ঘটনার পরে তাঁরা নয়ানজুলিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপরই মৃত্যু। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। তবে পরিবারের লোকজন দাবি করছেন, রাত থেকে মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল তাঁদের। নিছক দুর্ঘটনায় এই মৃত্যু। তা মানতে নারাজ পরিবারের লোকজন। দুজনকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি। গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

## বোনের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসে ধরা পড়ল দিদি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিকের প্রথম দিনই টুকলির ঘটনা ঘটলো। ঘটনাস্থল হুগলির চণ্ডীতলা। বোনের হয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ল দিদি। চণ্ডীতলা গরলগাছা গার্লস হাইস্কুলের ঘটনা। জানা গিয়েছে, গরলগাছা গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষার সিট পড়েছিল কুমির মোরার আরকেএন হাইস্কুলের ছাত্রীদের। সেখানেই এক ছাত্রীর হয়ে তাঁর দিদি পরীক্ষা দিতে ঢুকে পড়েন বলে অভিযোগ। ইনভিজিলেটর যিনি ছিলেন তিনি অ্যাডমিট কার্ড মেলাতে গিয়ে দেখেন ছবির সঙ্গে মুখের মিল নেই। তখনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় পরীক্ষার্থীর হয়ে তার দিদি পরীক্ষা দিতে এসেছে। তারপর স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুলিশকে জানায়। জানানো হয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আধিকারিকদের। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় শিক্ষা দফতর থেকে নির্দিষ্ট করে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার ইমারজেন্সি রেসপন্স টিমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কৌশিক শীল বলেন, এক ছাত্রীর হয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন তার দিদি। পরীক্ষার হলে থাকা পর্যবেক্ষক জানতে পারেন পরীক্ষার্থী ভুয়ো। তারপরই তাকে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বের করে নিয়ে যায় চণ্ডীতলা থানার পুলিশ।

**OFFICE OF THE**
**CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT**
**Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322**
E-Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 03 no. of Schemes (Water ATM at 3 different places), Fund: CFC vide Memo No.- CPGP/30/15 th CFC/2024-2025. Last date of submission of Bid up to **06.30 PM on 25.02.2025**. Date of opening of Bid on **28.02.2025 at 03.00 PM**. Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.
**Sd/- Pradhan,**
**Chara Panchla Gram Panchayat,**
**Panchla, Howrah.**

**OFFICE OF THE**
**CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT**
**Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322**
E- Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 04 no. of Schemes (Construction of Drain at 4 different places), Fund: CFC vide Memo No.- CPGP/31/15 th CFC/ 2024-2025. Last date of submission of Bid up to **05.00 PM on 25.02.2025**. Date of opening of Bid on **28.02.2025 at 03.00 PM.** Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.
**Sd/- Pradhan,**
**Chara Panchla Gram Panchayat,**
**Panchla, Howrah.**

**OFFICE OF THE**
**CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT**
**Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322**
E- Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 07 no. of Schemes (New Construction of CC Road at 7 different places), Fund: CFC vide Memo No.- CPGP/31/15 th CFC/2024-2025. Last date of submission of Bid up to **06.30 PM on 25.02.2025**. Date of opening of Bid on **28.02.2025 at 03.00 PM**. Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.
**Sd/- Pradhan,**
**Chara Panchla Gram Panchayat**
**Panchla, Howrah.**

**OFFICE OF THE**
**CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT**
**Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322**
E- Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 03 no. of Schemes (Construction of guardwall and drain at 3 different places), Fund: CFC vide Memo No.- CPGP/ 31/15 th CFC/2024-2025. Last date of submission of Bid up to **05.00 PM on 25.02.2025**. Date of opening of Bid on **28.02.2025 at 03.00 PM**. Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.
**Sd/- Pradhan,**
**Chara Panchla Gram Panchayat**
**Panchla, Howrah.**

## ধর্ষণ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত শ্বশুরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল তমলুক আদালত

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্বশুরের লালসার শিকার হয়েছিলেন বধূ। জন্ম দিয়েছিলেন এক শিশুপুত্রের। প্রায় ৬ বছর আগের সেই ধর্ষণ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত শ্বশুরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল তমলুক আদালত। সোমবার তমলুকের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের (৪র্থ) বিচারক এই নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয় ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, দোষীর বয়স ৫৫ বছরের বেশি। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের বাসিন্দা সে। তার একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকতেন। দীর্ঘদিন ধরে যুবকের স্ত্রী শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকতেন তমলুকের বাড়িতে। এমন অবস্থায় ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ওই গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে শ্বশুরের বিরুদ্ধে। তার জেরে গর্ভবতী হয়ে পড়েন তরুণী। সেই খবর জানতে পেরেই বউমাকে নানাভাবে দোষারোপ করে তাঁকে বাড়িছাড়া করে শ্বশুর। বাধ্য হয়ে বাপের বাড়িতেই আশ্রয় নেন নির্যাতিতা। পাশাপাশি গত ২০২০ সালের ২৪ জুন তমলুক থানায় ধর্ষণের অভিযোগ করেন তিনি। এই ঘটনায় তদন্তে নেমেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মামলা চলাকালীন ওই গৃহবধূ একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। পরে ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট ও সমস্ত রকমের তথ্য প্রমাণ এবং সাক্ষ্য গ্রহণের পর বিচারক অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। এদিন তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ও-এসি-টি-১৯৭-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ঃ ০৫.০২.২০২৫।** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **কেস নংঃ** ও-এসি-টি-১৯৭-২৪-২৫। **কাজের নামঃ** সিনি. ডিইএন/২/আসানসোলের আওতাধীনে কালুবাথান, জসিডি, চিত্তরঞ্জন, শিমুলতলা প্রভৃতিতে চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে পাইপ লাইন ও আনুষঙ্গিক কাজ সমেত আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপন করার ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৩৩,৮৫,৫১০.২৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,১৬,৯০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।
ASN-324/2024-25
**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## বহুতল আবাসনে ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বীরভূমের বোলপুরে শ্রীনিকেতন রোডের উপর বাঁধগোড়াতে একটি বহুতল আবাসনে ভয়াবহ আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আগুন নেভানোর কাজ করছে দমকল কর্মীরা। হাত লাগিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। কি কারনে আগুন লাগলো ? যদিও এখনও স্পষ্ট নয়। তবে শট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে দমকল বিভাগের প্রাথমিক ধারণা। এখনো আগুন নেভানোর কাজ চলছে। বোলপুর অগ্নিকাণ্ডে কতজন মৃত্যুর কবলে পড়েছেন, তা জানা যায় নি। বোলপুর মহাকুমা হাসপাতালে অনেকে ভর্তি। ঘটনাস্থলে বোলপুরের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং পুরসভার চেয়ারম্যান।

**পূর্ব রেলওয়ে**
**সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৬৮-২০২৫-এনআইটি, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৬৮-২০২৫, তারিখ ঃ ০৬.০২.২০২৫।** ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদি যাঁদের নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অর্থনৈতিক যোগ্যতা এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে সীতারামপুর-ঝাঝা শাখায় মথুরাপুরে এসএসপি স্থানান্তরণ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড সরঞ্জাম এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমার এবং সুইচিং স্টেশন ইত্যাদি ডিজাইন, ড্রয়িং, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা ও সূচনার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯০,৯৬,৭৯৮.৫০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৮১,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৩ (তিন) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে বা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত "টেন্ডার নথির মূল্য" এবং "বায়না অর্থ" অনলাইনে পরিশোধের পর **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ এবং উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ টেন্ডার প্রস্তাব **www.ireps.gov.in** এ আপলোড করা যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এই রূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য করা হবে। টেন্ডার নথিসমূহ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মূল তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডারের বিজ্ঞপ্তিটি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-স্থিত নোটিসবোর্ডেও পাওয়া দেখা যাবে।
CON-85/2024-25
**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**SHIBRAMPUR GRAM PANCHAYAT**
**NAMKHANA * SOUTH 24 PARGANAS**
**NIT NO.- 470/ SGP/2025, Date-10/02/2025,**
**NIT NO.- 471/ SGP/2025, Date-10/02/2025,**
**NIT NO.- 472/ SGP/2025, Date-10/02/2025,**
**NIT NO.- 473/ SGP/2025, Date-10/02/2025,**
**NIT NO.- 474/ SGP/2025, Date-10/02/2025,**
**NIT NO.- 475/ SGP/2025, Date-10/02/2025 and**
**NIT NO.- 476/ SGP/2025, Date-10/02/2025**
Last date of Submission On or before **21/02/2025 (up-to 04.30PM)** Date of Opening - **24/02/2025 (From 04.30 P.M)** (For viewing Tender:-**www.wbtenders.gov.in**)
**Sd/-**
**Pradhan**
**Shibrampur Garm Panchayat**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**
**ABRIDGED NIT**
The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
**1. NIT NO. : LTG/XIV/165/24-25/SUP2**
Name of work : **Supply and delivery of LED street light luminaries for Ward No.131, Br.-XIV, KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,98,912.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
**2. NIT NO. : LTG/XIV/166/24-25/MISC**
Name of work : **Miscellaneous work of existing street lighting system at different road, lane, by lane in Ward No.131.** Estimated Amount : **Rs.1,98,404.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
**3. NIT NO. : LTG/XIV/167/24-25/RE1**
Name of work : **Repairing and replacement of the existing street lighting system at Khudiram Bose Road Dhopa Para and other areas in Ward No.131.** Estimated Amount : **Rs.1,97,127.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
**4. NIT NO. : LTG/XIV/168/24-25/RE11**
Name of work : **Repairing and renovation of the existing street lighting system at Parnasree Pally, Sarat Chatterjee Road and other areas in Ward No.131.** Estimated Amount : **Rs.1,96,893.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**
**5. NIT NO. : LTG/XIV/118/24-25/131/PARK1**
Name of work : **Repairing and renovation of existing landscaping lighting installation at north and west flank of Gopal Kanan Park in Ward No.131.** Estimated Amount : **Rs.4,94,946.00.** Earnest Money : **Rs.9,900.00.**
**6. NIT NO. : LTG/XIV/172/24-25/132/RE11**
Name of work : **Repairing and renovation of the existing street lighting system at Kartik Das Road, Harisava Lane and other areas in Ward No.132.** Estimated Amount : **Rs.1,96,775.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **7 days (for Sl.No.1 to 6).** Last Date and Time of submission of Bid : **18.02.2025 at 4 p.m. (for Sl.No. 1 to 6).** Bid opening date for technical proposal (online) : **19.02.2025 at 10 a.m. (for Sl.No.1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **11.02.2025 at 4 p.m. (for Sl.No.1 to 6).** The website **https://wbetenders.gov.in (for Sl.No.1 to 6).**

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works :-
**1. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/41/24-25**
Name of work : **Preventive maintenance contract daily from 5 P.M. to 10 P.M. for street lighting system under Ward No.143, Br.-XVI.** Estimated Amount : **Rs.2,90,424.00.** Earnest Money : **Rs.5,900.00.** Period of Completion : **306 days.**
**2. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/42/24-25**
Name of work : **Repairing and renovation work of street lighting system at Kalitala, Badamtala and other surrounding areas in Ward No.143.** Estimated Amount : **Rs.4,84,953.00.** Earnest Money : **Rs.9,700.00.** Period of Completion : **21 days.**
**3. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/43/24-25**
Name of work : **Miscellaneous work for street lighting system at Srikrisna Pally, Aparajita Goli, Suryasen Pally and surrounding areas in Ward No.143.** Estimated Amount : **Rs.4,51,688.00.** Earnest Money : **Rs.9,100.00.** Period of Completion : **15 days.**
**4. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/45/24-25**
Name of work : **Preventive maintenance contract daily from 5 P.M. to 10 P.M. for street lighting system under Ward No.124, Br.-XVI.** Estimated Amount : **Rs.2,89,475.00.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.** Period of Completion : **305 days.**
**5. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/46/24-25**
Name of work : **Repairing and renovation work of street lighting system at Chandal Para, Vivekananda Park 2nd Lane, Senpara and other surrounding areas in Ward No.124.** Estimated Amount : **Rs.4,73,830.00.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.** Period of Completion : **21 days.**
**6. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/47/24-25**
Name of work : **Miscellaneous work for street lighting system at Purbachal, Indrapuri Society Road and surrounding areas in Ward No.124.** Estimated Amount : **Rs.4,55,493.00.** Earnest Money : **Rs.9,200.00.** Period of Completion : **15 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **19.02.2025 at 12 noon (for Sl.No.1 to 6).** Date Tender Opening for Technical Purpose : **21.02.2025 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on **11.02.2025 at 6 p.m. (for Sl.No.1 to 6).**
**7. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/29/24-25**
Name of work : **Supply LED street light fittings for replacing LED light (Green City Mission Work) at Panch Kari Ghosh Road and adjacent areas in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.2,93,431.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
**8. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/30/24-25**
Name of work : **Supply LED street light fittings for replacing LED light (Green City Mission Work) at Anandanagar and adjacent areas in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.2,98,668.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
**9. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/35/24-25**
Name of work : **Improvement of street lighting system on existing pole at Dakshin Behala Road etc. areas in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.2,99,047.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
**10. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/26/24-25**
Name of work : **Supply of LED fittings for street lighting work at Mali Para, Rong Company Goli etc. areas in Ward No.144.** Estimated Amount : **Rs.2,93,431.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
**11. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/27/24-25**
Name of work : **Supply of LED fittings for street lighting work at Pramanik Para, Babu Bagan and adjacent areas in Ward No.144.** Estimated Amount : **Rs.2,98,668.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **3 Days (for Sl.No.7 to 11).**
**12. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/31/24-25**
Name of work : **Miscellaneous repairing work for street lighting system at Gane Para, Ostaji Para etc. in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.2,98,384.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
**13. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/32/24-25**
Name of work : **Miscellaneous work for street lighting system at Sashi Bhushan Banerjee Road, Amritalal Mukherjee Road etc. in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.2,96,427.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
**14. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/33/24-25**
Name of work : **Repairing and renovation work of street lighting system at 1 No. Bachar Para and others areas in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.2,99,694.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
**15. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/34/24-25**
Name of work : **Repairing and renovation work of street lighting system at 2 No.Bachar Para and others areas in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.2,99,444.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
**16. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/36/24-25**
Name of work : **Improvement of street lighting system on existing pole at Panch Masjid Road etc. areas in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.2,97,808.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
**17. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/24/24-25**
Name of work : **Miscellaneous repairing work for replacement of LED fittings at Muslim Para, D.H. Road and Khal Pool etc. in Ward No.144.** Estimated Amount : **Rs.2,98,384.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
**18. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/25/24-25**
Name of work : **Miscellaneous repairing and replacement work at Mistiry Para, Baidya Para etc. in Ward No.144.** Estimated Amount : **Rs.2,97,120.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
**19. NIT NO. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/28/24-25**
Name of work : **Repairing and renovation work of street lighting system at Bakhrahat Road, Khal Par, Yani Sarani, Boro Bagan etc. areas in Ward No.144.** Estimated Amount : **Rs.2,99,301.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **7 Days (for Sl.No.12 to 19).** Last date and time of Submission of Bid : **19.02.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.7 to 19).** Technical Bid Open date : **21.02.2025 at 12.30 p.m. (for Sl.No.7 to 19).** The bid forms and other details are available on and from **11.02.2025 at 3 p.m. (for Sl.No.7 to 19).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 19).**
**1376 / 24-25**

## বিজ্ঞান

# পৃথিবীর শীতলতম জায়গা অ্যান্টার্কটিকায় মিলল প্লাস্টিকের উপস্থিতি

শহর বা গ্রামের পাশাপাশি পৃথিবীর সব প্রান্তেই ছড়িয়ে পড়েছে প্লাস্টিক। নানা ধরনের চেষ্টা করেও ঠেকানো যাচ্ছে না প্লাস্টিকের উপস্থিতি। সম্প্রতি অ্যান্টার্কটিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা বা মাইক্রোপ্লাস্টিকের সন্ধান পেয়েছেন ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের (বিএএস) বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, অ্যান্টার্কটিকার গভীরে বরফের মধ্যে প্রথমবারের মতো মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এসব মাইক্রোপ্লাস্টিক স্থানীয় কোনো উৎস থেকে এসেছে। হিমায়িত এলাকায় মাইক্রোপ্লাস্টিকের প্রভাব বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো অস্পষ্ট। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী কার্স্টি জোনস-উইলিয়ামস বলেন, 'অ্যান্টার্কটিকায় প্রবেশের জন্য কঠোর নিয়মকানুন মানতে হয়। তারপরেও দূরবর্তী ও অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের প্রমাণ পেয়েছি আমরা। প্লাস্টিকের উপস্থিতি প্রমাণ করছে পৃথিবীর সব জায়গায় এখন প্লাস্টিকের উপস্থিতি রয়েছে।' ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের বিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্য অ্যান্টার্কটিকার ইউনিয়ন হিমবাহ ও শানজ হিমবাহ এলাকা থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন। এরপর ফিল্টার পেপারের মাধ্যমে নমুনাগুলো গলিয়ে স্ক্যান করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি লিটার তুষারে ৭৩ থেকে ৩০৯৯টি প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র কণা রয়েছে। এসব কণার অধিকাংশ ৫০ মাইক্রোমিটারের চেয়ে ছোট। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী এমিলি রোল্যান্ডস বলেন, নতুন কৌশলের সাহায্যে আমরা এখন আগের তুলনায় অনেক ছোট আকারের মাইক্রোপ্লাস্টিক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছি। বিজ্ঞানী ক্ল্যারা মান্নো জানিয়েছেন, মানুষের পোশাকের পাশাপাশি ক্যাম্পের মধ্যে ও আশপাশে নিরাপদে পথ চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহৃত দড়ি ও পতাকা থেকেও আসতে পারে প্লাস্টিকগুলো। অ্যান্টার্কটিকার মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের উৎস সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য আরও গবেষণা করতে হবে। এই প্লাস্টিক দূষণ কমানোর কৌশলও খুঁজে বের করতে হবে।

## ব্রজেন্দ্রনগরে রাস্তায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

বিশালগড়, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মধুপুরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনা সোমবার বিকালে। মৃত ব্যক্তির নাম শিপন সর। বয়স আটচল্লিশ বছর। জানা গিয়েছে, শিপন সরকার আকণ্ঠ মদ পান করতেন। একটা সময় তাঁর পরিবার তাকে শুধরিয়ে নেওয়ার জন্য মদ্যপান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। তারপরও মদ ছাড়তে পারেনি। কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে তাঁর স্ত্রীকে। শিপন সরকারের বাড়ি নগরপাড়া এলাকায়। নিত্যদিন মধুপুর থেকে নগরপাড়া আবার কখনো নগরপাড়া থেকে ফুলতলি সহ বিভিন্ন এলাকায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুরাঘুরি করেন। প্রতিদিনের মত সোমবার বিকালে নিজ বাড়ি থেকে যখন ফুলতলির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল এমন সময় ব্রজেন্দ্রনগর এলাকায় আসতেই রাস্তার পাশে পড়ে যান। দীর্ঘক্ষণ রাস্তার পাশে পড়ে থাকলে এলাকার জনগণের সন্দেহ হয়।

# মানুষের মস্তিষ্কের টিস্যুতে ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণার উপস্থিতি বেড়েছে

মানুষের মস্তিষ্কের টিস্যুতে ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা বা মাইক্রোপ্লাস্টিকের খোঁজ মিলেছে বেশ আগেই। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়েছে, গত কয়েক বছরে মানুষের মস্তিষ্কের টিস্যুতে মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ন্যানোপ্লাস্টিকের (এমএনপি) পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এ বিষয়ে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ডিউক ইউনিভার্সিটির স্নায়ুবিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু ওয়েস্ট বলেন, 'মস্তিষ্কে এত বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক কণা পাওয়া যাবে, তা ভাবতেই পারিনি। তবে সব তথ্য বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হয়েছি যে এটি বাস্তব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।' গবেষণার জন্য ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে মৃত্যু বরণ করা ৯১ ব্যক্তির মস্তিষ্কের টিস্যুর নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৬ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্কের টিস্যুতে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি ৫০ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৬ সালে প্রতি গ্রাম মস্তিষ্কের টিস্যুতে গড়ে ৩ হাজার ৩৪৫ মাইক্রোগ্রাম প্লাস্টিকের কণা পাওয়া গেলেও ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৯১৭ মাইক্রোগ্রামে। গবেষণার তথ্যমতে মস্তিষ্কের টিস্যুতে পাওয়া প্লাস্টিকের কণাগুলোর ধরন ও আকার এক রকম নয়। অধিকাংশ কণাই সূক্ষ্ম ও ধারালো, যা গবেষণাগারে ব্যবহৃত গোলাকার মাইক্রোপ্লাস্টিকের চেয়ে ভিন্ন। এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অব প্লাইমাউথের মাইক্রোপ্লাস্টিক বিশেষজ্ঞ রিচার্ড থম্পসন বলেন, দৈনন্দিন ব্যবহারের বিভিন্ন সামগ্রী যেমন প্লাস্টিক ব্যাগ, জলের বোতল এবং খাদ্য মোড়ানোর প্লাস্টিক থেকেই মূলত এসব কণা এসেছে। তবে চিকিৎসা ও খাদ্যশিল্পে ব্যবহৃত পলিস্টাইরিন তুলনামূলক কম পরিমাণে মস্তিষ্কে জমা হয়েছে। যেসব ব্যক্তির মস্তিষ্কের টিস্যুতে মাইক্রোপ্লাস্টিকের ঘনত্ব বেশি ছিল, তাদের মধ্যে ১২ জন ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন।

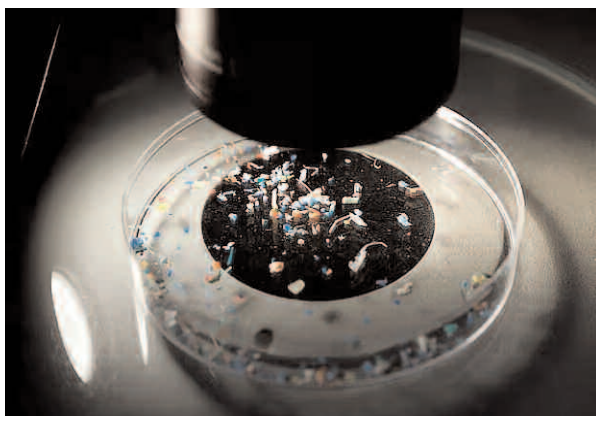

তবে বিজ্ঞানীরা এখনো প্লাস্টিক কণার সঙ্গে স্নায়ুরোগের সরাসরি কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাননি। ধারণা করা হচ্ছে যে ডিমেনশিয়ার ফলে মস্তিষ্কের টিস্যুতে প্লাস্টিক জমার প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। তবে বিষয়টি নিশ্চিত হতে আরও গবেষণা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, বাতাস, জল ও খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করা প্লাস্টিক কণাগুলো কীভাবে মস্তিষ্কে পৌঁছে যাচ্ছে এবং এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী হতে পারে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। আর তাই বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে দেখার পাশাপাশি সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে আরও গবেষণা করতে হবে।

# ২০২৫ সালের চলমান মহাকুম্ভে ভক্তদের প্রবেশ ও ফিরে আসার জন্য ভারতীয় রেল যুদ্ধকালীন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে

প্রয়াগরাজ, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ প্রয়াগরাজ জংশন সহ প্রয়াগরাজ এলাকার আটটি স্টেশনই সম্পূর্ণরূপে কার্যকর তীর্থযাত্রীদের অব্যাহত ভিড় কমাতে রবিবার ৩৩০টি ট্রেন এবং আজ বিকেল ৩টার মধ্যে ২০১টি ট্রেন পরিচালনা করেছে রেলওয়ে। ২০২৫ সালের ১২ জানুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার পরবর্তী অমৃত স্নানের আগে চলমান ভিড় পরিস্থিতি এবং রেলওয়ের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এবং রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান।পোস্ট করা হয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বিকেল ৪ঃ ৪১ পিআইবি দিল্লিবহমান তীব্র ভিড় সত্ত্বেও, ভারতীয় রেল চলমান মহাকুম্ভে ভক্তদের ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

একদিন আগে গণমাধ্যমের একটি ভুল প্রতিবেদনের জবাবে, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব গণমাধ্যমের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানান যে প্রয়াগরাজ এলাকার আটটি ভিন্ন স্টেশন থেকে প্রায় ৩৩০টি ট্রেন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার যাত্রীকে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। যদিও ভিড় কমছে না, তবুও ভারতীয় রেল ৪ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে এই স্টেশনগুলি থেকে একটি করে ট্রেন চালিয়ে নিশ্চিত করছে যে ভক্তদের তাদের পবিত্র স্নানের পরে অপেক্ষা করতে হবে না।মাঘী পূর্ণিমার পরবর্তী পবিত্র অমৃত স্নানের আগে, এই ট্রেনগুলির একটি রেক একক ট্রিপে গড়ে ৩৭৮০ জন যাত্রীকে সরবরাহ করছে, যা দেখায় যে ভিড় কমছে না। জোনাল এবং বিভাগীয় রেল কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে, রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সিইও, শ্রী সতীশ কুমার কর্মকর্তাদের দক্ষতার সাথে এবং পূর্ণ ক্ষমতায় জনগণকে সেবা দেওয়ার জন্য তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা মিডিয়ার নজরে আনতে বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে প্রয়াগরাজ জংশন সহ আরও ৭টি স্টেশন প্রয়াগরাজ ছেওকি, নৈনি, সুবেদারগঞ্জ, প্রয়াগ, ফাফামাউ, প্রয়াগরাজ রামবাগ এবং ঝুসি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর। ক্রমাগত ভিড় সত্ত্বেও, প্রয়াগরাজ এলাকা থেকে এই ৮টি স্টেশন থেকে বিশেষ এবং নিয়মিত ট্রেনগুলি পূর্ণ ক্ষমতায় চলছে। শ্রী সতীশ কুমার জোর দিয়ে বলেন যে, যেকোনো অমৃত স্নানের দুই দিন আগে এবং দুই দিন পরে শুধুমাত্র একটি স্টেশন, প্রয়াগরাজ সঙ্গম বন্ধ করা একটি নিয়মিত অনুশীলন। অধিকন্তু, এটি প্রয়াগরাজ জেলা প্রশাসনের পরামর্শে করা হয় এবং পূর্ববর্তী পবিত্র স্নান, অমৃত স্নান জুড়েই করা হয়েছিল। এতে নতুন কিছু নেই। তিনি গণমাধ্যম, ভারতীয় রেলওয়ের জনসংযোগের জোনাল এবং বিভাগীয় অফিসগুলিকে ভক্তদের মহাকুম্ভ শহরে পৌঁছাতে সহায়তা করার জন্য তাদের ব্যাপক প্রচেষ্টা তুলে ধরার আহ্বান জানান, বিশেষ করে সংলগ্ন এলাকায় যানজটের খবরের আলোকে।

বাস্তবতা হলো আজ বিকেল ৩টা নাগাদ, গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াগরাজ জংশন সহ ৮টি স্টেশন থেকে ২০১টিরও বেশি বিশেষ এবং নিয়মিত ট্রেন ইতিমধ্যেই ৯ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রীকে নিয়ে ছেড়ে গেছে।এর আগে, সিআরবি এবং সিইও শ্রী সতীশ কুমার রেল ভবনের ওয়ার রুমে প্রয়াগরাজ এলাকায় রেল পরিষেবার সুষ্ঠু পরিচালনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বানী বৈষ্ণবকে অবহিত করেন, যেখানে সমস্ত রেলওয়ে স্টেশনের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ গ্রহণ করা হচ্ছে। উভয়েই ভিড়ের চলমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং মাঘী পূর্ণিমার পরবর্তী অমৃত স্নানের আগে রেলের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন। পরে, রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান গণমাধ্যম এবং সাধারণ জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াগরাজ জংশনে পরিষেবা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়ে বিচ্ছিন্ন মিডিয়া রিপোর্টের শিকার না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, ৮টি রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করে তথ্যগুলি সহজেই যাচাই করা যেতে পারে যেখানে মহাকুম্ভের লোগোযুক্ত মেলার বিশেষ ট্রেনগুলি দিনরাত চলছে।

ভারতীয় রেলের স্বাভাবিক দিনে ৩৩০টি ট্রেন চালানো ভারতের জনগণের প্রতি তার অটল প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। এই সংখ্যাটি গত মাসে মৌনী অমাবস্যায় চালানো ৩৬০টি ট্রেনের প্রায় সমান, যখন ভিড় তার ঐতিহাসিক শীর্ষে ছিল।যাত্রীদের সর্বশেষ আপডেটের জন্য এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য এড়াতে সরকারী রেলওয়ে সূত্রের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

# ক্যানসারের বিস্তার ঠেকানোর কৌশল আবিষ্কার করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা

প্রাণঘাতী রোগ ক্যানসারের বিস্তার ঠেকানোর কৌশল আবিষ্কার করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা। বিশেষ এ কৌশলের মাধ্যমে কোষের আণবিক স্তরকে সক্রিয় করে ক্যানসার আক্রান্ত কোষের বিকাশ থামানোর পাশাপাশি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে ক্যানসার বিশেষজ্ঞ টিফানি ট্রোসো-স্যান্ডোভাল বলেন, এই কৌশল ক্যানসার আক্রান্ত কোষকে নির্মূল করার পরিবর্তে নতুন কৌশলে কাজ করে। নতুন এই কৌশলকে জল ফোটানোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত আছে, যখন জল সম্পূর্ণ তরল বা সম্পূর্ণ বাষ্প হয় না। একইভাবে ক্যানসার বিকাশে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যায় রয়েছে, যেখানে কোষ সুস্থ ও ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার মুহূর্তে অবস্থান করে। প্রথাগত ক্যানসার চিকিৎসায় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ক্যানসার কোষ অপসারণ করা হয়। পাশাপাশি বিকিরণ বা কেমোথেরাপির মাধ্যমে কোষ ধ্বংস করার ওপর নজর দেওয়া হয়। নতুন গবেষণায় একটি তৃতীয় পদ্ধতির উন্মোচন হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ক্যানসার রোগীরা তাদের সুস্থ কোষ পুনরুদ্ধার করতে পারে। নতুন এ গবেষণায় বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কোষকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম একটি এনজাইম শনাক্ত করেছেন, যা কিছু ক্যানসারসম্পর্কিত প্রোটিনের ভাঙনকে বাধা দেয়।

এনজাইমটি টিউমার বৃদ্ধিতে কাজ করে। আর তাই এনজাইমটি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্যানসার আক্রান্ত কোষকে স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কোরিয়া অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক কোয়াং-হিউন চো জানিয়েছেন, প্রাথমিক গবেষণায় জেনেটিক নেটওয়ার্ক স্তরে ক্যানসার বিকাশের সময় কোষের মধ্যে কী কী পরিবর্তন ঘটে, তা জানা গেছে। ক্যানসারের বিকাশ দ্রুত হয় না। ধীরে ধীরে ঘটে সুস্থ কোষের ডিএনএতে পরিবর্তন হয়। প্রচলিত চিকিত্সা পদ্ধতিতে ক্যানসার কোষ ধ্বংসের সময় রোগীদের ক্লান্তি, বমি বমি ভাব ও চুল পড়ার মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রচলিত ক্যানসার চিকিৎসায় শরীরের সব কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তবে ক্যানসার চিকিৎসার নতুন এ কৌশল বিকিরণ ও কেমোথেরাপির চেয়ে কম ক্ষতিকর বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। এরই মধ্যে কোলন ক্যানসারের কোষ থেকে তৈরি টিউমারে নতুন চিকিত্সাপদ্ধতির পরীক্ষা করা হয়েছে। এনজাইমের মাধ্যমে ক্যানসার চিকিৎসার এই কৌশল অ্যাডভান্সড সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

## সমুদ্রের গভীরে স্থায়ী ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাজ্যের 'ডিপ'

সমুদ্রের গভীরেও আছে রহস্যময় এক জগৎ। আর তাই তো দীর্ঘদিন ধরেই সমুদ্রের গভীরে থাকা নানা ধরনের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে মানুষ। কিন্তু সমুদ্রে ডুব দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি সব রহস্য জানা সম্ভব? মোটেও তা নয়। এ সমস্যা সমাধানে এবার সমুদ্রের গভীরে স্থায়ী ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাজ্যের 'ডিপ' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ডিপের তথ্যমতে, নতুন এ পরিকল্পনার আওতায় সমুদ্রপৃষ্ঠের ২০০ মিটার নিচে মানুষের বসবাসের জন্য একটি স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করা হবে। মহাকাশে থাকা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের (আইএসএস) আদলে দীর্ঘদিন বসবাসের উপযোগী করে তৈরি করা হবে ঘাঁটিটি। প্রাথমিকভাবে ছয়জন ব্যক্তি ঘাঁটিটিতে বসবাস করে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করতে পারবেন। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৭ সালের মধ্যে এই ঘাঁটিতে মানুষ বসবাস শুরু করবে। সমুদ্রের গভীরে ঘাঁটি তৈরির বিষয়ে ডিপের প্রেসিডেন্ট স্টিভ ইথারটন জানিয়েছেন, 'এটা কোনো পণ্য নয়, আমরা আসলে একটি সিস্টেম তৈরি করতে যাচ্ছি। আমরা জলের নিচে বসবাসের জন্য আবাসস্থল ও পরবর্তী প্রজন্মের পোশাক তৈরিসহ বিভিন্ন কাজ করছি। সমুদ্রের গভীরে কী আছে তা বোঝার জন্য এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমরা অনেকটা মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার আদলে কাজ করব।' দুই বছর ধরে ইউরোপের সর্ববৃহৎ থ্রিডি প্রিন্টিং মেশিনের মাধ্যমে সমুদ্রের গভীরে স্থাপন উপযোগী ঘাঁটির নকশা তৈরি করা হয়েছে। এই ঘাঁটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সেন্টিনেল'। সমুদ্রের মহাদেশীয় ঢাল ও সূর্যের আলো পৌঁছানোর এপিপেলাজিক অঞ্চলে স্থাপন করা হবে এই ঘাঁটি।

## তেলিয়ামুড়ায় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিন যুবক

তেলিয়ামুড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারো ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার সন্ধ্যায় টিআর ০৬ডি৫৮৯৫ নম্বরের একটি বাইক নিয়ে ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘন করে আয়েশ দেববর্মা(২৪), অখিল দেববর্মা(৩১) এবং রেহান দেববর্মা(৩১) নামের তিন যুবক আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক ধরে খোয়াই-এর বাগানবাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় টিআর০৪ই১৫৩০ নম্বরের একটি বুলেরো পিকআপ গাড়ির সঙ্গে বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ওই তিন যুবক আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর ছিটকে পড়েন। তৎক্ষণাৎ দুর্ঘটনার বিকট শব্দ পেয়ে ছুটে আসে এলাকার লোকজন এবং খবর পাঠায় তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের জরুরী বিভাগে। পুলিশ দুর্ঘটনার একটি মামলা রুজু করেছে।

## গণপিটুনিতে প্রাণ হারাল যুবক

বিলোনিয়া, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ গণপিটুনিতে প্রাণ হারাল এক যুবক। যদিও ওই যুবককে চুরির দায়ে গণপিটুনি দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায়। নিহত যুবকের নাম বাবুল মিয়া। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে চুরি। গণপিটুনিতে প্রাণ হারাল অভিযুক্ত চোর। নাম বাবুল মিয়া। বয়স পঁয়ত্রিশ। বাড়ি বিলোনিয়ার মুজাফর কলোনি এলাকায়।

**Name Change**
I, Ajit Kumar Bachar S/o Late Santosh Bachar Residing at Somodpur, Mukherjee Bagan, P.o&P.s - Sonarpur, District - 24 Pgs (S), Pin- 700150 West Bengal India shall henceforth be known as Ajit Bachar. I declare that Ajit Kumar Bachar and Ajit Bachar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-02-2025.

**Name Change**
I, Md Zeyauddin S/o Late Sk Nasiruddin Residing at 4th Floor, 7 Pementle Street, P.o&P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin- 700016 West Bengal India shall henceforth be known as Md Zeyauddin Ansari. I declare that Md Zeyauddin and Md Zeyauddin Ansari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-02-2025.

**Name Change**
I, Malek Mandal S/o Altaf Hossain Mondal Residing at Vill - Doula, P.o - Purbanawapara, P.s - Dhantala, District - Nadia, Pin- 741501 West Bengal India shall henceforth be known as Abdul Malek Mondal. I declare that Malek Mandal and Abdul Malek Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-02-2025.

**Name Change**
I, Ratna Biswas W/o Subir Biswas Residing at Vill - Amtala, P.o - Kanyanagar, P.s - Bishnupur, District - 24 Pgs(S), Pin- 743398 West Bengal India shall henceforth be known as Ratna Biswas Das. I declare that Ratna Biswas and Ratna Biswas Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-02-2025.

**Name Change**
I, AKBARI DEVI (Old Name) W/O PRATAP JHA Residing at 1/173, Mirpara Road Liluah, P.O.-Bhattanagar, P.S.-Liluah, District - Howrah, Pin - 711203, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AKBARI DEVI JHA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 10-02-2025. AKBARI DEVI (Old Name) and AKBARI DEVI JHA (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**
I, RATAN GOPAL SAHA (Old Name) S/O Late NIRANJAN LAL SAHA Residing at No-502 A Block Marvel Sequoia SY No-139, Veeraswamy Reddy Layout AB Vajpayee Road, Channasandra Kadugodi Plantation, District - Bengaluru, Pin - 560067, Karnataka, have changed my name and shall henceforth be known as RATNA GOPAL SAHA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 10-02-2025. RATAN GOPAL SAHA (Old Name) and RATNA GOPAL SAHA (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**
I,IQBAL ANSARI,SON OF MOHAMMAD OSMAN, RESIDING AT DUMURIYA MOHALLA, PO & PS - KULTI,PASCHIM BARDHAMAN - 713343, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD IQBAL ANSARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/02/2025. THAT IQBAL ANSARI AND MD IQBAL ANSARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I LALIT AGARWAL,S/O MANGTURAM AGARWAL,R/JATIA HOUSE P-9.C.I.T ROAD SCHEME 6M (S),PO-PHOOLBAGAN,KOLKATA-700054,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LALIT KUMAR AGARWAL,VIDE AN AFFIDAVIT NO 13 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/02/2025, THAT LALIT AGARWAL AND LALIT KUMAR AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I,MADAN MOHAN MAL, SON OF LATE PRAFULLA MAL, RESIDING AT RANGILABAD, MAGRAHAT1, SOUTH 24 PARGANAS - 743609,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADAN MAL VIDE AN AFFIDAVIT NO 12 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/02/2025.THAT MADAN MOHAN MAL AND MADAN MAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I,VINOD SHAW,SON OF DHANUK GHOSH, RESIDING AT 156 RAMKRISHNA SARANI,VIVEKANANDA PALLY,KOLKATA - 700060,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VINOD GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT NO 11 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/02/2025.THAT VINOD SHAW AND VINOD GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I, DOLLY MUNDRA,WIFE OF KESHAV KOTHARI, RESIDING AT 60 VIVEKANANDA ROAD, GIRISH PARK,PO - BEADON STREET, KOLKATA - 700006, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DOLLY KOTHARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/02/2025.THAT DOLLY MUNDRA AND DOLLY KOTHARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON .

**নাম পরিবর্তন**
আমি Bijoy Chowdhury (পুরাতন নাম) পিতা Biswajit Chowdhury ঠিকানা Garapota Purbapara, Garapota, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-02-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bijay Chowdhury (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bijay Chowdhur (নতুন নাম) ও Bijoy Chowdhury (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I, Hamidur Rahman Mallik S/o Late Jaynal Abedin Mallik Residing at Dwarika Complex, Flat no L/201, 20 Carry Road, P.o - Santragachi, P.s - AJC Bose B Garden District - Howrah, Pin- 711104 West Bengal India shall henceforth be known as Hamidur Rahaman Mallick. I declare that Hamidur Rahman Mallik and Hamidur Rahaman Mallick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-02-2025.

**Name Change**
I, Md Khurshid Alam Khan (old name) son of Astullah Khan, residing at 10/2, Kasai Bustee 2nd Lane, P.S- Narkeldanga, Kolkata-700011, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Khurshid Alam Khan (new name) as declared before the Notary Public at Sealdah dated 04/02/2025. Md Khurshid Alam Khan (old name) and Khurshid Alam Khan (new name) both are same and one identical person.

**Name Change**
I, Arpita Biswas D/o Basudev Sanpui Residing at Kamrabad Chandpur, Block-Sonarpur, P.s - Narendrapur, District - 24 Pgs(S), Pin - 700150 West Bengal India shall henceforth be known as Arpita Biswas Sanpui. I declare that Arpita Biswas and Arpita Biswas Sanpui is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 10-02-2025

**Name Change**
I, Dipak Tamret S/o Deb Kishor Tamret Residing at GB-4/4, Ashutosh Sarani, Rabindrapally, Baguiati, District - 24 Pgs(N), Pin - 700059 West Bengal India shall henceforth be known as Dipak Kumar Tamret. I declare that Dipak Tamret and Dipak Kumar Tamret is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 10-02-2025

**নাম পরিবর্তন**
আমি Bijoygopal Pramanick (পুরাতন নাম) পিতা Suresh Pramanik ঠিকানা Barachupria, Chupria, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-02-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bijay Pramanick (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bijay Pramanick (নতুন নাম) ও Bijoygopal Pramanick (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I Rakhi Barman W/o-Deep kanchan Das Residing at Rudrapara sarkarpara Eeshodyan,p.o-Sree Mayapur, p.s-Nabadwip, Dist-Nadia, Pin -741313 , have changed my name and shall henceforth be known as Rakhi Barman Das as Declared before the Notary public Ranaghat court. Dist-Nadia.vide affidavit no-28 Dated-07/02/2025 Rakhi Barman and Rakhi Barman Das both are same and identical Person.

**Name Change**
I, Jaigun Nessa (old name) wife of Asghar Ali, residing at 83/L/H/2, Belgachia Road, Ultandanga, Kolkata- 700037, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Zaigun Nessa (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 27 dated 06/02/2025. Jaigun Nessa (old name) and Zaigun Nessa (new name) both are same and one identical person.

**NOTICE**
I , Sri Vijay Kumar Chourasia, S/O Lt. Tribeni Prasad Chourasia bought a land on 17/02/2015 from Sri Ram Krishna Biswas (Power of attorney) under L.R – 1268, 1269 Dag and Khatian No. 404, 405 under Mankundu mouja. I want to transfer the land in my name. If any objection go in legal.

**Name Change**
I, Ashis Majumder (old name) son of Amulya Bhusan Majumder, residing at 1062, Vidyasagar Sarani, Purbapara, Purba Barisha, P.S – Thakurpukur, Kolkata- 700063, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ashis Kumar Majumder (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide Affidavit No. 34646 dated 08/06/2018. Ashis Majumder (old name) and Ashis Kumar Majumder (new name) both are same and one identical person.

**Name Change**
I, Sijy Parakattil Varkey D/o Late Ouseph Varkey Parakattil R/o Vianney Home 9/3 Middleton row Kolkata 700071 in my passport (being no. K6662739) my name has been wrongly recorded as sijy parakattil varkey instead of my actual name Sijy Parakattil & surname Varkey as mentioned in my Aadhaar Card. That Sijy Parakattil Varkey and name Sijy Parakattil surname- Varkey both are same and one identical person i.e., myself vide affidavit dated 06.02.25 before Notary Public at Kolkata.

**Name Change**
I, Nasir Mohammed (Old name) S/o-Manir Ahammad, resident at, Vill& Po-Gulhatia, Ps-Salar, Dist-Murshidabad, 742401, I have changed my name to Mohammad Nasir (New name) vide affidavit sworn before the Notry at Berhampore on 08/02/2025 Mohammad Nasir and Nasir Mohammed is same and one identical person.

**Name Change**
I Rakhi Barman W/o-Deep kanchan Das Residing at Rudrapara sarkarpara Eeshodyan,p.o-Sree Mayapur,p.s-Nabadwip,Dist-Nadia, Pin -741313 , have changed my name and shall henceforth be known as Rakhi Barman Das as Declared before the Notary public Ranaghat court. Dist-Nadia.vide affidavit no-28 Dated-07/02/2025 Rakhi Barman and Rakhi Barman Das both are same and identical Person.

**Name Change**
I, Ansar Biswas (Old name) S/o-Khalilur Rahaman Biswas, resident at, Vill & Po-Islampur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad, 742304, I have changed my name to Ansarul Biswas (New name) vide affidavit sworn before the Executiv Magistrate at Berhampore on 10/09/2024 Ansarul Biswas and Ansar Biswas is same and one person.

# বনের ভিতর দিয়ে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিচ্ছে বন দফতর

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। সকাল-সকাল ছাত্রছাত্রীরা হাজির হয়েছে নিজ নিজ পরীক্ষাকেন্দ্রে। তবে বনবস্তি এবং হাতিপ্রবণ এলাকায় দিয়ে যেসব ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাকেন্দ্রে যাবে, তাদের জন্য বাড়তি সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে বন দফতর। প্রতিটি জঙ্গল-এলাকায় মোতায়েন আছেন বনকর্মীরা। ছাত্রছাত্রীদের গাড়ি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে নিয়ে গিয়ে স্কুলগুলিতে পৌঁছে দিচ্ছেন বনকর্মীরা। এদিন মাল মহকুমার বৈকণ্ঠপুর জঙ্গলের চিরাভিজা এলাকায় এরকমই ছবি দেখা গেল। তারঘেরা বন দফতরের কর্মীরা স্কুলগাড়ি গার্ড করে জঙ্গল পার করে দিচ্ছেন। পাশাপাশি এমভিআই আধিকারিকেরাও রাস্তায়-রাস্তায় টহল দিচ্ছেন, যাতে ছাত্রছাত্রীদের গাড়ির কোনও সমস্যা না হয়। সকাল থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত চলবে এই ডিউটি। প্রতিবারের মতো মাধ্যমিকের প্রথম দিনে বাংলা পরীক্ষা। সকাল ১০.৪৫ মিনিট থেকে পরীক্ষা শুরু। চলবে দুপুর দুটো পর্যন্ত। তবে পরীক্ষার্থীরা সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকেই পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে হয়েছে।

রাজ্যের মোট ২৬৮৩ টি পরীক্ষাকেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। মোট পরীক্ষার্থী ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৫৩ জন। তার মধ্যে ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৮০৩ জন ছাত্র, ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৫০ জন ছাত্রী। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৬২ হাজার পরীক্ষার্থী এই বছর বেড়েছে। মালবাজার ব্লকের অন্তর্গত মোট সাতটি পরীক্ষাকেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। মালবাজার শহরে পাঁচটি এবং ওদলাবাড়িতে দুটি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সকাল থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করেছেন পরীক্ষার্থী থেকে শুরু করে অভিভাবকেরা। মালবাজার শহরের মাল আদর্শ বিদ্যাভবন, সুভাষিনী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়, আনন্দ বিদ্যাপীঠ, পুষ্পিকা হিন্দি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বি এল হিন্দি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ওদলাবাড়ি হিন্দি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ওদলাবাড়ি বয়েজ স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র করা হয়েছে। মাল ব্লকের মাল আদর্শ বিদ্যাভবনকে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রধান ভেনু করা হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিকে কঠোর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে। পুলিস প্রশাসনের তরফে রবিবার রাতে মালবাজার শহর-সহ বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে ২০০ মিটারের মধ্যে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ১৬৩ ধারা বলবৎ থাকছে বলেও জানা গেছে পুলিস প্রশাসনসূত্রে। এদিন সকাল থেকেই মালবাজার থানার পুলিস এবং ট্রাফিক পুলিস শহর-সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির সামনেও কড়া নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

# শিলাবতীর পাড়ে শুরু হয়ে গেল ঘাটাল শহরে গার্ডওয়াল তৈরির কাজ

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ শুরু হয়ে গেল ঘাটাল শহরে গার্ডওয়াল তৈরির কাজ। একই সঙ্গে শুরু হয়েছে স্লুইস গেট তৈরির কাজও। ঘাটাল পুরসভার টাউন হলে মাস্টার প্ল্যানের কাজ খতিয়ে দেখতে ফের মনিটারিং কমিটির বৈঠক হবে ১৩ ফেব্রুয়ারি। সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ঘাটাল শহরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে শিলাবতী নদী। তার বাম পাড়ে সাড়ে তিন কিলোমিটার গার্ডওয়াল তৈরির জন্য মাটি পরীক্ষা শুরু করেছে একটি ঠিকাদার সংস্থা। অন্যদিকে, দাসপুরের জোতকানুরামগড়ে স্লুইস গেট তৈরির কাজও শুরু হয়ে গেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান মনিটারিং কমিটির সদস্য তথা জেলা কৃষি ও সেচ কর্মাধ্যক্ষ আশিস হুতাইত বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সবুজ সংকেত পেয়ে রাজ্য অর্থ দপ্তর দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য। ইতিমধ্যেই ঘাটাল শহরে শিলাবতী নদীর বাম তীরে গার্ডওয়াল তৈরির জন্য মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু হয়ে গেছে। পাঁচটি স্লুইস গেট তৈরির কাজও শুরু হয়ে গেছে। চলতি বছরে বর্ষার আগেই শেষ হবে স্লুইস গেট তৈরির কাজ। ঘাটাল শহরে তিন ও নয় নম্বর ওয়ার্ডে যে দুটি পাম্প হাউস বসছে তারও টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শিলাবতী নদীর বাম তীরে সাড়ে তিন কিলোমিটার গার্ডওয়াল তৈরির জন্য মোট ৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাত পেয়েই গার্ডওয়াল তৈরির জন্য মাটি পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থা। সংস্থার সুপারভাইজার গোবিন্দ দাস বলেন, মাটি পরীক্ষার জন্য ১৩ টি জায়গায় বোরিং করা হচ্ছে। প্রায় ১০০ ফুট নিচ থেকে মাটি নিয়ে তা পরীক্ষার জন্য সেচ দপ্তরে পাঠানো হবে। রিপোর্ট এলেই শুরু হয়ে যাবে গার্ডওয়াল তৈরির কাজ। অন্যদিকে, দু'টি পাম্প হাউস তৈরির জন্য জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। ঘাটাল শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণনগর ও নয় নম্বর ওয়ার্ডে বসছে দু'টি হেভি পাম্প হাউস। দু'টি পাম্প হাউসের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩১ কোটি টাকা। ঘাটাল মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক উজ্জ্বল মাখাল বলেন, চলতি বছরের বর্ষার আগেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রাথমিক কাজ শেষ করা হবে। তাই জোরকদমে চলছে স্লুইস গেট থেকে গার্ডওয়াল তৈরির কাজ। খুব শীঘ্রই দু'টি পাম্প হাউসের কাজও শুরু হয়ে যাবে।

# পরীক্ষা চলাকালীন প্রসব যন্ত্রণা উঠল ছাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিকের পরীক্ষা চলাকালীন প্রথম দিনে প্রসব যন্ত্রণা উঠল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির বাঘডাঙ্গা রামেন্দ্র সুন্দর বিদ্যাপীঠের ছাত্রী হাসিনা খাতুনের। প্রশাসনের তৎপরতায় তাকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। । এবছর তার পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল কান্দি রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের। বাংলা পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎই তাঁর প্রসব যন্ত্রণা ওঠে। বিষয়টি জানানো হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। তারপরেই কান্দি থানার পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তড়িঘড়ি কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় চিকিৎসার জন্য। কান্দি মহকুমা হাসপাতালে বসেই মাধ্যমিকের বাংলা পরীক্ষা দেন ওই ছাত্রী। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কান্দির বাঘডাঙ্গা নিবাসী আসের সেখ তাঁর কন্যা হাসিনা খাতুন। এক বছর আগে কান্দির ন'পাড়া গ্রামে বিয়ে হয়। বর্তমানে ওই পরীক্ষার্থী ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকাতে খুশি পরিবারের সদস্যরা।

# জলের দরে বিকোচ্ছে কমলা

দুরন্ত বার্তা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের শুরু ও শেষের মূহুর্তে ও অনেক টাই কম দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে পাহারী কমলা। দাম কম থাকবে আর মাত্র কয়েক দিন। শীতের শেষ মুহূর্তেও কমলা জলের দরে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। দশ থেকে বারোটা কমলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা। যা শীতের শুরুতেও এই একই দাম ছিল। তবে কমলা বিক্রেতারা বলেন এবার কমলার ফলন বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় অনেক বেশি পরিমাণে হওয়ার জন্য কমলার দাম অনেকটাই কম রয়েছে। শীতের শুরুতেই যেমন কমলার দাম অনেকটাই জলের দর ছিল, এখনো সেই কমলার দাম অনেকটাই কম রয়েছে। তাই কম দামে কমলা পেয়ে খুশি ক্রেতারা। বাজারে তাই জোর গলায় কমলা বিক্রি করছেন বিক্রেতারা।

# কেতুগ্রামের কাছে পরিত্যক্ত বাড়িতে বিস্ফোরণে আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ কল্যাণীর রেশ কাটতে না কাটতেই কেতুগ্রামের কাছে চাঁচুরিতে বিস্ফোরণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে এই বিস্ফোরণে শৌচাগারের ছাদ ও দেওয়াল উড়ে যায়। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যায় বিস্ফোরণ হয়। আওয়াজ এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে দু- একটি বাড়ি কেঁপে উঠেছিল। বিস্ফোরণের পর আগুন লেগে যায়। পুলিশ এবং এসডিপিও ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে উড়ে যায় বাড়ির ছাদ, ভেঙে পড়ে দেওয়াল। বাড়ি ঘিরে রাখে পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, বাড়িতে প্রচুর বোমা বা বিস্ফোরক মজুত ছিল। প্রশ্ন উঠছে, কে বা কারা, এখানে বোমা বা বিস্ফোরক মজুত করেছিল? খতিয়ে দেখছে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ। শুধু দেওয়াল ভেঙে পড়েছে তা নয়। সেখান থেকে ইঁট খুলে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে পড়েছে। বাড়ির স্তম্ভের অংশ কয়েক ফুট দূরে এসে পড়ে। দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন শোলার টুকরো পড়ে আছে। স্থানীয়রা বলছেন, বাড়ি ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠেছে, অনুভব করেছেন তাঁরা। হঠাৎ করেই এই বিস্ফোরণ হয়েছে। রাস্তা জুড়ে পড়ে রয়েছে দেওয়ালের অংশ, ইঁট, পিলারের অংশ। কংক্রিটের ছাদ সম্পূর্ণ ধসে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে যে বিস্ফোরণের তীব্রতা ঠিক কতটা ছিল। বিস্ফোরণস্থলে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে সুতলি দেখা যায়। এর থেকে অনুমান, প্রচুর পরিমাণে বোমা ছিল। এইসব সুতলি বোমা বাঁধার কাজেই লাগত বলে অনুমান পুলিশের।

# ধূপগুড়ির এই মন্দিরের রয়েছে প্রাচীন এক ইতিহাস! জানলে মন ভরে যাবে

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ধূপগুড়ির কয়েকটি প্রসিদ্ধ জায়গার মধ্যে এটি। জলপাইগুড়ির জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের কালীরহাটের বড় কালী মন্দির। প্রসিদ্ধ হওয়ার পিছনে বহু অজানা কারণ রয়েছে এই মন্দিরকে

ঘিরে। রয়েছে আরও অনেক অজানা কিছু তথ্য। ধূপগুড়ির এই পূজো ঘিরে রয়েছে মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা, বিভিন্ন দূর- দুরন্ত থেকে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা। প্রসিদ্ধ হওয়ার পিছনে এই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য লৌকিক কাহিনী। এছাড়া, কয়েকটি গ্রামের মানুষ শুভ কাজ করার আগে এই মন্দিরে পুজো দিয়ে থাকেন। ভক্তদের দাবি, ভক্তি ভরে মায়ের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি মনস্কামনা পূরণ করেন। ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকেই দেবীর বাৎসরিক পূজা হয়ে থাকে। জানা গেছে, এক সময় কালীপুজোর দিনেই পুজো হত। এবছর ৩০ মাঘ পূজা শুরু হবে। সাথে পাঁচদিন ব্যাপী আনন্দ মেলা হবে। কালের নিয়মে পূজার সময় প্রচুর নিয়মের রদবদল হয়েছে পুজো কমিটির তরফে। পুজো কমিটির বিশেষ উদ্যোগে প্রত্যেক বছর এই পুজোর সময়ের মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় নির্দিষ্ট সময়কে উপেক্ষা করে পূজোর সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায়, সমস্ত রকমের সাউন্ড সিস্টেম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পুজো কমিটির তরফে। পাশাপাশি সরকারি সমস্ত রকম নিয়মকানুন মেনে আগামী পাঁচ দিনব্যাপী চলবে আনন্দমেলা।

# অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে যাওয়া দুই ছাত্রী কার্ড আনল পুলিশি সহযোগিতায়

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথম দিনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গেছিল আসানসোলের কুলটির দুই ছাত্রী। বিষয়টি নজরে আসতেই এগিয়ে আসে কুলটি ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। এরপর কুলটি ট্রাফিক গার্ডের পুলিশের উদ্যোগে ওই দুই ছাত্রী নিজেদের বাড়ি থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে এসে পরীক্ষা কেন্দ্রে বসতে পারে। দুই ছাত্রী গঙ্গা বাউরি এবং চন্দনা বাউরির অ্যাডমিট কার্ড ভুলে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন কুলটি ট্রাফিক গার্ডের ওসি চিন্ময় মণ্ডল। এরপর তিনি এবং এ এস আই স্বপন রজক দুজনে মিলে গাড়ি ও বাইক করে দুই ছাত্রীকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে আসে। চন্দনা বাউরি বরাকরের চুনগাড়ি বরাকর এলাকার বাসিন্দা এবং গঙ্গা বাউরি আসানসোলের কাঁকরশোল এলাকার বাসিন্দা। শেষমেশ ট্রাফিক গার্ডের সহায়তায় দুই ছাত্রী নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রে শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিয়েছে বলেই জানা গেছে।

# ভাঙল আত্রেয়ী নদীর বাঁধ, উন্নয়ন নিয়ে মমতাকে খোঁচা সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ তৈরি হওয়ার বছর দুয়েকের মধ্যেই ভেঙে গেল আত্রেয়ী নদীর বাঁধের একাংশ। নদীর বাঁধের কাছে নামার সিঁড়ি উল্টে গিয়েছে। রবিবার রাতে বালুরঘাট পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনাটি ঘটেছে। বাঁধ ভেঙে জল ঢোকার আশঙ্কায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে বাঁধ তৈরি হয়েছিল বলেই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। আত্রেয়ী নদীর বাঁধের একাংশ ভেঙে পড়ার ঘটনায় উন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সোমবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে সুকান্ত লিখেছেন, মাননীয়ার অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন আর বিপর্যয় সমার্থক! বছর দুয়েক আগে বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীর উপর ড্যাম তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু সেখানেও বিপর্যয়। আকস্মিকভাবেই সেই ড্যামও ভেঙে গেল। ঘটনার পর থেকেই যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় মানুষজন। মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে যে কায়দায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠানিক লুঠ চলছে, তাতে স্পষ্ট আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের মানুষই তাঁর লুঠের সরকারও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন।

# চুরির স্কুটি সহ পুলিশের জালে দুই দুস্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রথমে অনলাইন খাবার বিলির কাজ, তার পর আট-ঘাট বেঁধে গাড়ি চুরির কান্ড। এমনই কর্মকান্ড ঘটাতো ডাঙ্গিপাড়ার সুরজ প্রসাদ ও তার এক সঙ্গি সাহিল চৌধুরী। তবে সেই চোরের দলের দুই পান্ডার জায়গা হল বর্তমানে শ্রীঘরে। গত ২৯ জানুয়ারি এনজেপি এলাকার একটি অনলাইন পিৎজার দোকানে ডেলিভারির ব্যাবহারে রাখা একটি স্কুটি চুরি যায়। প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব বা দিলেও পরবর্তীতে কতৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে এনজেপি থানার দারস্থ হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি তারা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তার ভিত্তিতে শুরু হয় তদন্ত। তদন্তে নেমে ওই রবিবার ডেলিভারি বয় সুরজ প্রসাদকে গ্রেফতার করে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসবাদ করে চুরির আরেক পান্ডা খালপাড়ার নিবাসী সাহিল চৌধুরীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে জেরা করে এনজেপি মোর বাজার থেকে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া ইলেক্ট্রিক স্কুটিটি। ধৃতদের সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

# চন্দন গাছ সহ তস্কর ধৃত

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১০

ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার অধিক রাতে হস্তিকাঁদা জঙ্গলে দুটি রক্ত চন্দন সহ অন্যান্য গাছ কেটে সাফ করছিল বেশ কয়েকজন দুস্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটে রামপুরহাট থানার অন্তর্গত মাসড়া অঞ্চলের হস্তিকাঁদা গ্রামে। এলাকায় টহলরত সিভিক ভলিনটিয়ার্সরা এই গাছ কাটার শব্দ পেয়ে থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারজন দুস্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। বাকিরা পালাতে সক্ষম হয়। পুলিশ একটি ট্রাক্টর, একটি বাইক, একটি কার আটক করে। কাটা গাছের গুড়ি স্থানীয় কাষ্টগোড়া বিট অফিসে রাখা হয়েছে, বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।


**Office of The Beldi Gram Panchayat**
**At-Juradih, PS-Arsha, Dist-Purulia**
**Notice Inviting Tender No.-03(2024-25)**
Sealed Tender is invited by the Pradhan, Beldi Gram Panchayat from experienced and resourceful bidders for execution of total 21(Twenty-one)Nos. different works. Date and time of issue of Tender paper from **10/02/2025 to 18/02/2025** from **11.00 AM to 2.00 PM**. Time and Date of Opening of tender paper on **19/02/2025 at 2:00 PM**. For details please visit office of the undersigned.
**Sd/- Pradhan**
**Beldi Gram Panchayat**

Notice for engagement of 5 nos. of Guest Teachers (contractual) at EMRS, Susunia, Purulia. Please visit:- **www.purulia.gov.in** for details

**CORRIGENDUM**
In the Financial Results of **Tirrihannah Company Limited** published on 09.02.2025, where the figures should be read as **Rupees in Lakhs** instead of In Rupees. the error is regretted

**OFFICE OF THE BHANDARPUARA CHIPIDA GRAM PANCHAYAT**
**P.O.- DORODIH, PURULIA-I DEV. BLOCK, PURULIA**
E- Tenders are hereby invited by the Pradhan BHANDARPUARA CHIPIDA Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:- Purulia (W.B.) ie. - WBPUR/B/CHIPIDAGP/NIeT-03/24-25 DATED – 31.1.2025 .,MEMO NO 212/B/CHIPIDA/GP/2025, Dated 31.1.2025. Documents download/ sale start date **7.2.2025, from 6.00 pm** Bid Submission closing date **15.2.2025 upto 10.00 am** . Date of Opening of E- Tender on **17.2.2025 10.00 am** at G.P.Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan BHANDARPUARA CHIPIDA GP in office hours.
**Sd/- Pradhan**
**BHANDARPUARA CHIPIDA GRAM PANCHAYAT**

**OFFICE OF THE DHULAURI GRAM PANCHAYAT**
**Domkal, Murshidabad**
**NOTICE INVITING e-TENDER NO-(1) 16/15 th CFC/2024-25, (2) 17/15 th CFC/2024-25 & (3) 18/5 th SFC/2024-25**
For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 4(Four)Nos. similar works. Source of Fund: 5 th SFC & 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **10.02.2025 at 12.00 Hours to 17.02.2025. up to 12.00 Hours.** The pre-qualification documents alone will be opened on **21.02.2025 at 12.00 hours.**
**Sd/- Prodhan**
**Dhulauri Gram Panchayat**

**Shankarpur-1 Gram Panchayat**
**Baruipur Block, South 24 Parganas**
**Mail-Shankarpur1gp@gmail.com**
Office at the Shankarpur-1 Gram Panchayat, Baruipur Block, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 12/15th FC Untied/SGP-1/2024-25 dt:07/02/2025(Fund-15th FC Untied), NIT No: 13/15th FC tied/SGP-1/2024-25 dt: 07/02/2025(Fund-15th FC tied) and Corrigendum Notice of NIT-11/SGP-1/2024-25, dated 28.01.2025**. Last Date of Bid Submission: **13/02/2025, 14:00 Hrs**. Date of Opening: **17/02/2025, 11:00 Hrs**. For details Pl, contact the Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat,South24PGS,or Visit: **https://wbtenders.gov.in**
**SD/-Pradhan**
**Shankarpur-1 Gram Panchayat**

**OFFICE OF THE CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT**
**P.O.-CHAKALTORE, PURULIA-I DEV. BLOCK, PURULIA**
E- Tenders are hereby invited by the Pradhan Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:-Purulia (W.B.) ie. WBPUR/CGP/NIET-04 /24-25 DATED – 29.1.2025 .MEMO NO - 11 /CGP/2025 And Niet no - WBPUR/CGP/NIET-05 /24-25 DATED – 29.1.2025 , MEMO NO - 12 /CGP/2025 , DATED – 29.1.2025 , Documents download/ sale start date **07.02.2025 6.00 pm** Bid Submission closing date **15.2.2025 upto 5.30 pm** . Date of Opening of E- Tender on **18.2.2025 10.00 am** at G.P.Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Chakaltore GP in office hours.
**Sd/- Pradhan**
**Chakaltore Gram Panchayat**

**GOVT OF WEST BENGAL**
**OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY**
**SASATI, HOWRAH,711312**
**Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-19/2024-25 Vide Memo No-128/Shy-II Dated-10.02.2025**
On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission **-25.02.2025 at 5.00 PM.**
**SD/-EXECUTIVE OFFICER**
**SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY**
**SASATI, HOWRAH, 711312**

**GOVT OF WEST BENGAL**
**OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY**
**SASATI, HOWRAH,711312**
**Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-18/2024-25 Vide Memo No-127/Shy-II Dated-10.02.2025**
On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission **-18.02.2025 at 5.00 PM.**
**SD/-EXECUTIVE OFFICER**
**SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY**
**SASATI, HOWRAH, 711312**

**NAITY GRAM PANCHAYAT**
**Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly**
Notice inviting Tender no: **NIT NO: 001/NGP/2025 & 002/NGP/2025, dated: 10/02/2025** for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM **10/02/2025.** Last date of submission of Tender: **17/02/2025.** Date of Opening of Tender: **19/02/2025.** Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.
**Sd/- Pradhan**
**Naity Gram Panchayat**

**HIRBANDH GRAM PANCHAYAT**
**Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121**
**NIeT No.-10/HirGP/2024-25, Date-10/02/2025**
e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: 15 th FC. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid (online) on **18.02.2025 up to 11.00 hrs**. Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **20.02.2025 at 11.00 hrs.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/- Pradhan**
**Hirbandh Gram Panchayat**

**HOWRAH GASES LIMITED**
**CIN : L24111WB1985PLC038480**
Regd. Office: 1,Crooked Lane, Ground Floor,Room No.G-2, Kolkata 700069,West Bengal,
Mobile No.+91 9830024305
Email : howrahgasesltd@gmail.com; Website: www.howrahgases.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER,2024**

(Rs. In Lakhs)

| Sl. No | Particulars | Quarter Ended | | | Nine Months Ended | | Year Ended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unaudited | | | Unaudited | | Audited |
| | | 31.12.24 | 30.09.24 | 31.12.23 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.03.24 |
| 1 | Total income from operations (Net) | 224.19 | 183.46 | 417.70 | 615.01 | 939.57 | 1232.94 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before taxExceptional and/or Extraordinary items) | (26.16) | 36.58 | 241.30 | 19.78 | 273.14 | 282.31 |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (26.16) | 36.58 | 241.30 | 19.78 | 273.14 | (79.80) |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (26.16) | 28.22 | 241.30 | 19.78 | 273.14 | (78.52) |
| 5 | Total Comprehensive income for the period/ (Loss) {comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)} | (26.16) | (46.46) | 241.30 | 19.78 | 273.14 | (148.24) |
| 6 | Equity Share Capital | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| 7 | Other Equity (excluding Revaluation Reserve) | - | - | - | - | - | 5951.01 |
| 8 | Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (not annualised) : Basic & Diluted(Rs.) | -0.82 | -1.45 | 7.54 | 0.62 | 8.54 | -4.63 |

**Notes:**
1) The above Un-Audited financial results for the Quarter and Nine Month ended on 31.12.2024 were reviewed by the Audit Committee and have approved by the Board of directors at their respective meetings held on 10.02.2025
2) The Above is an extract of the detailed format of Financial results has been filled with the Stock Excahange under Regulation 33 of SEBI( LODR) Regulations, 2015.
3) The Financial results along with Limited Review Report, have been posted on the Company website at http://howrahgases.com/H_Financial.aspx and can be accessed by scanning the QR Code.

Place : Kolkata
Date : 10th February, 2025
On behalf of the Board of Directors
For,**HOWRAH GASES LIMITED**
Sd/-**Suresh Kumar Agrawal**
Managing Director
DIN No. 00587623

**দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড**
সিআইএনঃ এল৫১২২৬ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৫৪৬৭
রেজি. অফিসঃ ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ট ফ্লোর, রুম নং. জি২, কলকাতা-৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ই-মেলঃ **dantavyapar@hotmail.com** // যোগাযোগ নং.ঃ ৯০৭৩৯৮০৮৩১ // ওয়েবসাইটঃ **www.dantavyapar.com**
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য
অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের পরিসংখ্যান

(অন্যথায় বলা না থাকলে সমস্ত পরিমাণ লক্ষ টাকা)

| ক্রম. নং. | বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্তি | | | নয় মাস সমাপ্তি | | বছর সমাপ্তি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ডিসেম্ব ৩১, ২০২৪ | সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪ | ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ | ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪ | ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ | মার্চ ৩১, ২০২৪ |
| | | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত |
| ১. | অপারেশন থেকে আয় (নিট) | ৪,৩৪৮.০৮ | ৫,৮০৮.৪৬ | ২,১৮৫.২৬ | ১৩,০৮৩.৪২ | ৬,৮৬৯.৪২ | ৯,৫৯৩.৫৩ |
| ২. | সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে) | ১,৮১৮.১৬ | ৩,৪৪৪.১৩ | (১৬৮.১৭) | ৫,৫৯৭.৭৭ | (১৭৪.২৯) | ২২১.০৩ |
| ৩. | সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে) | ১,৮১৮.১৬ | ৩,৪৪৪.১৩ | (১৬৮.১৭) | ৫,৫৯৭.৭৭ | (১৭৪.২৯) | ২২১.০৩ |
| ৪. | সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে) | ১,৩৬০.৫৭ | ২,৫৭৭.৩১ | (১৬৮.১৭) | ৪,১৮৮.৯২ | (১৭৪.২৯) | ১৪৯.৪৯ |
| ৫. | সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)} | ১,৩৬০.৫৭ | ২,৫৭৭.৩১ | (১৬৮.১৭) | ৪,১৮৮.৯২ | (১৭৪.২৯) | ১,৭৯,৩৩১.৬৪ |
| ৬. | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ৪৭,৪৫৯.৬০ | ৪৭,৪৫৯.৬০ | ৪৭,৪৫৯.৬০ | ৪৭,৪৫৯.৬০ | ৪৭,৪৫৯.৬০ | ৪৭,৪৫৯.৬০ |
| ৭. | অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪,৪০,১৩৮.৬৪ |
| ৮. | শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে এবং পরে) (বার্ষিক নয়)ঃ মৌলিক এবং মিশ্র (টাকা) | ০.২৮৭ | ০.৫৪৩ | (০.০৩৫) | ০.৮৮৩ | (০.০৩৭) | ০.০৩১ |

মন্তব্যঃ ১) ৩১.১২.২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১০.১২.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ২) উপরোক্তটি আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি পরিসংখ্যান যা এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পূরণ করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.dantavyapar.com-এ উপলব্ধ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড-এর জন্য
স্বা/- একতা আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০১৩৬৯৭১৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

**বিজ্ঞপ্তি**
অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে ১) শ্রীমত্যা লক্ষীপ্রিয়া রক্ষিত, স্বামী স্বর্গীয় দুর্গাচরন রক্ষিত, ২) শ্রী প্রদীপ রক্ষিত, ৩) শ্রী গৌতম রক্ষিত, ৪) শ্রী সন্দীপ রক্ষিত, ৫) শ্রী সুব্রত রক্ষিত, ৬) শ্রী উৎপল রক্ষিত, সর্ব পিতা স্বর্গীয় দুর্গাচরন রক্ষিত, ৭) শ্রীমত্যা ছায়ারানী রক্ষিত, স্বামী স্বর্গীয় দেবীচরন রক্ষিত, সর্ব গ্রাম ও ডাকঘর ও থানা-বাগনান, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩, ৮) শ্রীমতী পাপড়ী চৌধুরী, স্বামী শ্রী অমর চৌধুরী, ঠিকানা-ধাড়শা হরিসভাতলা, ডাকঘর- জি. আই. পি. কলোনী, থানা-জগাছা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১১২, ৯) শ্রীমতী রুমা শাসমল, স্বামী শ্রী বিকাশ শাসমল, গ্রাম- গোপালপুর, ডাকঘর ও থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩, বিগত ইংরাজী ১০।১২।২০১২ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আর ঃ অফিসে ৩৮৪৫নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সেখ সইদুল ইসলাম, পিতা মরহুম সেখ রাসেদ আলি, গ্রাম- পশ্চিম বাইনান, ডাকঘর-বাইনান, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তার নামা অনুযায়ী জেলা-হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আর ঃ বাগনান এর অন্তর্গত বাগনান-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে ৬২নং জে. এল. ভুক্ত টেপুর নবাসন মৌজায় হাল ২৪৪ ও ২৩০ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ৭৯ হাল ৯০ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ২৬ শতক এর মধ্যে ২৬ শতক শালি জমি উক্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে আমার মক্কেল তৈবুর মোল্লা, পিতা সাহাবুদ্দিন মোল্লা, গ্রাম- রানা, ডাকঘর- দেউলটী, থানা- বাগনান, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৩০৩, গত ইংরাজী ২৯।০২।২০২৪ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আর ঃ অফিসে যথাক্রমে ১০০৯ ও ১০১০ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে ক্রয় করিয়া বাগনান-১ নম্বর বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে নাম খারিজ বা মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছে। এতদবিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বাগনান-১ নম্বর বি. এল, এন্ড এল. আর. ও অফিসে প্রমানাদি সহ আপত্তি জানাতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কায্য হইবে।
**Priyajir Nandi**
**Advocat- Uleberia Court**

**বিজ্ঞপ্তি**
অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে ১) শ্রী স্বপন মান্না, ২) শ্রী গোপাল মান্না, উভয়ের পিতা স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মান্না, গ্রাম-টেপুর, ডাকঘর ও থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৩০৩, গত ইংরাজী ২২।০৪।২০১০ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আর ঃ অফিসে **IV-33** নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে। শ্রীমতী মান্তু ঘোষ, স্বামী শ্রী দেবানন্দ ঘোষ, গ্রাম- বেড়াবেড়িয়া, ডাকঘর ও থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৩০৩, মহাশয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তার নামা অনুযায়ী জেলা- হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আর ঃ বাগনান এর অন্তর্গত বাগনান-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ৬২ নং জে. এল. ভুক্ত টেপুর নবাসন মৌজায় হাল ০৩ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ৮৩ হাল ৯২ নং দাগে শালি জমি ৩৮ শতক এর মধ্যে ১৯ শতক এবং হাল ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ৭৮ হাল ৮৯ নং দাগে শালি জমি ৪০ শতক এর মধ্যে ০৩ শতক শালি জমি উক্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে আমার মক্কেল তৈবুর মোল্লা, পিতা- সাহাবুদ্দিন মোল্লা, গ্রাম- রানা, ডাকঘর- দেউলটী, থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৩০৩, গত ইংরাজী ২৯।০২।২০২৪ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আর ঃ অফিসে যথাক্রমে ১০১১ ও ১০১৭ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে ক্রয় করিয়া বাগনান-১ নম্বর বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে নাম খারিজ বা মিউটেশানের জন্য আবেদন। করিয়াছে। এতদবিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বাগনান-১ নম্বর বি. এল. এন্ড এল, আর ও অফিসে প্রমানাদি সহ আপত্তি জানাতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।
**Priyajir Nandi**
**Advocat- Uleberia Court**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**
**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Civil), BR-IX, K.M.C.** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
**NIT No.: KMC/IX/073/038/2024-2025**
Name of work: **Development of IP Passages at Gopal Ghat, 8/1, 45B, 49 Kalighat Road, 2/1C B. B. Ghat Road and etc. in Ward No.-73.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,99,945.82.** Earnest Money: ₹ **6,000.00** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **22.02.2025 - 12 noon.** Tender will be opened on : **24.02.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from: **11.02.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

**The Executive Engineer (Civil), BR-X, K.M.C.** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
**NIT No.: X/091/046/2024-2025/R**
Name of work: **Improvement of asphaltum road by laying of new Kerb & Channel Stone and also by laying hot mix near Prem. No. 1/58, 1/68, B. B. Chatterjee Road and surrounding etc. in Ward No.-091 under Borough-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,71,199.29.** Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Time of Completion: **75 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **21.02.2025 - 12 noon.** Date & Time of opening of Bid : **24.02.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from: **11.02.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in.**

**The Executive Engineer (Civil), BR-XI, K.M.C.** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
**NIT No.: KMC/EEC/XI/114/090/24-25/R**
Name of work: **Protection of Embankment from H/O Malati Sipui to Sitala Mandir (Keorapukur Canal) in Ward No.-114.** Estimated Value (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,83,770.54.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **20.02.2025 - 12 noon.** Date & Time of opening of Bid : **22.02.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from: **12.02.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in.**

**The Executive Engineer (Civil), BR-XIII, K.M.C.** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
**NIT No.: KMC/XIII/116/15/24-25 (1st call)**
Name of work: **Maintenance of existing bituminous road due to laying of W/S Pipe Line at 37, Chanditala Main Road in Ward No.-116.** Work Value : ₹ **3,59,106.79.** Earnest Money: ₹ **7,200.00**. Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **21.02.2025 upto 11 a.m.** Tender will be opened on : **24.02.2025 (11 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from: **11.02.2025 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

**The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, K.M.C.** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
**NIT No.: KMC/XIV/129/046/24-25/BUSTEE**
Name of work: **Maintenance of C. C. Passage at the slum area of S. R. Sarani near Pre. No. 22/C, 22/D etc. & H. M. Road near Pre. No. 18N, 18/P etc. in Ward No.-129.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,97,162.59.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Time of Completion: **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **19.02.2025 upto 11 a.m.** Tender will be opened on : **21.02.2025 (11 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from: **11.02.2025 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**
**1374/24-25**

# নয়া পার্টনারশিপ কলকাতা নাইট রাইডার্সের

**মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগ-এর কলকাতা নাইট রাইডার্স একটি মাল্টি-ইয়ার পার্টনারশিপ চুক্তি সই করেছে ভারতের শীর্ষস্থানীয় ওয়ায়ারস ও কেবলস এবং কনজিউমার ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি আরআর কেবলের সঙ্গে। এই চুক্তির মাধ্যমে আরআর কেবলকে কেকেআরের প্রধান পার্টনার হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এই কৌশলগত জোটের ফলে আরআর কেবলের ব্র্যান্ড উপস্থিতি শক্তিশালী হবে। কেকেআরের সঙ্গে তাদের প্রথম পার্টনারশিপের পর এবার দ্বিতীয়বারের মতো চুক্তি স্বাক্ষর করেছে আরআর কেবল, যা ব্র্যান্ডটির ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে সংযোগ এবং বাজারে উপস্থিতি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। এই চুক্তির ফলে কেকেআরের সব দলের শার্টে আরআর কেবলের লোগো 'রাইট চেস্ট' পজিশনে দেখা যাবে। এটি আরআর কেবলের জন্য একটি বিশাল দর্শকদের সামনে নিজেদের পরিচিতি বাড়ানোর সুযোগ প্রদান করবে। কেকেআরের সঙ্গে এই সহযোগিতা স্পষ্টভাবে স্পোর্টস এবং ইন্ডাস্ট্রি নেতাদের মধ্যে শক্তিশালী সঙ্গতির পরিচয়, যা কাস্টমারদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনে এবং ব্র্যান্ড ভিজিবিলিটি বাড়াতে এক অভিনব প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। আরআর গ্লোবালের ডিরেক্টর, শ্রীমতী কীর্তি কবরা বলেছেন, ''আইপিএল এমন একটি মঞ্চ যেখানে শক্তি, উৎসাহ এবং পারফরম্যান্স জীবন্ত হয়ে ওঠে, যা আরআর কেবলের জন্য সঠিক মঞ্চ। কলকাতা নাইট রাইডার্স আমাদের সঙ্গে ভালোভাবে মেলে, কারণ তাদের দৃঢ়তা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উৎকর্ষের প্রতি তাদের প্রচেষ্টা আমাদের সঙ্গে সঙ্গতি পায়। ক্রিকেট এমন একটি খেলা যা অন্য কোনো কিছুই মানুষের মধ্যে একতা আনতে পারে না, এবং আমরা সবসময় বিশ্বাস করি উন্নতি, অগ্রগতি এবং সীমা ছাড়ানোর মধ্যে। এই পার্টনারশিপ শুধুমাত্র দৃশ্যমানতা নিয়ে নয়, বরং এটি এমন কিছু যা উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং দেশের মানুষকে একত্রিত করে।'' কলকাতা নাইট রাইডার্সের সিইও, শ্রী ভেঙ্কি মাইসোর বলেছেন, ''আমরা আনন্দিত যে আরআর কেবলকে আবারও কেকেআরের পার্টনার হিসেবে স্বাগত জানাতে পারছি। এটি একটি বিশ্বমানের ব্র্যান্ড, এবং তাদের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক শক্তিশালী করার মাধ্যমে আমরা আরও বড় প্রভাব তৈরি করতে পারব। আমরা আরও শক্তিশালী সহযোগিতা তৈরি করার অপেক্ষায় আছি।'' এই চুক্তিটি কেকেআরের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। তারা আগামী মরসুমে মাঠে আরও শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আরআর কেবল এবং কেকেআরের এই মাল্টি-ইয়ার চুক্তি একটি উত্তেজনাপূর্ণ যাত্রার শুরু, যা মাঠ এবং মাঠের বাইরে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এখন কেকেআর তার ভক্তদের বিনোদন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং এই পার্টনারশিপ দুই পক্ষের জন্য এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে।

# 'রোহিতের ৩৩ নম্বর সেঞ্চুরিটা সময়ে অপেক্ষা'

## ভবিষ্যদ্বাণী সুরেশ রায়নার

**মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, খুব শীঘ্রই রোহিত শর্মার ৩৩ নম্বর ওয়ানডে সেঞ্চুরিটা আসবে। উল্লেখ্য, গত রবিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) কটকের বরাবাটি স্টেডিয়ামে রোহিতের ব্যাট থেকে একটি বিধ্বংসী শতরান বেরিয়ে আসে। পাশাপাশি তাঁর ব্যাটে রানের খরাও কেটে যায়। এই ম্যাচের আগে ক্রিকেটের তিনটে ফরম্যাট মিলিয়ে গত ১৬ ইনিংসে রোহিত মাত্র ১৬৬ রান করেছিলেন। এমনকী, চলতি ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে উইকেট হারানোর পর সমর্থকরাও তাঁকে নিয়ে মজা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু, কটকে একেবারে অন্য রোহিত শর্মাকে দেখতে পাওয়া গেল। ইংরেজ বোলারদের জমিয়ে ক্লাস নিলেন তিনি। এই ম্যাচে তিনি মাত্র ৭৬ বলে শতরান করেন। আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেটে এই নিয়ে তিনি ৩২ নম্বর শতরান করে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত ১১৯ রানে আউট হয়ে যান। রোহিতের এই ইনিংসে ১২ চার এবং ৭ ছক্কা রয়েছে। রোহিতের এই শতরানের দৌলতে টিম ইন্ডিয়া ৪ উইকেটে জয়লাভ করে। রোহিতের এই কামব্যাক দেখে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত সুরেশ রায়না। স্টার স্পোর্টসে ম্যাচ নিয়ে আলোচনার সময় তিনি বললেন, ''রোহিতের স্ট্রোক-প্লে সত্যিই যথেষ্ট প্রশংসনীয়। বিশেষ করে স্পিনারদের বিরুদ্ধে ওর ফুটওয়ার্ক দেখার মতো।'' সঙ্গে তিনি আরও যোগ করলেন, ''রোহিত ৬৯ মিটারের যে ছক্কাটা হাঁকিয়েছিল, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রত্যেকটা শট 'ভি' অঞ্চলের মধ্যেই ও মেরেছে। এটাই একজন বড় ক্রিকেটারের উদাহরণ। সেটা ও আজ আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিশেষ করে স্পিনারদের বিরুদ্ধে ওর ফুটওয়ার্ক অসাধারণ। প্রত্যেকটা চার-ছক্কা হাঁকানোর পর খুব অল্পই ডট বল খেলেছে। অনেক বেশি করে স্ট্রাইক রোটেশনের উপর মনোনিবেশ করেছে।'' প্রসঙ্গত, নাগপুর ওয়ানডে ম্যাচে ব্যর্থতার পর রায়না জানিয়েছিলেন যে কটকেই রোহিত কামব্যাক করতে পারবে। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার জানিয়েছেন, কটকে রোহিতকে একেবারে আলাদা মেজাজে দেখতে পাওয়া গেল। রায়নার কথায়, রোহিতের মতো একজন বড় মাপের ক্রিকেটার সিরিজ ফাইনালের জন্য অপেক্ষা করে না। আর সেকারণেই দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি যাবতীয় কাজ মিটিয়ে ফেলেন। রায়না বলেন, ''আমি আগেই বলেছি যে আজকের দিনটা রোহিত শর্মারই। কটকে ওকে একটা আলাদা মেজাজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুর্দান্ত ফিল্ডিং করেছে। এভাবেই বড় ক্রিকেটাররা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জ্বলে ওঠে। সেকারণে রোহিত অহমেদাবাদের জন্য কোনওকিছু ফেলে রাখেনি। আমি বলছি, রোহিতের ৩৩ নম্বর শতরানটা খুব তাড়াতাড়িই আসবে।'' আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি এই সিরিজের শেষ ম্যাচটা খেলতে নামবে ভারত এবং ইংল্যান্ড।

## চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জসপ্রীত বুমরার ভবিষ্যৎ কী?

# আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই হবে পরিষ্কার!

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জসপ্রীত বুমরাকে পাবে ভারত? প্রশ্নটা গত কয়েকদিন ধরেই ঘুরছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। মাঝে জানা গিয়েছিল, তাঁর স্ক্যান করানো হয়েছে। এরপর স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন আসে, তা হল কতটা ফিট বুমরা? এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা আরও বাড়ল। বোর্ডের এক নিকট সূত্র জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরার ভবিষ্যৎ কী? তা আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পরিষ্কার হবে। আসলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ভালো করেই জানে, জসপ্রীত বুমরা টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম সেরা অস্ত্র। তাঁকে ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নামা মানে খানিক পিছিয়েই থাকবে ভারত। এই পরিস্থিতিতে তাই বুমরার জন্য শেষ মিনিট অবধি অপেক্ষা করতে তৈরি বোর্ড। বিসিসিআইয়ের এক নিকট সূত্র বলেছেন, ''যদি বুমরাকে নিয়ে ১ শতাংশও সুযোগ থাকে, তা হলে বিসিসিআই অপেক্ষা করতে রাজি। হার্দিক পান্ডিয়ার ক্ষেত্রেও বোর্ড সেটাই করেছিল। প্রসিধ কৃষ্ণাকে বদলি হিসেবে নেওয়ার আগে প্রায় দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করেছিল। এ ছাড়া যখন শুভমন গিলের ডেঙ্গি হয়েছিল, সেই সময়ও তাঁর পরিবর্তর খোঁজ করেনি বোর্ড। বুমরার ক্ষেত্রেও বিষয়টা আলাদা হবে না। স্কোয়াড জমা দেওয়ার ডেডলাইনের মধ্যে যদি বুমরা ফিটনেস টেস্টে পাস না করে, তা হলে পরে ইভেন্ট টেকনিক্যাল কমিটির কাছে বুমরার পরিবর্ত প্লেয়ার চাওয়ার কথা ভাবতে পারে বোর্ড।'' জানা গিয়েছে, আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জসপ্রীত বুমরা বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি শুরু করতে পারেন। যেমন- তিনি জিমে যেতে পারেন, হালকা বোলিংও করতে পারেন। সেখানে বোর্ডের মেডিকেল টিম তাঁকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষেণ করবেন। ফলে রিহ্যাব পর্ব শুরু করার পর ফিটনেস টেস্ট একবার পাস করলে বুমরাকে নিয়ে আর চিন্তা থাকবে না টিম ম্যানেজমেন্টের।

# ইডেনে সেঞ্চুরির পথে রাহানে, সেমিফাইনালে এক পা মুম্বইয়ের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল মুম্বই। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নও। এ মরসুমে হঠাই চাপে পড়েছিল অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বাধীন মুম্বই। জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বে ষষ্ঠ ম্যাচে হেরেছিল। সেই ম্যাচে খেলেছিলেন টেস্ট দলের দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও যশস্বী জয়সওয়াল। তাঁরা ব্যর্থ হন। মুম্বই অবশ্য সপ্তম রাউন্ডের ম্যাচ জিতে সহজেই নকআউট নিশ্চিত করে। এ বার সেমিফাইনালের দিকেও এক পা দিয়ে রেখেছেন বলা যায়। আর মুম্বইকে ব্যাট হাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক রাহানেই। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে চলছে মুম্বই বনাম হরিয়ানা কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। প্রথম ইনিংসে ৩১৫ রান করেছিল মুম্বই। টপ ও মিডল অর্ডার ব্যর্থ হলেও লোয়ার অর্ডারে শামস মুলানি এবং তনুষ কোটিয়ানের অনবদ্য ইনিংস। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি মিস হয়েছিল দু-জনেরই। জবাবে হরিয়ানাকে প্রথম ইনিংসে ৩০১ রানেই গুটিয়ে দিয়েছিল মুম্বই। শার্দূল ঠাকুর আধডজন উইকেট নিয়েছিলেন। সামান্য লিডও অনেক সময়ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। মুম্বইয়ের ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। দ্বিতীয় ইনিংসে মুম্বইয়ের ওপেনিং জুটি দীর্ঘ হয়নি। আকাশ আনন্দ (১০) ও আয়ুষ মাহত্রে ৩১ রান করেন। তিনে নামা সিদ্ধেশ লাড ৪৩ রান করেন। মুম্বই ব্যাটিংয়ের হাল ধরেন ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক রাহানে। আগামী আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলবেন। তাঁকে কেকেআরের সম্ভাব্য ক্যাপ্টেনও মনে করা হচ্ছে। ইডেন গার্ডেন্স তাঁর হোমগ্রাউন্ড। সেখানে দাপট রাহানের ব্যাটে। সূর্যকুমার যাদবের (৭০) পর শিবম দুবের সঙ্গে দুর্দান্ত জুটি রাহানের। তৃতীয় দিন অবিচ্ছিন্ন জুটিতেই মাঠ ছাড়েন রাহানে ও দুবে। প্রথম শ্রেনির কেরিয়ারে আরও একটি সেঞ্চুরির দিকে অজিঙ্ক রাহানে। রঞ্জি নকআউট পাঁচ দিনের ম্যাচ। তৃতীয় দিনের শেষে ৮৮ রানে অপরাজিত রাহানে। সব কিছু ঠিক থাকলে চতুর্থ দিন প্রথম ঘণ্টাতেই হয়তো সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ফেলবেন। শিবম দুবে ৩০ রানে ক্রিজে। সব মিলিয়ে ২৯২ রানে এগিয়ে মুম্বই। সেমিফাইনালে এক পা ফেলে রেখেছে বলাই যায়।

# মাধ্যমিকের মাঝেই ম্যাচ, এলিট লিগে সমস্যায় যুব ফুটবলাররা!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে না খেলবে? ফেডারেশনের অদ্ভুত সূচির জাতাকলে এলিট লিগের ফুটবলাররা। ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব-১৭ এলিট যুব লিগ চলছে। সেই লিগে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান, বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি, ইউনাইটেড স্পোর্টসের মতো দলগুলো। বাংলা থেকে একাধিক ফুটবল ক্লাব, অ্যাকাডেমি অংশ নেয় ওই টুর্নামেন্টে। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান একই গ্রুপে রয়েছে। সেই গ্রুপের সমস্ত খেলা শেষ হয়ে গেলেও 'কে' গ্রুপের খেলা এখনও বাকি। আর ওই গ্রুপে রয়েছে বাংলার দুটো দল। ইউনাইটেড স্পোর্টস আর বর্ধমান কালনার ফুটবল টিম এসকেএম স্পোর্টস ফাউন্ডেশন। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীনই ম্যাচের সূচি দিয়েছে ফেডারেশন। যা দেখে তাজ্জব ইউনাইটেড কর্তা নবাব ভট্টাচার্য। টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে, ইউনাইটেড কর্তা বলেন, ''পরীক্ষার মাঝেই খেলার সূচি। আমার দলে ৭জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পরের রাউন্ডে ওঠার লড়াইয়েও আছি আমরা। অথচ এই সময়ে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মাঠে নামা তো বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। পরশু পরীক্ষা না থাকায়, ওদিন খেলা দিয়েছে। ফুটবল বডি কনট্যাক্ট গেম। যে কোনও সময় কেউ চোট পেলে সেই ছেলের পড়াশোনার কেরিয়ার তো একদম শেষ। পরীক্ষার দিন আমাদের খেলা দিয়েছিল ফেডারেশন। অনেক অনুরোধের পর সেই খেলার দিন পরিবর্তন করে। এমনকি ১৫ তারিখ মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষার দিনও খেলা দিয়েছিল। সেটা আপাতত বাতিল করা হয়েছে। ওটার সূচি ঘোষণা হবে। গতকাল, অর্থাৎ ৯ তারিখও ম্যাচ ছিল।'' বুধবার অনূর্ধ্ব-১৭ এলিট যুব লিগে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব খেলবে এসকেএম ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে। বর্ধমানের কালনায় খেলতে যাবে ইউনাইটেড। সচরাচর বোর্ডের পরীক্ষা চলাকালীন বড় টুর্নামেন্টের ম্যাচ দেওয়া হয় না। সিএবি লিগের বয়সভিত্তিক ম্যাচ যেমন এখন বন্ধ আছে। তা হলে ফেডারেশনের হুঁশ ফিরল না কেন? ময়দানের এক কর্তা বলেই দিলেন, ''মাধ্যমিক পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গের বোর্ডের অধীনস্থ হওয়ায় এআইএফএফ হয়তো এটা বুঝতেই পারেনি!''

# ফের সমস্যা! কেরালা ম্যাচে অনিশ্চিত মোহনবাগানের এই দুই ফুটবলার

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** দিন কয়েক আগেই নিজেদের ঘরের মাঠে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাঁরা পরাজিত করেছে প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের পাঞ্জাব এফসিকে। এই ম্যাচের শুরু থেকেই পাঞ্জাব ফুটবলাররা দাপুটে পারফরম্যান্স করলেও সেটা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনটি গোলের ব্যবধানে জয় সুনিশ্চিত করে সবুজ-মেরুন। সেই সুবাদে ২০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান মজবুত করার পাশাপাশি লিগ শিল্ড প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে মোহনবাগান। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আইএসএলের এই খেতাব জয় করার ক্ষেত্রে আর কয়েক পা দূরেই রয়েছে জোসে মোলিনার ছেলেরা। সেক্ষেত্রে শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসির বিপক্ষে জয় এক বিরাট বড় পাওনা সমর্থকদের কাছে। কার্ড সমস্যা দরুন এদিন মাঠে ছিলেন না আপুইয়া এবং টম অলড্রেডের মতো ফুটবলার। যা নিঃসন্দেহে চিন্তায় রেখেছিল সকলকে। তবে প্রথম থেকেই যথেষ্ট দাপুটে পারফরম্যান্স করতে শুরু করে মোহনবাগান। পাল্টা ছাড়েনি পাঞ্জাব দল। সুযোগ মতো যথেষ্ট ভয়ঙ্কর হতে শুরু করে ফুলগা ভিদাল থেকে শুরু করে পেট্রোস গিয়াকৌমাকিসরা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বহু চেষ্টা করেও গোলের মুখ খুলতে পারেননি পাঞ্জাব ফুটবলাররা। অমীমাংসিত ফলাফলে প্রথমার্ধ শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আরও ভয়ঙ্কর হতে শুরু করেছিল বাগান ব্রিগেড। বিশেষ করে জেমি ম্যাকলারেনের পারফরম্যান্স তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সকলকে। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি অ্যাওয়ে ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। গত পাঞ্জাব ম্যাচের মতো এই ম্যাচে ও জয় পাওয়ার লক্ষ্য থাকবে শুভাশিস বসুদের। তবে এই ম্যাচে খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে দলের দুই তারকা ফুটবলারের। যাদের মধ্যে রয়েছেন সাহাল আব্দুল সামাদ এবং ডিফেন্ডার আশিষ রাই। বলাবাহুল্য, গত পাঞ্জাব ম্যাচের শেষের দিকে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল আশিষ রাইকে। পরবর্তীতে ব্যান্ডেজ বেঁধেই স্টেডিয়াম ছাড়তে হয়েছিল জাতীয় দলের এই ভরসাযোগ্য ডিফেন্ডারকে। স্বাভাবিকভাবেই আগামী ম্যাচে আদৌও তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। এছাড়াও প্রায় একই রকম পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল দলের তারকা মিডফিল্ডার সাহাল আব্দুল সামাদের। মনে করা হচ্ছে হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যাতেই হয়তো ভুগছেন এই ফুটবলার। সেক্ষেত্রে কেরালা ম্যাচে আদৌও এই দুই ফুটবলারকে পাওয়া যাবে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

# চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানকে ফেভারিট মনে করছেন শাস্ত্রী

**মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** শেষ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হয়েছিল ২০১৭ সালে। ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক তারা। যদিও টুর্নামেন্ট হবে হাইব্রিড মডেলে। ভারতের ম্যাচগুলি দুবাইতে। একটি সেমিফাইনাল এবং ভারত ফাইনালে উঠলে সেই ম্যাচও দুবাইতে হবে। বাকি ম্যাচগুলি পাকিস্তানের তিনটি ভেনুতে। ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। যা ক্রিকেটের মিনি বিশ্বকাপও বলা যায়। আট দলের টুর্নামেন্ট। ফরম্যাট এমনই, একটি ম্যাচ হারলে সেই টিম ছিটকে যেতেই পারে। কার্যত নকআউট টুর্নামেন্টও বলা যায়। আর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তান সাফল্য পেতে পারে, এমনটাই মনে করছেন ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বাদে গ্রুপ পর্বের বাকি দুটি ম্যাচই ঘরের মাঠে খেলবে পাকিস্তান। দুবাইয়ের পরিবেশ পরিস্থিতিও তাদের থেকে খুব একটা আলাদা নয়। ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার তথা জাতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী মনে করছেন, ঘরের মাঠে খুবই বিপজ্জনক পাকিস্তান। আইসিসি রিভিউতে রবি শাস্ত্রী বলেন, ''পাকিস্তান খুবই বিপজ্জনক দল বলেই মনে করি। ওর গত ৬-৮ মাস সাদা বলে যেরকম পারফর্ম করেছে, বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায়, ওদের বিপজ্জনক বলতেই হবে।'' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে অবশ্য বড় ধাক্কা খেয়েছে পাকিস্তান। ধারাবাহিক ভালো পারফর্ম করে আসা সায়াম আয়ুব ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিও খুব একটা চাপে ফেলবে না বলেই মনে করেন রবি শাস্ত্রী। আরও যোগ করেন, ''টপ অর্ডারে সায়াম আয়ুবের না থাকাটা হয়তো ওদের কাছে চাপের। ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারপরও বলব, পাকিস্তান বিপজ্জনক দল। বিশেষ করে ঘরের মাঠে আরও বেশি শক্তিশালী। ওদের অন্তত সেমিফাইনাল অবধি যোগ্যতা অর্জন করা উচিত। এরপর তো আর একটা ম্যাচের ব্যাপার।'' পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠলে ট্রফিও জিততে পারে, এমনটাই মনে করছেন রবি শাস্ত্রী।

# ৪৮১ দিন পর একাদশে নেইমার, গোল নেই, ড্রিবলেও জিরো

**সান্তোস, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ** সান্তোসে নিজের ফেরার ম্যাচেই বদলি নেমে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন নেইমার। কিন্তু পরের ম্যাচেই মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ৪৮১ দিন পর শুরুর একাদশে নেমে ভুলে যাওয়ার মতোই একটি দিন পার করেছেন তিনি। নভোরিজোন্তিনোর বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করা ম্যাচে নেইমার মাঠে ছিলেন ৭৫ মিনিট (ইনজুরি টাইমসহ ৮১ মিনিট)। কিন্তু এ সময়ে দলের ভাগ্য বদলানো দূরে থাক, তেমন কোনো ছাপই ফেলতে পারেননি। গোলশূন্য ম্যাচে নেইমার যে গোল কিংবা অ্যাসিস্ট কোনোটাই করতে পারেননি, সেটা বোধ হয় আলাদা করে না বললেও চলে। গোল না করা কিংবা অ্যাসিস্ট না করার মতো দিন একজন ফুটবলারের যেতেই পারে। কিন্তু এই ম্যাচে নেইমার একটি শট নিলেও সেটি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। সান্তোসের হয়ে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচে নেইমার বল স্পর্শ করেছেন ৫৫ বার, যেখানে তিনি সব মিলিয়ে পাস দিয়েছেন ২৮টি। এর মধ্যে ২২টি ছিল সফল পাস। সাফল্যের হার ৭৯ শতাংশ। কিন্তু এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাস ছিল মাত্র ১টি। এমনকি এ ম্যাচে ৭ বার ড্রিবলের চেষ্টা করে একবারও সফল হননি। আর এই পরিসংখ্যানগুলোই মূলত তুলে ধরছে নেইমারের বাজে পারফরম্যান্সকে। এদিন ম্লান পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ৯ মিনিটে সমর্থকদের মনে ভয়ও ধরিয়ে দিয়েছিলেন নেইমার। এ সময় হেড দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে মাথায় সংঘর্ষ লাগার পর মাঠে শুয়ে পড়েন নেইমার। পরে অবশ্য দ্রুতই খেলায় ফিরে আসেন তিনি। এরপর ২২ মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ এসেছিল তাঁর সামনে। কিন্তু নিজে শট না নিয়ে সতীর্থ গিয়ের্মেকে পাস দেন দিনি। পরে সেই সুযোগ আর আলোর মুখ দেখেনি। পরিসংখ্যানের নানা দিকে পিছিয়ে থাকলেও একটি দিকে এগিয়ে ছিলেন নেইমার। এ ম্যাচে সব মিলিয়ে ৪ বার ফাউলের শিকার হয়েছেন প্রাক্তন বার্সেলোনা তারকা। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় ম্লান পারফর্ম করা নেইমারকে শেষ পর্যন্ত বদলি করা হয় ম্যাচের ৭৫ মিনিটে। তাঁর বদলে মাঠে নামেন গ্যাব্রিয়েল বোন্তেমপো। তিনিও অবশ্য ম্যাচে কোনো পার্থক্য গড়তে পারেননি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com